৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ১৩ শ্রাবণ – ১৯ শ্রাবণ, ১৪২৯ ঃ ৩০ জুলাই – ৫ আগস্ট, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 40, 30 July - 5 August, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবন সহ ১৪টি

জায়গায় তল্লাশী চালালো ইডি। পার্থর ঘনিষ্ঠ অভিনেত্রী ও মডেল অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের টালিগঞ্জের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল টাকার স্তূপ। গুনে পাওয়া গেল ২০ কোটিরও বেশি নোট, সঙ্গে সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রা।

রবিবার : ইডি তল্লাশির পর গ্রেফতার হলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও

ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। রুজু হয় নানা ধারায় মামলা। যদিও তাতেও টলেনি তৃণমূল। পার্থকে সব পদে বহাল রেখে জানিয়ে দিয়েছে আগে কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হবে, তারপর ব্যবস্থা।

সোমবার : ইডি-র হাতে গ্রেফতার হওয়া পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ে চলল নাটক। কোর্টে দুদিনের ইডি হেফাজত হওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন পার্থ। ভর্তি হন এসএসকেএম হাসপাতালে। কিন্তু ইডি বিরোধিতায় কোর্ট পাঠালো ভুবনেশ্বরের এআইআইএমে।

মঙ্গলবার : ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নিলেন প্রথম জনজাতি

মহিলা দ্রৌপদী মুর্মু। প্রথম ভাষণেই জয় করে নিলেন সকলের মন। জনজাতি সমাজের প্রথামাফিক সম্ভাষণের মাধ্যমে ভাষণ শুরু করে বলেন, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, অধ্যবসায় থাকলে জনজাতি সমাজের প্রতিনিধিরাও ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

বুধবার : ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় গত সপ্তাহে আড়াই

ঘণ্টা জেরা করা হয়েছিল সোনিয়া গান্ধিকে। এবার তাঁকে ফের তিন ঘণ্টা জেরা করল ইডি। সিবিআই ইডিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের প্রতিবাদে ধর্নায় বসায় রাহুল গান্ধিকে সাত ঘণ্টা আটক করে রাখল দিল্লি পুলিশ।

বৃহস্পতিবার: ইডি-র লাগামহীন ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে

মামলা দায়ের হয়েছিল ২৪০টি। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে আর্থিক নয় ছয় প্রতিরোধ আইন বা পিএমএলএতে ইডিকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা সংবিধানের বিরুদ্ধে হয়। আর্থিক কেলেঙ্কারি রুখতে কড়া আইনেরই প্রয়োজন।

শুক্রবার : অবশেষে পূর্ব অবস্থান থেকে সরে এসে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে

সরকারের সব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। পরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন পার্থবাবুকে দলের সব পদ থেকে সাসপেন্ড করা হল। দলের অন্দরের প্রতিবাদ আটকাতেই এই ভোল বদল বলে মনে করা হচ্ছে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

কালি–আলকাতরা নিয়ে অপেক্ষা কেন

ওঙ্কার মিত্র

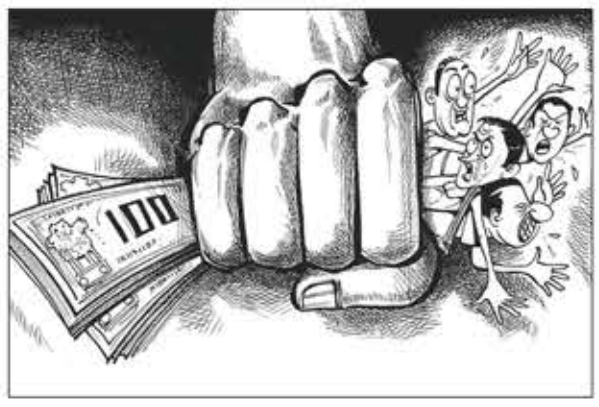

স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি বিভিন্ন বাঁকে কখনও খাদ্য আন্দোলন দেখেছে, ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ দেখেছে, কালোবাজারি মজুতদারীর দৌরাত্ম দেখেছে। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য হরতাল দেখেছে, এমনকি দু-একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও দেখেছে। রাজনৈতিক খুন, খারাপি, অত্যাচারও কম হয়নি। কিন্তু নেতা মন্ত্রী ও তাদের ঘনিষ্ঠদের ঘরে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, সোনা, দানা, সম্পত্তি উদ্ধার ছিল বঙ্গরাজনীতিতে বিরল। একসময়ে জনগণের টাকা মেরে প্রাক্তন গান্ধিবাদী কংগ্রেস নেতা ও এ রাজ্যের প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন স্টিফেন হাউস কিনে নিয়েছেন বা সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় তাঁর চেম্বারের পাশে বিলাসবহুল বাথরুম বানিয়েছেন বলে রাজনীতিতে সোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন জ্যোতিবাবুরা। পরে প্রমাণ হয়েছে এগুলো সবই কুৎসা রটিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার রাজনৈতিক কৌশল। হানাহানি যাই হোক না কেন সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা হাতে নাতে কোটি কোটি টাকা, সোনা, বৈদেশিক মুদ্রা ও বিপুল পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধারের মতো এত ঘৃণ্য সংকটে এর আগে পড়ে নি বাংলার শাসক।

ঝড় থেমে যাওয়ার মতো তদন্ত একদিন শেষ হবে, দোষীদের শাস্তিও একদিন হবে, কিন্তু শিক্ষা দুর্নীতিতে অর্থের অভিঘাত সম্পর্কে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বললেন তা ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে রইল চিরকালের জন্য। তাঁর গায়ে কালি ছেটাবার চেষ্টা হলে তাঁর কাছে আলকাতরা রয়েছে বলে যে ব্যাপক দুর্নীতির ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন তার উৎস সন্ধান করবে কে? এটাই এখন বড় প্রশ্ন। রাজনৈতিক মহলের জিজ্ঞাসা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি সততার প্রতীক বলে পরিচয় দেন তিনি আলকাতরার ভাণ্ডার নিয়ে নিজের গায়ে কালি ছেটাবার অপেক্ষায় বসে আছেন কেন? সততার সঙ্গে সব কবুল করে দিলেই তো দেশের রাজনীতি স্বচ্ছ হওয়ার সুযোগ পায়। শেষ পর্যন্ত তাঁর গায়ে যদি কালি না ছেটে তাহলে কি তিনি সব আলকাতরা নিজেই হজম করে নেবেন?

রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সংকটকালে তাঁর শেষ সম্বল মমতা ব্যানার্জীকে ফোন করে কি জানাতে চেয়েছিলেন সেটাই এখন বঙ্গ রাজনীতিতে লাখ টাকার প্রশ্ন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বা কেন সংকটাপন্ন দলের দু নম্বরে থাকা পার্থদার ফোন ধরলেন না সেটাও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে গবেষণার বিষয়। যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক আইপিএস আধিকারিকদের সংকটকালে নিজে উপস্থিত থেকে প্রকাশ্যে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন সেই তিনি নিজের দলের দু নম্বরের দিকে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন কোন দূরত্ব বজায় রাখার জন্য? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন শেষ মন্ত্রীসভার রদবদলে শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে পার্থকে সরিয়ে দিয়ে সম্ভবত আজকের ইঙ্গিতটা দিয়ে রেখেছিলেন মমতা। পার্থর সঙ্গে যখন সম্পর্ক ছিন্ন হল তখনও কিন্তু নিজের মেয়ের এতবড় নিয়োগ কেলেঙ্কারী ধরা পড়া সত্ত্বেও এখনও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর পদে বহাল তবিয়তে রয়েছেন পরেশ অধিকারী। রাজনীতিতে সময়ের বিভিন্ন চাহিদার সঙ্গে এমন চালাকির আশ্রয় নিতে হয় রাজনৈতিক দলগুলিকে। কিন্তু চালাকির দ্বারা যে কোনও মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না তা শিখিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

চালাকি রাজনীতির অঙ্গ হলেও একজন রাজনীতিক নেতার মহৎ কাজ হল নিজেকে ও রাজনীতিকে স্বচ্ছ রাখা। এই সুযোগে আলকাতরার ডিব্বা খুলে এই কাজটা অনায়াসে করতে পারতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ পর্যন্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের তদন্তের পথ রূপকথার কোন সমুদ্রের তলায় রাখা কোন কৌটোর ভিতর কোন প্রাণ ভোমরার কাছে গিয়ে শেষ হয় সেটাই দেখার অপেক্ষায় বাঙলার মানুষ।

গাঁ গঞ্জের নেতাদের অর্থের উৎসও খোঁজা হোক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মন্ত্রী তথা তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের উদ্ধার হওয়া টাকা, গহনা, জমি, ফ্ল্যাট, বাগানবাড়ি দেখে দেশবাসী হতভম্ব। এক সঙ্গে এত টাকা বাঙালি আর কবে দেখেছে। বাসে-ট্রেনে-চায়ের দোকানে এখন একটাই আলোচনা- পার্থ-অর্পিতা জুটি এবং তাদের সম্পত্তির বহর। তবে সর্বত্র একটা বিষয় চর্চিত হচ্ছে বলা ভালো দাবি উঠছে- শাসক-বিরোধী বাছ বিচার

না করে জেলা, ব্লক এবং গ্রাম স্তরের নেতা নেত্রীদেরও আয়ের উৎস নিয়ে খোঁজ করুক রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার। কারণ অনেকেই বলছেন অধিকাংশ পঞ্চায়েত সদস্য কিংবা প্রধান উপপ্রধান, সমিতির সদস্য-সদস্যা কিংবা জেলা পরিষদের সদস্য অথবা পুরসভার পুরপিতা বা পুরমাতা কিছুদিন সময় অতিক্রান্ত করার পরই তাদের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের মাসিক ভাতা সর্বাধিক ৫-৭ হাজার টাকা। কিন্তু তাদের বিলাস বহুল বাড়ি-গাড়ি-গহনা, বছরে দুবার বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে কী করে? এমন বেশ কয়েকজন নেতা-নেত্রী আছেন যারা পড়াশুনায় মাধ্যমিকের গণ্ডী না ডিঙিয়েও শুধুমাত্র রাজনীতির সুবাদে তাও আবার 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' জয় লাভ করে দিনের পর দিন সুখভোগ করে চলেছেন। এইসব নেতা-নেত্রীদের সম্পর্কে দলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কি খোঁজ খবর রাখেন? সূত্রের খবর সারা রাজ্যে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ব্লক স্তরের অনেক তৃণমূল নেতা কয়েকশ কোটি টাকার মালিক। ইডি শুধুমাত্র কলকাতা কেন্দ্রিক কয়েকজন হাতে গোনা মন্ত্রী-প্রভাবশালীকে না ধরে, মফঃস্বল গ্রাম গঞ্জে দৃষ্টি দিক। সেখানেও যে সব 'হিরো-হিরোইন' আছেন তাদের সম্পত্তির বহর দেখেও দেশবাসী চমকে যাবেন।

পর্ণশ্রীর 'কানন' বিহনে কানন হতশ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : পর্ণশ্রীর জলশোভন আজ অন্য কোথাও ঘর বেঁধেছেন। তাঁর স্ত্রী আজ বিধায়ক ও কাউন্সিলর। ১৩২ নং

ওয়ার্ডের সদ্যিতা মিত্র পর্ণশ্রীর বিবেকানন্দ কাননের দেখভালের দায়িত্বে। পার্কের মধ্যেই তাঁর ওয়ার্ড অফিস। এই নিয়ে স্থানীয় কেউ কেউ উষ্মা প্রকাশ করলেও সকালের প্রাতঃভ্রমণকারীরা কিংবা সান্ধ্য ভ্রমণে আসা লোকজনের মুখে বিস্তর অভিযোগ শোনা গেল।

একদা মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ডাকনাম কানন। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছের লোক ছিলেন তিনি। পর্ণশ্রীর বিখ্যাত পুকুর এর চেহারা পাল্টে সুন্দর পার্ক, রাস্তা, ফোয়ারা, আলো দিয়ে সেজে উঠেছিল। পার্কের একটি গেট সর্বদাই খোলা থাকে পুকুরে নানা ধর্মীয় আচার, ভাসান ইত্যাদির জন্য।

এরপর পাঁচের পাতায়

পার্থর ভোটাররা কি বলছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক সময় প্রচার ছিল তিনি বেহালার রূপকার। বাম আমলে অবশ্য এই খেতাব ছিল বিধায়ক নির্মল মুখার্জীর সময় বদলেছে। সে রাম রাজ্য থুড়ি পার্থবাবুর সে সাম্রাজ্য আর নেই। যদিও বেহালা ম্যান্টনের পথের ধারে বিধায়কের অফিসটি রয়ে গেছে। বেহালার অধিকাংশ ক্লাব একসময় একদা শিক্ষা মন্ত্রী পরবর্তী কালে শিল্প মন্ত্রী এবং বর্তমানে ইডির কারাবন্দী পার্থবাবুর কৃপা ধন্য ছিল। ১৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল টিভির পর্দায় টাকার পাহাড় দেখে তারা বাক্‌রুদ্ধ। ভাবতেই পারছেন না এমনটি সম্ভব। এমনকি কোনও কোনও স্থানীয় দোকানদার যারা একসময় পার্থদা বলতে অজ্ঞান ছিলেন তারাও তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করেছেন পার্থ-অর্পিতা জুটিকে। ১৩২ নম্বরের একটি ক্লাবের সান্ধ্য আড্ডায় এই প্রসঙ্গ তুলতেই নানা রঙ্গ রসিকতা ভেসে এলো। বোঝা গেল এবারের বেহালার বিভিন্ন দুর্গা মণ্ডপে সেই জৌলুস আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। অধিকাংশ মণ্ডপই একসময় পার্থময় ছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

শিক্ষকহীন উর্দু স্কুল

মলয় সুর

আট বছর ধরে স্কুলে কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই। ক্লাস হয় না। ছাত্রীরা বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে নিয়মিত আসে। কেউ নিজের মতো পড়াশোনা করার চেষ্টা করে, কেউ খেলাধূলা করে সময় কাটায়। আর দুপুরে মিড-ডে মিল হাতে নিয়ে ফিরে যায় বাড়ি। এই সরকারি

স্কুলটা এমনভাবেই চলছে বছরের পর বছর। ২০১৪ সাল থেকে হুগলি জেলার চাঁপদানি উর্দু গার্লস জুনিয়র হাইস্কুলের এমন করুণ অবস্থা চলছে। তবে স্থানীয় নির্দল কাউন্সিলর (৪ নম্বর ওয়ার্ডের) জাকির হোসেন বলেন, অন্য স্কুল থেকে শিক্ষক এনে এই উর্দু মাধ্যম গার্লস স্কুলে পঠনপাঠন চালু করা হোক। এই স্কুলটি ১৯৮৯ সালে স্থানীয় ডক্টর নূরী বাই লেনে। চাঁপদানি এলাকাটি মূলত জুট মিল এলাকাভুক্ত। এলাকায় বেশির ভাগ মানুষই চটকলকর্মী। এদের ৪০ শতাংশই উর্দুভাষী। এককথায় মিনি ভারতবর্ষ। এখানে সব সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস। ৬ কাঠা জমির উপর স্কুল ভবনটি রয়েছে। এতে ৪টে রুম ১টি অফিস আছে। স্কুলটি পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্ষদের অনুমোদন পাওয়ার পর ১ জন প্রধান শিক্ষক সহ ৫ জন শিক্ষকের পদে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কোনও নিয়োগ হয়নি। অথচ স্কুলে এখনও ৫১ জন ছাত্রী রয়েছে। যদিও ২০০৯ সালে এসএসসি-র মাধ্যমে একজন উর্দু শিক্ষিকা কাজে যোগ দেন। পঠন-পাঠন কিছুটা শুরু হয়। কিন্তু সেই শিক্ষিকা কলেজ সার্ভিস কমিশনে উত্তীর্ণ হয়ে ২০১৪ সালে স্কুল ছেড়ে চলে যান। তারপর থেকে আর কোনও শিক্ষক শিক্ষিকা আসেনি এই মেয়েদের স্কুলে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পার্থ ছাঁটাই, তবু স্বস্তি নেই দলে

কুনাল মালিক

ডিজিটাল ২১ জুলাইয়ের গরিমাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে ২২ জুলাই থেকে পার্থ-অর্পিতা জুটি চরম অস্বস্তিতে ফেলেছে শাসক তৃণমূল দল ও সরকারকে। টালিগঞ্জে অর্পিতার ফ্ল্যাটে ২০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার স্তূপাকার দেখে রাজ্যের মানুষ হতবাক। তারপরই দলের মহাসচিব এবং রাজ্যের মন্ত্রী বর্ষিয়ান পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে ইডি। সেই সঙ্গে পার্থর বান্ধবী অর্পিতাকেও গ্রেফতার করা হয়। ওই ঘটনায় রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে। উপযুক্ত প্রার্থীরা চাকরি না পেয়ে দীর্ঘ পাঁচশ দিন যখন অনশন চালিয়ে যাচ্ছে তখন অনুপযুক্ত প্রার্থীদের মোটা টাকার বিনিময়ে যে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী চাকরি দিয়েছেন তাঁর এজেন্টদের মাধ্যমে তা মানুষ বিশ্বাস করতে থাকেন। ইডি তাদের হেফাজতে দুজনকে নেবার পর আরও বিস্ময়- অর্পিতার বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট থেকে ২৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা সহ সোনার খনি আবিষ্কার হয়। রাজ্য জুড়ে মানুষজন ক্ষোভে ফেটে পড়েন। শেষমেশ তৃণমূল কংগ্রেস বাধ্য হয়ে মহাসচিব দলীয় পদ এবং মন্ত্রীত্ব থেকে ছাঁটাই করেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। বিরোধী শিবির বলছে বলির পাঁঠা করা হল পার্থকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সব জানতেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। ড্যামেজ কন্ট্রোলে এখন আসরে ভাইপো সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। তিনি আন্দোলনরত চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন।

তবে এখন ইডি বেশ কিছুদিন দুজনকে হেফাজতে পাচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়তো তাদের হেফাজত নিতে তদ্বিরও করবে। ইতিমধ্যেই যে সব সম্পত্তি নথিপত্র আবিষ্কার হচ্ছে তাতে আগামী দিনে আরও সমস্যা বাড়বে শাসকদলের। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এতদিন ইডির জেরায় সেভাবে সাড়া দিচ্ছিলেন না। এখন 'মহাসচিব' ও 'মন্ত্রীত্ব' চলে যাওয়ায় পার্থ আবার নতুন করে কোনো মহাসংকট তৈরি করে দেবেন না তো?

এরপর পাঁচের পাতায়

শাসক দলে চলছে পালা বদলের পালা?

শক্তি ধর

কিছুটা বাড়িয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত হাতটা ছেড়েই দিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে কুনাল, ফিরহাদ, অরূপ, চন্দ্রিমা একযোগে বিচারে দোষী সাব্যস্ত না হলে পার্থর পাশে দাঁড়াবার সুপ্রিমো সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন দলের তরফে। দ্বিতীয় সম্মেলনে ফিরহাদ, সুব্রত, চন্দ্রিমাদের পাশে বসে অভিষেক জানিয়ে দিলেন মহাসচিব সহ দলের সমস্ত পদ এমনকি প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে সাসপেন্ড করা হল পার্থকে। ততক্ষণে মন্ত্রীত্ব থেকে পার্থকে সরাবার সিদ্ধান্তও নিয়ে নিয়েছেন মমতা। দুই সম্মেলনের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ৪৮ ঘন্টার। দুদিনের মধ্যে কি এমন হল যে একমঅদ্বিতীয়ম নেত্রীর সিদ্ধান্তও বদল হয়ে গেল? এই প্রশ্নেই কি লুকিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আগামী রাজনৈতিক ভবিষ্যত।

ভবিষ্যত যাই হোক বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের একক ক্ষমতাধারী নেত্রীর সিদ্ধান্তের পরেও বিপরীত আওয়াজ যে উঠতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছেন তৃণমূলের নব প্রজন্মের অভিষেকপন্থী বলে পরিচিত কুনাল ঘোষ, বিশ্বজিৎ দেবরা। সেই আওয়াজ কি বলে দিচ্ছে শাসক দলের ব্যাটন বদলের কথা? তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে যাদের মুখ মমতার মুখের সঙ্গে সেঁটে থাকত তারা আজ ক্রমশ দূরে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। প্রথম পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ন্যাস নিয়েছিলেন রাজনীতি থেকে। মুকুল রায় আজ রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক। শোভন চট্টোপাধ্যায় তলিয়ে গিয়েছেন রাজনীতির

বাইরে। মদন মিত্র আজ ব্যাক বেঞ্চার। সোনালী গুহ হারিয়ে গিয়েছেন রাজনীতি থেকে। এবার পার্থর পালা, যেভাবে আষ্টেপৃষ্টে তিনি দুর্নীতিতে জড়ালেন তাতে রাজনীতিতে তাঁর ফেরা দুষ্কর। তৃণমূলে কি মমতা ক্রমশঃ একা হয়ে পড়ছেন? প্রশ্নটা এখন ভাবাচ্ছে রাজনৈতিক মহলকে। অবশ্য এর আগে নিজের মুঠো শক্ত করতে এই তো মাস কয়েক আগে দলের সমস্ত পদ ভেঙে দিয়ে নতুন করে সাজিয়েছেন দলকে। কারণ অভিষেক পার্থ সহ বেশ কয়েকজন প্রবীন তৃণমূলীদের বাদ দিয়ে যেভাবে অভিষেক সাজাচ্ছিলেন তা না পসন্দ ছিল নেত্রীর। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। সব চেষ্টা মিথ্যে করে দিল পার্থদা। এখন আবার পার্থ বলছেন ষড়যন্ত্রের কথা। কোন ষড়যন্ত্র বা কার ষড়যন্ত্র তা খোলসা না হলেও পাশাপাশি বলেছেন নেত্রী যা করেছেন ঠিক করেছেন। অর্থাৎ কিছু না বললেও বোঝা যাচ্ছে ষড়যন্ত্রের পিছনে নেত্রী নয়, অন্য কেউ।

তাই বাংলার জনমনে আজ পালা বদলের পালার ইঙ্গিত। অনেকে ভাবছেন বাংলার মসনদের অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেকে আবার মহারাষ্ট্রের উদ্ধব সরকারের প্রসঙ্গ টেনে আনছেন। তবে কি সত্যিই চরম বিরোধী দলের সমর্থন নিয়ে অভিষেক নতুন সরকার নিয়ে আসবেন বাংলায়? এ প্রশ্নের তল খুঁজতে শুরু করেছেন তৃণমূলের নিচু তলার কর্মীরাও। তারা দেখেছেন এবারের ২১ জুলাই মঞ্চের চালক ছিলেন অভিষেক নিজে। দলের সিনিয়র নেতা-নেত্রীরা বসে থাকলেও পার্থকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন পরিচালনা করলেন অভিষেকপন্থী কুনাল এবং অভিষেক স্বয়ং। পার্থ কাণ্ডে অভিষেকপন্থীরা যত বেশি সোচ্চার মোটেই ততটা নন মমতার সিনিয়র নেতা নেত্রীরা। তবে কি দলের রথে প্রায় বসেই পড়েছেন অভিষেক?

বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা সম্ভবত চাকুরী প্রার্থী হবু শিক্ষকদের ধর্না মঞ্চে মাস্টার স্ট্রোকটা দিতে চলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী নিজে চাকরীপ্রার্থীদের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বানচাল করে দিয়েছেন মমতারই পার্থদা। ন্যায্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে চাকরি দিয়েছেন ফেল করা, পরীক্ষায় না বসা ছেলে মেয়েদের যাদের নিয়োগ বাতিল করে হাইকোর্ট বুঝিয়ে দিয়েছে এই দুর্নীতিটা কোনও নিছক কুৎসা নয়, ঘোর বাস্তব। এবার সেই মঞ্চে অভিষেক যাচ্ছেন পিসির ব্যর্থতা ঢাকতে। তিনি যদি সুরাহা এনে দেন তাহলে দলের অন্দরে অভিষেকের মুঠো যে আরও শক্ত হবে তা বলাই বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি আজ আরও একটা অচেনা টলমল সাঁকোর পারে দাঁড়িয়ে।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 40, 30 July - 5 August, 2022

১৭ হাজার পেরোলে বাজারের বুলগতি অবশ্যম্ভাবী

অর্থনীতি

পার্থসারথি গুহ

ফের দৌড়ে চলেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। যার জেরে ফের আগের উচ্চতাকে চ্যালেঞ্জ করার জায়গা পৌঁছতে পারে নিফটি-সেনসেক্স। এমনটা ধারনা কিছু শেয়ার বিশেষজ্ঞের। যদিও অন্য একটা অংশের বক্তব্য, আগে নিফটি নিজের ২০০ দিনের ডিএমএ (ডেইলি মুভিং অ্যাভারেজ) পার করুক। তবে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার প্রশ্ন আসবে। তার আগে আন্তর্জাতিক চাপে নিচে আসতেও পারে সূচকজোর।

আপাতত অবশ্য ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই লড়ছে গুরুত্বপূর্ণ সূচকটি। দোসর সেনসেক্সও স্বমহিমায় ফিরে এসেছে। মাঝের যাবতীয় শঙ্কা বা টানাপোড়েনকে দূরে সরিয়ে সূচকের এই তেজি হয়ে ওঠার পিছনে নানা কারণ যথারীতি টেনে বের করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাতে যেটা মোদ্দা কথা হিসেবে উঠে আসছে তা হল কেনার জায়গা বলতে এই মুহূর্তে ভারতের মতো জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে।

সুতরাং তারই সদ্ব্যবহার করছেন লগ্নিকারী। এখানে প্রশ্ন উঠছে এতই যদি ভারতের প্রতি ভরসা থাকে তাহলে কেন বিদেশিরা নিয়ম করে রোজ বিক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। সেক্ষেত্রে বলা ভালো বেচলেও বিদেশিরা কখনই এমন বিশাল কিছু আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছেন না যাতে বাজারে হল্লা নেমে আসে। তাছাড়া উন্নত ইউরোপ ও মন্দায় ঘেরা চিনের থেকে ভারতের বাজার অনেক উন্মুক্ত মনে হচ্ছে স্বদেশী-বিদেশি সকলের কাছেই। এখানে একটা 'যদি' অবশ্য থেকে যাচ্ছে। এর জবাব মিলছে বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লগ্নিকারীর কাছে। তাঁদের সাফ জবাব, ইতিবাচক ধরেই এগোচ্ছে বাজার। বড়জোর তার ফলে আরও কিছুটা কারেকশন হয়ে যেতে পারে। তার বেশি কিছু নয়। আগামী লোকসভা ভোটের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত সূচকের বাড়বাড়ন্তের কথাই বলছেন এঁরা।

সেক্ষেত্রে নিচের দিকটা বড়জোর ১৬ হাজার আর ওপরে ১৯-২১ হাজার ধরা হচ্ছে নিফটির জন্য রেজিস্ট্যান্স। আর যদি বিজেপি তথাএনডিএ তৃতীয়বার সরকার গড়ে (যার সম্ভাবনাই বেশি)একটা স্থায়ী ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে সেক্ষেত্রে নিফটি ২৫ হাজার হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নয়। তবে বাজার যদি নড়বড়ে খিচুড়ি জমানার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় লোকসভা ভোটের অব্যবহিত পরে তবে ১৩-১৪ হাজারের দিকে গুটি গুটি পায়ে চলে আসতেই পারে নিফটি মহারাজ। যদিও সেই সম্ভাবনা অনেকটাই কম। যদি ২০১৪ তে ফ্ল্যাশ ব্যাকে ফিরে যাওয়া যায় তবে দেখা যাবে ৫৫০০ থেকে নিফটি এই সাড়ে ক' বছরে প্রায় ৪ গুণ বেড়েছে। এর মাঝামাঝি রিট্রেসমেন্টের জায়গাটা হল ওই ১৩-১৪ হাজার। বিশেষজ্ঞের একটা অংশ মনে করে দেশের পরবর্তী সরকার যদি খুবই অযোগ্য প্রমাণিত হয় ও ভীষণ রকমের টিলাঢালা হয় তাহলে এই ১৪ হাজারের জায়গাটায় একবার ঘুরে যেতে পারে নিফটি। এর বেশি নিচে আসা নিফটির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। শেয়ার বাজারের এই সাম্প্রতিক উত্থান-পতনের বাজারে যাঁরা নিয়ম করে ট্রেড করতে পারছেন (নিচে কিনে ওপরে বেচার মানসিকতাসম্পন্নরা) তাঁরা কিন্তু বেশ টু-পাইস রোজগার করতে পারছেন। যাঁরা সেটা করতে পারছেন না তাঁরা পড়ে যাচ্ছেন গাড্ডায়। কারণ অনেক ভালো মানের শেয়ারও এখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। বিশেষ করে মিডক্যাপ ভুক্ত শেয়ারগুলির অবস্থা তো খুবই শোচনীয়। তাও যাঁরা ধুরন্ধর ট্রেডার, শেয়ারের সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেবেলটা ঠিকঠাক বোঝেন তাঁর এই সুযোগে এই ওঠাপড়াটা ঠিক পড়ে নিতে পারছেন। কাজের কাজও হচ্ছে, লক্ষ্মীও সঠিক সময় ঘরে ঢুকছে। আর নিচে বা ওপরে যথাক্রমে সাপোর্ট-রেজিস্ট্যান্স লেবেলে যখনই পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছে এরা সেটা বুঝতে পেরে ট্রেডিং নকশায় পরিবর্তন আনছেন। এতে বাজারে নিয়ম করে কাজ যেমন করা যাচ্ছে, ঠিক তেমনই এই ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজের রসায়নটাও শিখে নেওয়া যাচ্ছে। এভাবে বেশ কয়েকবার হাতের শেয়ার ঘোরাতে পারলে (রোলিং করানো) হাতের শেয়ারের কেনা দামটাও যেমন কমে আসছে, ঠিক তেমনই প্রফুল্ল মনে লেনদেন উপভোগ করা যাচ্ছে। শুধু এদেশ বলে নয়, এই পদ্ধতি অবলম্বন করে এগোতে পারলে যে কোনও মার্কেটেই সাফল্য আসতে বাধ্য।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩০ জুলাই – ৫ আগস্ট, ২০২২

মেষ রাশি : চাকরিতে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। পদোন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হলেও আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পারিবারিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া বাঞ্ছনীয়। শিল্পীদের প্রতিভার বিকাশ। দাম্পত্য মনোমালিন্য থাকবে। আয় ভাবা শুভ।

প্রতিকার : অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত করতে সূর্য চাল্লিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। ধনভাব খুব শুভ নয়। স্বজনের প্রতি স্নেহশীল হবেন। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। চাকরিতে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা। চাকরিতে পদোন্নতিতে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। বিবাহে বাধা। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। আয়ভাব শুভ। ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ঋণের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ব্রোজ রামচরিত মানসও সুন্দরকাণ্ড পাঠ করুন।

মিথুন রাশি : সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। ভাই-বোনের পরীক্ষায় সাফল্যে খুশি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের কোনো বিষয়ে অকৃতকার্যতায় দুঃখ। চাকরিতে সাফল্যে বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন। পদোন্নতিতে বাধা। কর্মক্ষেত্রে কর্ম নিয়ে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি।

প্রতিকার : দরিদ্র এবং প্রতিবন্ধীদের খাবার দিন।

কর্কট রাশি : বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করলেও বিপরীত লিঙ্গের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। কোনো গুরুত্বপূর্ণ নথি বা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি থেকে সাবধান। প্রতিভার বিকাশে বাধা। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। দাম্পত্য মনোমালিন্য। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার করুন।

প্রতিকার : গোরুকে হলুদ গুড়ো ও আলু সেদ্ধ খাওয়ান।

সিংহ রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি এবং সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। সন্তানের চাকরিতে বাধা। স্বাস্থ্য পীড়া বৃদ্ধি। মামলায় নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। কর্মে সাফল্যে বিড়ম্বনা। আয় ভাব খুব শুভ নয়।

প্রতিকার : ওমঃ শুক্রয়ে নমঃ ১১ বার জপ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সন্তানের পড়াশোনায় অবহেলা ও অন্যমনস্কতা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ আসার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতি ও পদোন্নতির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কেশরযুক্ত খাবার নিজে খান ও দরিদ্রকে দিন।

তুলা রাশি : যে কোনো কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বহু জাতিক কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। অংশীদারী কারবারে ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রচুর ব্যস্ততা বৃদ্ধি। পদোন্নতি ও আয় বৃদ্ধি হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ত্রিফলার জল রোজ খান।

বৃশ্চিক রাশি : অ্যালকোহল জাতীয় খাওয়ার স্পৃহা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নিজের জেদের বশে কোনও কার্যে ভুল পদক্ষেপ নেওয়ার আগে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন। ভাই বোনের প্রতি অসন্তোষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন। সন্তানের থেকে খুশির খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। আয় ভাব শুভ।

প্রতিকার : বিছানার পাশে তামার পাত্রে জল রাখুন ও পরদিন গাছে ঢালুন।

ধনু রাশি : গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন। স্বজনের নিকট রূঢ় আচরণ পেতে পারেন। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। চাকরি ও ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। সন্তানের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের সম্ভাবনা। বিবাহ ঠিক হয়ে তা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারন।

প্রতিকার : দরিদ্রদের কালো ছোলা বিতরণ করুন।

মকর রাশি : মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। স্বজনের আচরণে মানসিক অবসাদ আসতে পারে। ভাই বোনের থেকে কোনো খুশির খবর পেতে পারেন। প্রেম প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। বিশেষ করে দেহের নিম্নাংশে। ভ্রমণ এড়ানোই শ্রেয়।

প্রতিকার : ভবন ভৈরবকে প্রসাদ দিন।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের থেকে ভালো আচরণ পাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে সাফল্যে বাধা থাকলেও তা কাটিয়ে উঠবে। ব্যবসার প্রসারতায় শুভ ফল লাভে বাধা। দূর ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা লাভ।

প্রতিকার : গরম মশলা, শুকনো ফল, মধু ও গুড় দিয়ে পুজো দিন।

মীন রাশি : আয় ভাব খুব শুভ না হলেও কারো কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। তবে স্বজনের আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। চাকরিতে উন্নতিতে ও ব্যবসায় সাফল্যে বাধার সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। দাম্পত্য মনোমালিন্য। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। পদোন্নতির সঙ্গে প্রশংসা প্রাপ্তি। আয়ভাব খুব শুভ নয়।

প্রতিকার : ব্রোঞ্জের বালা পরুন।

শব্দবার্তা ২১০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। নির্মল, পবিত্র ৪। অসংখ্য ৫। কলহপ্রিয়, ঝগড়ুটে ৭। উপহার ৯। মৃত্যুর সময় ১০। লোকসানাদি।

উপর-নীচ

১। বিহ্বল ২। 'গদাই — চাল' ৩। গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ ৬। যে স্ত্রীলোক কন্যা সন্তান প্রসব করে ৭। প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ৮। রাজা।

সমাধান : ২০৯

পাশাপাশি : ১। অবাক ৪। লকব ৫। রসুই ঘর ৬। পরিসাজ ৭। মহাজন ৯। নবী ভবন ১১। ছালটা।

উপর-নীচ : ১। অবরজ ২। কড়াই ৩। আচারবান ৪। লহরি ৬। পত্রনবিশ ৭। মনছাল ৮। জমাট ১০। ভরতি।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

উত্তরের আঙিনায়

বাঁশ ঢুকে জখম যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : পেটের মধ্যে বাঁশ ঢুকে গুরুতর জখম এক যুবক ফুলবাড়ি থেকে গজলডোবা যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনায় পেটের মধ্যে বাঁশ ঢুকে গুরুতর জখম এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে রাজগঞ্জ ব্লকের ফোঁকটিয়া মোড় এলাকায়। জানা গিয়েছে, বাইক নিয়ে ২ যুবক গজলডোবার দিকে যাচ্ছিল। সেইসময় ফোঁকটিয়া মোড় এলাকায় পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তারা। রাস্তায় থাকা একটি বাঁশ এক বাইক আরোহীর পেটে ঢুকে যায়। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে

সেখান থেকে তাকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। ঘটনায় অন্য আরেক বাইক আরোহী মাথায় চোট পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা স্পষ্ট নয়। প্রত্যক্ষদর্শিরা জানিয়েছেন খুব সম্ভবত অন্যমনস্ক হয়ে গাড়ি চালানোটাই কাল হয়ে দাড়িয়েছিল ওই দুই যুবকের কাছে। মোবাইলে কথা বলতে বলতে ওই যুবক বাঁশের মধ্যে গিয়ে পড়েন এবং বাঁশ ঢুকে যায় ওই যুবকের শরীরে। ঘটনাস্থলে পড়ে যায় ওই যুবক। স্থানীয়রা ওই দুই যুবককে ভর্তি করে দেয় স্থানীয় নার্সিংহোমে। আপাতত ওই দুই যুবকের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

দিনেদুপুরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিনেদুপুরে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরি। টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার সোনা ও রূপোর গয়না নিয়ে চম্পট দিল চোরের দল। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৮নং ওয়ার্ডের গান্ধী ময়দান এলাকায় এই চুরির ঘটনায় শোরগোল পড়েছে এলাকাজুড়ে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের খালপাড়া ফাঁড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দুরত্বে এমন ঘটনা ঘটায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা শিলিগুড়ি শহরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে পেশায় ব্যবসায়ী রাজেশ আগরওয়ালের স্ত্রী কোনো কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। সেই সুযোগে বাড়ির যাবতীয় জিনিস

নিয়ে চম্পট দেয় চোর। রাজেশ আগরওয়ালের স্ত্রী কাজ সেরে বাড়িতে ফিরে দেখেন বাড়ির দরজা খোলা। ভেতরে প্রবেশ করে দেখেন ঘরের যাবতীয় জিনিস লন্ডভন্ড হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এবং আলমারির ভেতরে

যে গয়না এবং টাকা রাখা ছিল তা গায়েব। সবমিলিয়ে প্রায় ২০ লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না, ১ কেজির ওপরে রূপো, এবং নগদ ২৫-৩০ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে বলে জানিয়েছেন বাড়ির মালিক রাজেশ আগরওয়াল। ভরদুপুরে এমন চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দারা। এই ঘটনায় বাড়ির মালিক রাজেশ কুমার আগরওয়াল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি পুর নিগমের বিরোধী দলনেতা ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমিত জৈন, ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্জয় শর্মারা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ।

অবৈধ মদ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : চোলাই মদের ঠেকে অভিযান চালিয়ে ৪ অবৈধ মদের ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করল জলপাইগুড়ি জেলা আবগারি দপ্তরের কর্মীরা। সকালে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের করলা ভ্যালি ও ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পেয়েছেন আবগারি দপ্তরের কর্মীরা। কোতোয়ালি থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে এই

অভিযান চালানো হয় । কয়েকশো লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণ সহ প্রচুর সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ডেঙ্গুয়াঝাড় ও করলা ভ্যালি চা বাগান এলাকায় সহ বেশ কয়েকটি চা বাগান এলাকায় চোলাই মদ তৈরি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার কোতোয়ালি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে অভিযানে নামে তারা। বেআইনিভাবে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মোট চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয় তাদের।

হাতি আতঙ্কে শোরগোল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাতসকাল থেকেই হাতির ঘোরাঘুরিতে চাঞ্চল্য ছড়ালো শিলিগুড়িতে। একটিয়াশাল থেকে বিগ বাজার বিগবাজার বিগবাজার থেকে ভানুনগর সবজায়গাতেই দাপটে ঘুরে বেড়াল হাতি। সকাল থেকে রাস্তায় হাতি দেখে চমকিয়ে যান অনেকেই। হাতিটি খুব সম্ভবত খাবারের কারণেই শহরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। হাতিটিকে দেখতে আগ্রহী মানুষের ভীড় জমে যায়, রাস্তায় জ্যাম লেগে যায়। সকাল বেলাতেই এই ঘটনা ঘটে যাওয়ায় প্রচণ্ডভাবে সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। পরে বন দপ্তর থেকে

কর্মীরা এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাতিটিকে। বন দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন বৈকন্টপুর ফরেষ্ট থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তারপরে সে পথ ভুলে যায় এবং বাড়িতে ফেরবার জন্য এদিক ওদিক করতে থাকে। এর উপরে খিদে পাওয়ায় সে ছটফট ছটফট করতে করতে এদিকে ওদিকে ঘুরতে থাকে। আজ প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা ধরে হাতিটি শিলিগুড়ি এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। তারপরে স্থানীয় মানুষ এবং বন দপ্তরের কর্মীদের সাহায্য নিয়ে হাতিটিকে বনে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

গ্যাস ভর্তি গাড়ি উল্টে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এশিয়ান হাইওয়ের উপরে গ্যাস ভর্তি গাড়ি উল্টে দুর্ঘটনা। ধূপগুড়ি ব্লকের ঠাকুরপাট এলাকায় ৪৮ নং এশিয়ান হাইওয়ের উপরে গ্যাসের গাড়ি উল্টে গেল সোমবার দুপুরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটি শিলিগুড়ি থেকে বীরপাড়ার দিকে যাওয়ার পথে ঠাকুরপাট হিমঘর সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। জানা গিয়েছে, এক বাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে রাস্তার উপরে গ্যাস ভর্তি গাড়িটি উল্টে যায়। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয় এলাকায়। খবর পেয়ে

ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশ এবং দমকাল বাহিনী। দুর্ঘটনার ফলে এশিয়ান হাইওয়েতে দীর্ঘক্ষণ যানজট সৃষ্টি হয়। পুলিশ এসে যানজট সমস্যা মিটিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করে। গ্যাস ভর্তি গাড়িটি সন্তর্পণে ক্রেনের মাধ্যমে তুলে পথের যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। ওই বাড়িতে গ্যাসের গোডাউন থাকায় চিন্তায় পড়ে গেছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা।

মাছ ধরার জালে অজগর

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাছ ধরার জালে আটকে পড়লো বিশালাকার অজগর। ঘটনায় বৃহস্পতিবার সাতসকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মোহিতনগর হলদিবাড়ি মোড় এলাকায়।

খবর দেওয়া হয় এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে। ওই সংগঠনের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পরে সাপটিকে উদ্ধার করা হয়। সকালে ফুল তুলতে এসে লক্ষ্য করেন এক ব্যক্তি সাপটি খুব বিপজ্জনকভাবে জালের মধ্যে পেঁচিয়েছিল। যার ফলে একটু আহত হয়েছে বলে

অজগরটি। তবে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা সেটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা করার করেই বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে। হঠাৎ করে অজগর সাপের দেখা পাওয়াতে কিছুটা হলেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকাবাসীর মনে। অনেকেই বলছেন রাতে অনেক সময় বোঝাই যায় না অজগর সাপকে, তাই বয়স্ক এবং বাচ্চাদের জন্য কিছুটা হলেও চিন্তায় পড়ে গেছেন তারা। শহরে বেশকিছু দিন থেকেই সাপের প্রভাব বেড়েছে যেটা শহরবাসীর কাছে আতঙ্কের। জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সৈকত

আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোটা দেশের পাশাপাশি শিলিগুড়ি বেঙ্গল সাফারি পার্কও আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন করছে। সোমবার থেকে শুরু হল শিলিগুড়ি বেঙ্গল সাফারিতে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন। এদিন মূলত সাফারি পার্কে ফিশিং ক্যাটের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা এই বিড়াল দেশ তথা রাজ্যের পশুর মধ্যে একটি। কিন্তু এই বিড়ালটি বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। তাই এই বিড়াল সংরক্ষণের ওপর জোড় দিয়েছে সাফারি কর্তৃপক্ষ।

সাফারি পার্কে বর্তমানে দুটো ফিশিং ক্যাট রয়েছে। আদালা খাঁচায় রাখা হয়েছে এই দুটি ফিশিং ক্যাটকে। গোটা সপ্তাহ ধরে এই বিড়াল নিয়ে নানা রকম অনুষ্ঠান

করা হবে। এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সূচনা হল শিলিগুড়ি বেঙ্গল সাফারি পার্কে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বেঙ্গল সাফারি পার্ক ৭২ সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন পশু পাখিদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। মূলত এই সপ্তাহ ফিশিং ক্যাট নিয়ে শুরু হল আজাদি কা অমৃত উসব পালন করা হবে। এই উৎসবের আসল উদ্দেশ্য যত পারা যায় পর্যটকদের আকর্ষণ করা। এই উৎসবে সামিল হতে আশেপাশের সমস্ত বাসিন্দাদের আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। আগামী দিনে বিদেশ থেকেও নানান ধরনের পাখি আনা হবে বলে জানান বন দপ্তরের অধিকর্তা। মূল আকর্ষণ থাকবে দেশী এবং বিদেশী সব ধরনের পাখিও।

হাতির দাঁত উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রেতা সেজে হাতির দাঁত কেনার জন্য গিয়েছিল বনকর্মীরা। এরপর হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল চোরাকারবারীরা। চোরাকারবারীরা ছদ্মবেশী ক্রেতাদের জানিয়েছিল, তাদের কাছে দুটি হাতির দাঁত রয়েছে। এর পর দরদাম চলছিল। ৬০ লক্ষ টাকা ওই দুটির হাতির দাঁতের দাম চেয়েছিল চোরাকারবারীরা। শেষে রফা হয় ১১ লক্ষ টাকায়। এক মাস ধরে এই কেনা বেচার কথা চলতে থাকে। পরিচয় গোপন করে বন কর্মীরা এই চোরাকারবারিদের ধরতে অবশেষে সাফল্য পেল। ২৭ জুলাই বিকালে ওই হাতির দাঁত কিনতে রাজি হয় ছদ্মবেশী বনকর্মীরা। এর পরই একটি বাইকে করে দুজন চোরাকারবারি মালবাজার থেকে ওদলাবাড়ি রোড হয়ে শিলিগুড়ি দিকে আসছিল হাতির দাঁত নিয়ে। পথে ওয়াসাবাড়িটি গার্ডেন এর কাছে তাদের বাইকটি আটক করেন বনকর্মীরা। তাদের কাছে একটি ধূসর রঙের সিন্থেটিক ব্যাগ উদ্ধার হয়। সেই ব্যাগ ব্যাগটি খুলতেই ভিতরে উদ্ধার হয় দুটি হাতির দাঁত। এর পর ধরা হয় ওই বাইকে থাকা দুজনকে। ধৃতদের নাম গোবিন্দ প্রধান ও বিকাশ লামা। গোটা এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন

বেলাকোবার রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত ও তার টিম। উদ্ধার হওয়া হাতির দাঁত দুটির ওজন ২৪ কেজি। বন বিভাগের রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত জানিয়েছেন সম্প্রতি এত বড় হাতির দাঁত উদ্ধার হয়নি। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে আরো কেউ জড়িয়ে রয়েছে কিনা তাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে বন বিভাগ।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে বারুইপুরের বেলেগাছি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ওয়ান শাটার বন্দুক ও এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ। আটক করা হয়েছে একটি স্কুটি। ধৃতদের নাম মদন মন্ডল ও লব সরদার। ধৃতদের বাড়ি ক্যানিং থানার রাজাপুর ও দক্ষিণ বেলেগাছি এলাকায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। এদিন বারুইপুর থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে এসডিপিও বারুইপুর ইন্দ্র বদন ঝাঁ বলেন, কোথা থেকে এই বন্দুক পেলো ধৃত দুষ্কৃতীরা এবং কী কারণে বন্দুক নিয়ে তারা এলাকায় ঘুরছিল সে বিষয়ে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত করা হবে।

জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক বৃদ্ধ'র অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার সারেঙ্গাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর হাওড়ামারি গ্রামে। মৃতের নাম রায়চরণ মাহাতো (৫৫)। স্থানীয় ও মৃতের পরিবার সূত্রের খবর, এদিন দুপুরে বাড়ি সংলগ্ন একটি পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন রায়চরণ। সেখানে পুকুর ঘাটে থালা-বাসন মাজছিলেন তার ছেলের বৌমা কাজল মাহাতো। স্নান করার জন্য পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বৃদ্ধ। মুহূর্তে জলের তলায় তলিয়ে যেতে থাকে। জলের তলায় শ্বশুরকে তলিয়ে যেতে দেখে কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না বৌমা কাজল মাহাতো। তিনি চিৎকার চেঁচামেচি করে কান্নাকাটি শুরু করেন। কান্নার আওয়াজ শুনে দৌড়ে আসেন প্রতিবেশীরা। তারা পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধার করেন বৃদ্ধকে। পরিবারের লোকজন চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি স্থানীয় নলমুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই বৃদ্ধকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃদ্ধ'র অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছে যান ভাঙড় থানার পুলিশ। ঠিক কী কারণে ওই বৃদ্ধ'র মৃত্যু হল তা জানতে রবিবার রাতে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ।

স্বামী ও সতীনের অত্যাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক গৃহবধূকে বেধড়ক মারধর করে তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো স্বামী-সতীন ও সতীনের মেয়ের বিরুদ্ধে। রাতের অন্ধকারে এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙনখালির কলতলা এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আজমীরা সেখ নামে এক গৃহবধূ।

আক্রান্ত গৃহবধূকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তার বাপের বাড়ির লোকজন। সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই গৃহবধূ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার বিষয়ে ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁঠালবেড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের ভাঙনখালির কলতলার বাসিন্দা ইসলাম সেখ। বছর চারেক আগে তার স্ত্রী তাসলি সেখ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তার স্ত্রী প্রতিবেশী আজমীরার সাথে বিয়ে দেয় স্বামীকে। কয়েক মাস পর সুস্থ হয়ে ওঠে ইসলামের প্রথম স্ত্রী। অভিযোগ এরপর শুরু হয় আজমীরার উপর অকথ্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। প্রতিনিয়ত স্বামী সতীনের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতেন নিজের তিন বছরের সন্তানের মুখ চেয়ে। সোমবার রাতে সামান্য জল ফেলাকে কেন্দ্র করে স্বামী-সতীনের সাথে বচসা বাধে। অভিযোগ সেই সময় স্বামী-সতীন ও সতীনের মেয়ে নিহারা সেখ ওই গৃহবধূকে বেধড়ক মারধর করে বালতি ও বঁটির বাট দিয়ে। বালতির আঘাতে ওই বধূর মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাতরাতে থাকে। খবর পেয়ে রাতের অন্ধকারে দৌড়ে আসেন বাপের বাড়ির লোকজন। তারা ওই বধূকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। জখম বধূর ভাই জয়নুদ্দিন জানিয়েছে 'প্রতিনিয়ত দিদির উপর অত্যাচার করতো ওরা। আজ বালতি ও বঁটির বাট দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। ওরদের চরম শাস্তি চাই। অন্যদিকে ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী থানা একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত বধূর বাপের বাড়ির লোকজন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ বছর ভারতবর্ষের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আজাদী কি অমৃত মহোৎসব চলছে। আগামী ১৫ আগস্ট ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হবে। আজাদী কি অমৃত মহোৎসব ও স্বাধীনতা দিবসের সন্ধিক্ষণে ভারত সরকার ১৩-১৫ আগস্ট 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশ জুড়ে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারত সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা নেহেরু যুব কেন্দ্র সংগঠনকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 'হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর, আলিপুর, ক্যানিং সাব ডিভিশনের দায়িত্বে আছেন বারুইপুর নেহেরু যুবকেন্দ্র। সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর এই প্রসঙ্গে জানালেন, আমার এলাকায় প্রতিটি ব্লকেই 'হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি' পালিত হবে ১৩-১৫ আগস্ট পর্যন্ত। জাতীয় পতাকার প্রতি মানুষের মনে-মননে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। প্রতিটি মানুষ যেন তার বাড়িতে এই তিনদিন জাতীয় পতাকা ওড়ান এবং সেই স্বাধীনতার জন্য যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের স্মরণ করেন- এ ব্যাপারে আমরা যুবকদের মাধ্যমে সচেতন করব। মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার জন্য নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হবে। সায়েন্টিফিক টেকনোলজি, মিডিয়া টেকনোলজি, সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন শাখা যেমন ওয়াটস্ অ্যাপ, ফেসবুক, ইনস্ট্রাগ্রামের মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়ের প্রচারও চলবে। ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর আরো বলেন, মূল অনুষ্ঠান হবে ১৫ আগস্ট। সেই অনুষ্ঠানে ৩০০ ফুট জাতীয় পতাকা বহন, ৭৬টি বৃক্ষরোপন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাট আউট নিয়ে ট্যাবলো, দেশাত্মবোধক নৃত্য ও সঙ্গীত, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সেমিনার ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। মূল অনুষ্ঠানটি কোন ব্লকে হবে তা শীঘ্রই স্থির করা হবে। দফতরের এপিএ কপিল কুমারও অত্যন্ত ব্যস্ত এই কর্মসূচি নিয়ে।

বিজেপির উদ্যোগে চোর ধরো জেল ভরো কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এসএসসি কাণ্ডে রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারের পরই গত ২৪ জুলাই ডাঃ হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। গ্রেফতার হওয়া মন্ত্রীর কঠোর শাস্তি ও বরখাস্তের দাবিতে এই মিছিল হয় বিজেপির জেলা কার্যালয় থেকে আমতলা সিটিসি বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত। প্রতীকি পার্থ চ্যাটার্জীকে সিবিআই-এর সাজে গ্রেফতার করে ঘোরানোর পর কুশপুতুল পোড়ানো হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির কনভেনর নিতিশ মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক গৌতম প্রামাণিক, সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু, চিত্তরঞ্জন গায়েন, জেলা যুব মোর্চার সভাপতি তমাল সেনাপতি সহ কয়েকশ যুব মোর্চার নেতা কর্মীরা। গত ২৬ জুলাই ডাঃ হারবার সাংগঠনিক জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভার মণ্ডল ১/২/৩/৭ থেকে চোর ধরো জেল ভরো কর্মসূচি পালন করা হয়। বড় কাছারী গেট থেকে রায়পুর মোড় পর্যন্ত মিছিল শেষে পথ সভা হয়। তারপর পার্থ চ্যাটার্জীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলার কনভেনর নিতিশ মণ্ডল, সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু, সাধারণ সম্পাদক গৌতম প্রামাণিক, সহ বিভিন্ন মণ্ডলের সভাপতি পিন্টু সিং, পিন্টু ঢালি, মিন্টু জানা, সজল আদক, অশোক মাইতি সহ অন্যান্য কর্মী ও কার্যকর্তাগণ এবং এলাকার সাধারণ মানুষ।

অভিযানে নামছে রাজপুর সোনারপুর পুরসভা

সুব্রত মন্ডল : রাজপুর সোনারপুর পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে এই পুরো এলাকায় বহু এমন ব্যবসায়ী রয়েছেন যারা ট্রেড লাইসেন্স ছাড়াও রমরমিয়ে ব্যবসা করছেন। আবার দেখা গিয়েছে অনেক পুরনো হারে কর দিচ্ছেন। এক আধিকারিক বলেন, একতলা বাড়ি থাকাকালীন যে হিসেবে কর দিচ্ছিলেন মালিক, দোতলা বাড়ি করে ফেলার পরেও সেই একই হিসেবে তা দিচ্ছেন। ট্রেড লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা করছেন কারা? দোতলা বাড়ি করেও একতলার হিসেবে কর দিচ্ছেন কারা? এমন ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের খোঁজে বের করতে অভিযান চালাবে, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা। ঠিক হয়েছে পাঁচটি অফিসের জন্য পাঁচটি আলাদা দল গঠন করা হবে। কর এবং ট্রেড লাইসেন্স বিভাগের জন্য থাকবে পৃথক দল। তারাই বাড়ি বাড়ি এবং পাড়ায় গিয়ে খোঁজখবর করবে বলে জানা গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাস বলেন, সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে, খুব শীঘ্রই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।

নতুন করে ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট না করা হলে পুরসভার পক্ষে তো তা জানা সম্ভব নয়। এতে পুরসভার ক্ষতি হচ্ছে। তাই কর ফাঁকি ঠেকাতে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরবে এই দল। খোঁজখবর করবে বিভিন্ন বাড়িতে। পুরসভার আয় বৃদ্ধি করতে এই পদক্ষেপ। পুর কর্তাদের মতে করোনাকালে দু বছর আয়ের চেয়ে ব্যয় হয়েছে বেশি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে তাই যে সব ক্ষেত্রে পুরসভার আয় বেশি হয় সেখানে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। যারা নিজেদের জমিতে দোকান বা অন্য ব্যবসা করছে তাদের কাছেই মূলত যাবেন পুরসভার দলের সদস্যরা। আগামী আগস্ট মাসের মধ্যেই পাঁচটি দল প্রতিটি ওয়ার্ড ভিত্তিক সার্ভে করতে ঢুকবে এবং প্রতিটি বাড়ি বাড়ি তারা যাবে।

সাফল্য পেলো ডায়মন্ডহারবার হাসপাতাল

অর্ঘ্য রায় : আবারো বড়সড় সাফল্য পেলো ডায়মন্ডহারবার গভঃ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। অস্ত্রোপচার করে শিশুর খাদ্যনালীতে আটকে থাকা সেফটি পিন বের করলো চিকিৎসকেরা।

জানা যায়, রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের রুদ্রনগরের বছর আড়াই এর শিশু সৌরনীল জানা হঠাই খেলার ছলে একটি সেফটিপিন গিলে ফেলে। এরপরই তার পরিবারের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি তাকে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে এক্স রে করতে বলেন চিকিৎসকেরা। আর তখনই এক্স রে মাধ্যমে ধরা পড়ে সেফটিপিনটি খোলা অবস্থায় আটকে রয়েছে সৌরনিলের খাদ্যনালীতে। আর যা দেখে চিন্তায় পড়ে যায় পরিবারের লোকজন। পরিবার সূত্রে জানা যায়, গঙ্গাসাগর রুদ্রনগর এলাকার বাসিন্দা সৌরনিল জানা। বাবা দীপঙ্কর জানা ও মা সুজাতা জানার একমাত্র সন্তান সৌরনীল। রবিবার বাড়িতে খেলা করছিল সে, ঠিক তখনই খেলার ছলে সেফটিপিনটি খেয়ে ফেলে। এরপরই তার জেঠু চেষ্টা করে সেফটিপিনটি গলা থেকে বের করতে গেলে সেটি চলে যায় একেবারে সোজা খাদ্যনালীতে। এরপরই পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। শিশুটির প্রাণ ফিরে পাবে কিনা তা নিয়েও ছিল সংশয়।

তড়িঘড়ি শিশুটিকে নিয়ে প্রথমে পরিবারের লোকজন যায় গঙ্গাসাগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। আর সেখানেই তাদেরকে প্রথমেই এক্সরে করতে বলে চিকিৎসকেরা। সেফটিপিনটি ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে তার অবস্থান জানার জন্য। এক্স রে করলে দেখা যায় সেফটিপিনটি শিশুটির একেবারে খাদ্যনালীতে আটকে রয়েছে এবং সেফটিপিনটি খোলা অবস্থায় রয়েছে। তখনই কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। পরে তড়িঘড়ি শিশুটিকে নিয়ে আসা হয় ডায়মন্ডহারবার গভঃ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আর সেখানেই চিকিৎসকদের তৎপরতায় প্রাণ রক্ষা হয় শিশুটির।

ডায়মন্ড হারবার গভঃ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক দিপ্তেন পাল, সোহম ব্যানার্জি, রুপম জানা দীর্ঘ এক ঘন্টার প্রচেষ্টায় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে খাদ্যনালী থেকে খোলা সেফটিপিন টিকে বের করেন। মূলত এই ধরনের অস্ত্রোপচার করতে সাধারণত যেতে হয় কলকাতায়। কিন্তু ডায়মন্ড হারবার গভঃ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই সাফল্য নতুন বড়সড় মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ালো এলাকার মানুষজনের কাছে। অস্ত্রোপচারের পর শিশুটি বর্তমানে স্বাভাবিকভাবেই খাওয়া-দাওয়া করছে এবং অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে। ডায়মন্ড হারবার গভঃ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সফল অস্ত্রোপচারে খুশি সৌরনিল জানার পরিবারের লোকজন।

বৃক্ষপুজোয় ম্যানগ্রোভ দিবস

সুভাষ চন্দ্র দাশ : মঙ্গলবার দুপুরে আন্তর্জাতিক ম্যানগ্রোভ দিবস পালিত হলো বাসন্তী থানার অন্তর্গত চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এদিন আন্তর্জাতিক ম্যানগ্রোভ দিবস উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত নিমাই মালি, রাজ্য সরকারের স্পেশাল বাহিনী স্ট্যাগোর এসআই নবকুমার কর্মকার ও তপু বিশ্বাস সহ স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিন স্কুল সংলগ্ন আয়লা সেন্টারে গাছ বাঁচাও সুন্দরবন ও পরিবেশ রক্ষার উপর একটি পথনাটিকায় অংশ নেয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। পথনাটিকার পর স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ মানুষ কে ম্যানগ্রোভের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সচেতন করতে প্রায় দু কিলোমিটার রাস্তা পদযাত্রা করে। পদযাত্রা মাধ্যমে গাছ রক্ষা করতে হবে, সুন্দরবনকে বাঁচাতে হবে এবং সুন্দরবন বাঁচলে আমরা সবাই বাঁচবো এই বার্তা পৌঁছে দেয় সাধারণ মানুষের মধ্যে। পাশাপাশি তারা স্কুলে প্রাঙ্গনে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করে গাছকে পুজো দিয়ে রোপণ করে। ছাত্র-ছাত্রীরাও এই গাছকে ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করে এবং সাধারণ মানুষ যাতে তাদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তারা যাতে সুস্থ সবুজ পরিবেশে বাঁচতে পারে তার জন্য আবেদন জানায়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিমাই মালি আবেগের সাথে বলেন, ছোট ছোট শিশুরা যেভাবে ম্যানগ্রোভ রোপন করে বাঁচার জন্য করজোড়ে আবেদন করছে,তাতে করে চোখে জল এসে যায়। তারা চাইছে সুস্থ সবুজ পরিবেশে বড় হতে। আমরা তাদের সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আগামী দিনে আরো বেশি বেশি করে ম্যানগ্রোভ রোপণ করার কাজ করবো এবং শিশুরা যাতে করে হাসি মুখে বড় হতে পারে এবং সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য সেই চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

ক্যানিং ১ ব্লকে পালিত হল বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ বিডিও শুভঙ্কর দাস,ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস, মাতলা ১ ও ২ পঞ্চায়েত প্রধান হরেন ঘোড়ুই, উত্তম দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। এদিন বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস পালনের পাশাপাশি ক্যানিং ১ ব্লক এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ম্যানগ্রোভ চারাগাছ রোপণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, মঞ্চ করে শুধুমাত্র ভাষণ দিলে চলবে না। আমাদের সঠিক ভাবে কাজ করতে হবে। ম্যানগ্রোভ চারাগাছ রোপনের পাশাপাশি সেই গাছটিকে বাড়ির শিশুর মতো লালন পালন করে বড় করে তুলতে হবে। তাহলেই আমাদের বিশ্ব ম্যানগ্রোভ দিবস পালন করা সার্থক হবে। কারণ, একটি শিশু যখন লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বৃদ্ধ বাবা-মা এবং তার পরিবারকে পরিচর্যা করবে, তেমনই একটি গাছ ছোট থেকেই আমাদেরকে অক্সিজেন প্রদান করবে এবং বড় হয়ে আমাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে। পাশাপাশি দূষণের মাত্রা কমাতে সাহায্য করবে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যের হাত থেকে নদীবাঁধ রক্ষা পাবে। ফলে আমাদের কে ম্যানগ্রোভ চারা গাছ যত বেশি পরিমাণ রোপণ করা যায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। পাশাপাশি যাতে করে চোরা শিকারীরা রাতের অন্ধকারে ম্যানগ্রোভ কেটে ধ্বংস করতে না পারে সেদিকে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। গড়ে তুলতে হবে আগামী ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সুস্থ, সবুজ, দূষণ মুক্ত পরিবেশ।'

বিশ্ব বাঘ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নদীনালা, গাছপালার জঙ্গলে ঘেরা রোমহর্ষক পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য ব-দ্বীপ সুন্দরবন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা ১৩টি এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলা ৬টি ব্লক নিয়ে গঠিত সুন্দরবন। ৩৫০০ কিমি নদী বাঁধ সহ বিভিন্ন নদীনালা বেষ্টিত ৪০০ প্রজাতির গাছগাছালি সহ বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুর বসবাস রহস্যময় ঘেরা সুন্দরবনে। যা সুন্দরবন ছাড়া সারা বিশ্বে বিরল। রহস্যময়ী সুন্দরবনের জঙ্গলে একছত্র ভাবে রাজত্ব করে আসছে পৃথিবী বিখ্যাত হিংস্র রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

বর্তমানে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, খাদ্যের সংকট ও মনুষ্যকুলের সৌজন্যে বাঘের উপর অত্যাচারের চাপে সুন্দরবন জঙ্গলের বাঘের সংখ্যা নিতান্তভাবে কমেই গেছে। আর যাতে করে বাঘের বংশ বৃদ্ধি এবং জঙ্গলে খাদ্যের ঘাটতি মেটানো সম্ভব হয় তার জন্য সরকারী ভাবে চলছে নানান কর্মযজ্ঞ। সুন্দরবনের সেই বিখ্যাত বাঘকে বাঁচানোর তাগিদে বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত গোসাবা ব্লকের সজনেখালিতে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ এর সৌজন্যে পালিত হল বিশ্ব বাঘ দিবস। উল্লেখ্য বিগত ২০১০ সালের ২৯ জুলাই থেকে এই বিশ্ব বাঘ দিবস পালিত হয়ে আসছে সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ক্ষেত্র অধিকর্তা তাপস দাস, সুন্দরবন ব্যাঘ্রপ্রকল্প উপক্ষেত্র অধিকর্তা জাস্টিন জোন্স, গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডল, জেলাপরিষদ সদস্য অনিমেষ মন্ডল, গোসাবার বিডিও বিশ্বনাথ চৌধুরী সহ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা।

সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষা ও বাঘ বাঁচানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয় সুন্দরবনের গোমর নদীতে। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা মিলিতভাবে বিভক্ত হয়ে মোট আটটি নৌকা নিয়ে অংশ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, সুন্দরবন জঙ্গলে বাঘ ছাড়া যেমন অন্য কিছুই বোঝায় না ঠিক তেমনই বাঘ বাঁচানোর তাগিদে জঙ্গল লাগোয়া সুন্দরবন বাসী সহ প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় বাসিন্দাদের কর্তব্য ও কী করণীয় সেই সম্পর্কিত আলোচনা হয় এদিনের অনুষ্ঠানে। স্থানীয় ব্যাসিন্দার যাতে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের সাথে সর্বদা সহযোগিতা করেন তার আবেদনও করা হয়।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা তাপস দাস বলেন বর্তমানে সুন্দরবনে ৯৬ টি বাঘ রয়েছে। ব্যাঘ্র দিবস পালন করার মূল উদ্দেশ্য হল বাঘকে বাঁচানো। যার ফলে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন উপায়ে সচেতন করা।'

নারীরাই পারেন সুস্থ সমাজ গড়তে : আইসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : একমাত্র নারীরাই পারেন সুরক্ষিত, সুস্থ, সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে। রবিবার রাতে এক সচেতনতা শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটা জানালেন ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ।

নারীদের বিকল্প হয় না। অসামাজিক কাজকর্ম প্রতিহত করে কীভাবে শিশুদের মানুষ করতে হয়, কলঙ্ক মুক্ত সমাজ গড়তে হয় তা একমাত্র নারীরাই পারেন। আর সেই কারণেই নারীর কোনও বিকল্প হয় না। রবিবার তালদি'র এসসি, এসটি, ওবিসি অ্যান্ড মাইনোরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শিশুশ্রম, নাবালক-নাবালিকা বিয়ে ও নারীদের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে এবং বাবা-মায়েদের প্রতি সম্মান জানাতে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ, ক্যানিং মহিলা থানার ওসি তনুশ্রী মন্ডল, ক্যানিং থানার পুলিশ অফিসার রণজিত চক্রবর্তী, তালদি মহিলা সমিতির সম্পাদিকা রুপালি মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানের সূচনা লগ্নে উপস্থিত সকল অতিথি অভ্যাগতদের পুষ্পবৃষ্টির মধ্যদিয়ে বরণ করে নেন মহিলা সমিতির মহিলারা।

এলাকায় নারী নির্যাতন, নাবালক-নাবালিকা বিয়ে শিশু ও নারী পাচার যাতে করে বন্ধ হয় এবং অশুভ শক্তি মাথাচাড়া দিতে না পারে, সেই বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকার মহিলাদের সচেতন করা হয়। পাশাপাশি বৃদ্ধ বাবা-মায়েরা যাতে করে সমস্যায় না পড়েন এবং অত্যাচারিত না হয় সে বিষয়েও সচেতন করা হয়।

তালদি মহিলা সমিতির সম্পাদিকা রুপালি মন্ডল বলেন মহিলারা স্বয়ং মা দুর্গা। তাদের দশটি হাত ও দশটি অস্ত্র রয়েছে। আবার পাশে রয়েছে পুলিশ প্রশাসনও। ফলে আমরা মহিলারা মিলিত ভাবে এই সমস্ত অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলবো।'

স্থানীয় সমাজসেবী রাম দেবনাথ বলেন, মহিলারা মায়ের সমান। তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসলে কোনও অশুভ শক্তি ঠাঁই পাবে না সমাজের বুকে। সুস্থ পরিবেশ ও সমাজ গড়ে উঠবেই।'

ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ জানিয়েছেন, পুলিশ প্রশাসন সবসময় সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। শিশুশ্রম, নারী ও শিশু পাচার, নারী নির্যাতন,বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে এবং বাবা-মায়েদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার রুখতে পুলিশ প্রশাসন উদ্যোগ নিয়ে সক্রিয় ভাবে কাজ করছে। পাশাপাশি এলাকার মায়েরা এগিয়ে আসায় এই সমস্ত কাজ বন্ধ করতে আরো সুবিধা হবে।'

অন্যদিকে, ক্যানিং মহিলা থানার ওসি তনুশ্রী মন্ডল বলেন নারীরাই সুস্থ সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায়, আগামীদিনে নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, নারীপাচার সহ অন্যান্য অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ হতে বাধ্য। আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।'

জমির মিউটেশন, কনভার্সেশনের সমস্যা?
নাম পদবি পরিবর্তন করতে চান?
ওয়ারিশনের জটিলতার সমাধান চান?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
তাপস অধিকারী
(আইনি পরামর্শদাতা)
নোদাখালী হাউড়ী দিননাথ উচ্চবিদ্যালয়ের
পাশে কার্যালয়,দক্ষিণ ২৪ পরগনা
মোবাইল : ৯২৩৯৫০১৭৯৩

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ৩০ জুলাই – ৫ আগস্ট, ২০২২

‘ভুল করিবার অধিকার’

ইদানিং ভুল ভ্রান্তি অভিনেতা অভিনেত্রী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের মধ্যেও প্রবল ভাবে দেখা যাচ্ছে। ‘ভুল’ শব্দটি অশৈশব মানুষ লালিত করেছেন। বিদ্যালয় স্তরে ছাত্র ভুল করলে শিক্ষকরা ভুল সংশোধনের দায়িত্ব নিতেন। যুধিষ্ঠিরের মতো স্নেহে অন্ধ না হলে কিংবা সেই মাসির কান কামড়ানোর ঘটনা না ঘটলে অধিকাংশ অভিভাবকই সন্তানদের ভুল সংশোধনের ব্যাপারে সচেতন থাকেন। এতো গেল ভুলের নানা দিক।

স্বাধীনতা আন্দোলনে যখন দলে দলে তরুণ সম্প্রদায় শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখেই এক সময় ঝাপিয়ে পড়েছে পরাধীন ভারতের মুক্তি কামনায়। সেই সময়ে ব্রিটিশের স্নেহধন্য তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশী বিপ্লবী কুলকে, তাদের দেশপ্রেমকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছে। এমন কি স্বয়ং গান্ধিজীও এক সময় দেশ গৌরব সুভাষচন্দ্রকে, তাঁর নিখাদ দেশপ্রেমকে বিদ্রুপ করে বলেছিলেন, সুভাষ এক দিগভ্রান্ত দেশপ্রেমিক ‘মিস গাইডেড চাইল্ড’। সুভাষচন্দ্রের পরিশীলিত জবাব ছিল ‘রাইট টু মেক ব্লান্ডারস’। তিনি তাঁর ‘তরুণের স্বপ্ন’ বইতে আহ্বান করেছেন দেশের জাগ্রত যুব সমাজকে। তিনি একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চেয়েছিলেন যাঁরা দেশের মুক্তির জন্য সর্বস্ব অর্পণ করতে পারবেন। তিনি লিখেছিলেন, আমরা হোঁচট খাই, পথ ভুল করতে পারি কিন্তু লক্ষ্য আমাদের স্থির। সেই সময় সুভাষচন্দ্রে পাশে তরুণ সম্প্রদায়কে সর্বদা সর্বকাজে দেখতে পাওয়া যেত। দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার তাঁদের কাছে গৌরবের ছিল। সেই অর্থেই তিনি ‘ভুল করিবার অধিকার’ যুব সমাজের আছে এই বার্তা দিয়েছিলেন। সে ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ের দিন। এমন ভুল ঘটেছিল বলেই শহিদ ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, ভগৎ সিং, বিনয়-বাদল-দীনেশ এবং সর্বোপরি ভারত ইতিহাসের পাতায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে আমরা পেয়েছিলাম।

আত্মত্যাগে তাঁরা ছিলেন দেশের যুব সমাজের কাছে আদর্শ। আপোষকামী প্রবীন নেতৃত্ব তরুণ সুভাষচন্দ্রের এই অগ্রগতিকে সেদিন বুঝতে পারে নি। ইতিহাস জবাব দিয়েছে তার সঠিক পথে।

নেতাজিকে, তাঁর আদর্শকে অমৃত মহোৎসবের এই প্রাঙ্গণে দায় সারা ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যতটুকু প্রয়োজন তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ততটুকুই রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা করে থাকেন। সম্প্রতি বাংলার রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে ভুল করবার অধিকার নিয়ে শাসক দলের প্রধান প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রেখেছেন। অবশ্যই সে প্রসঙ্গ, সে প্রেক্ষিত সুভাষচন্দ্রের সময় থেকে হাজার আলোকবর্ষ দূরে। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য রাজনীতি যখন তুঙ্গে, হবু শিক্ষকরা রোদ বৃষ্টি ঝড় উপেক্ষা করে যখন রাজপথে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, যখন মন্ত্রী গ্রেফতার হচ্ছেন স্রেফ আর্থিক দুর্নীতির দায় সেই প্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের তরুণের স্বপ্নে উল্লেখিত ‘ভুল করিবার অধিকার’ কতটা যুক্তিগ্রাহ্য কিংবা রাজনৈতিক আঁধারে আশ্রয় খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা গ্রহণীয় তা নিয়ে বিতর্ক উঠতেই পারে। যে ভুল হাজার হাজার পরিবারকে হতাশায় নিমজ্জিত করে, যে ভুলের খেসারত দিতে হয় যুব সম্প্রদায়কে তাদের ভবিষ্যৎকে সে ভুল ক্ষমার অযোগ্য।

প্রত্যেক মানুষের জীবন পাতাতেই ভুলের ফিরিস্তি থাকে এবং তা সংশোধন করতে হয় তাকেই। দেশ মায়ের মুক্তির জন্য যে দামাল ছেলেরা জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছেন, অন্ধকার কারাকক্ষে কিংবা ফাঁসির মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের সেই পথ চলার সঙ্গে আজকের কোনও কোনও নেতা মন্ত্রীর ভোগ সর্বস্ব জীবন যাত্রাকে কোনও মতেই মিলিয়ে দেওয়া যায় না। সেদিনের সেই তরুণের স্বপ্নের নায়ক নেতাজিকে কেন্দ্র রাজ্য সেদিনও বোঝেনি আজও বোঝার কোনও চেষ্টা নেই। ২৩ জানুয়ারি আসে যায় মূর্তিতে ছবিতে নেতা নেত্রীরা মালা পরান কিন্তু তাঁর আদর্শকে আত্মস্থ করা কিংবা ছড়িয়ে দেওয়ার ভাবনা তাদের নেই।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে– হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়– কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা– সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে– আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্– আমাদিগকে; বিশ্বানি– সমস্ত; দেব– হে দেব; বয়ুনানি– কার্যাবলী; বিদ্বান– জ্ঞাতা; যুয়োধি– কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ– আমাদের থেকে; জুহুরাণম্– পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনাঃ– সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম– বার বার; তে– আপনাকে; নমঃ উক্তিম– প্রণাম উক্তি; বিধেম– আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

দিয়েছেন যে, যোগভ্রষ্ট বা আত্ম-উপলব্ধির সাধনপথ থেকে যারা পতিত হয়েছেন, তাঁদেরকে সদাচারী ব্রাহ্মণ বংশে অথবা ধনী বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়। এই রকম জন্মগ্রহণ আত্ম-উপলব্ধির পথে অধিক সুযোগ

ফেসবুক বার্তা

চাকরির দোকানে যেতে পারেন না স্যার

নির্মল গোস্বামী

পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেকেই ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। তার সব না মিললেও কিছু কিছু ঘটনা মেলে। আমরা জানি পাঁচ হাজার বছর আগে মায়া সভ্যতার কথা। মায়া সভ্যতার লিপি উদ্ধার করে জানা গেছে যে সেখানে এমন অনেকে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল যা পরবর্তীকালে ঘটেছিল বা ভবিষ্যতে ঘটবে। তেমনি আমরা নষ্ট্রাদামুসের কথা জানি। যাঁর ভবিষ্যৎবাণীর অনেকগুলিই নাকি মিলে গেছে। এবং ভবিষ্যতেও মিলবে। গণৎকারগণ মানুষের হাত দেখে বা কোঠী দেখে বা জন্মতারিখ জেনে ব্যক্তির জীবনের অনেক ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা বলে দিতে পারেন। ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তারও আভাস দিতে পারেন। অনেকের জীবনে তা মেলে আবার অনেকের নাকি মেলে না। অনেকে তাই জ্যোতিষ শাস্ত্রকে মানে না, বলে বুজরুকি। আবার অনেকেই জ্যোতিষে আস্থা রেখেই জীবন চালনা করেন। যাই হোক সভ্যতার উষালগ্ন থেকে ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহ মানুষের। আর সেই জন্যই সৃষ্টি হয়েছে জ্যোতিষ শাস্ত্র। অনেকেই বলে এটা একটা জটিল অঙ্ক। যাঁরা এই অঙ্ক জানেন তাঁরা মানুষের জীবন কথা মিলিয়ে দেয়।

কিন্তু একটা বালিকার অজ্ঞতাবশত একটা উক্তি যদি ৪০-৫০ বছর বাদে হুবহু মিলে যায়, তাকে কি বলা হবে? ব্যক্তি জীবনে নয় জাতির জীবনে বর্তমানে তা মিলে গেছে। আমি কোনও রূপকথার গল্প বলতে বসিনি। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা পাঠকদের শোনাতে চাইছি। ৪০-৫০ বছর আগেকার কথা আমার দাদা তখন টিউশানি করে সংসার চালায়। পাড়ার এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে বাচ্চাদের পড়াতো। চার পাঁচ জন ভাই বোন এক সাথে পড়ত। তাদের কাকা দাদারা সব দাদার বা আমারও বন্ধুর মতো। এক সাথে খেলাধুলা করি। একদিন পড়ুয়াদের দাদারা বৈঠকখানার পড়ার ঘরে বসে দাদার সঙ্গে গল্প করছিল। তারা দাদাকে উদ্দেশ্য করে বলে যে সত্যি জয়দেব তুই একটা চাকরি পাচ্ছিস না, অথচ তোর একটা চাকরি পাওয়া খুব দরকার। এই কথাটা এক ছাত্রী শোনে। তার দাদা চলে গেলে করবী নামে ওই ছাত্রী (সে তখন সেভেনে পড়ে।) দাদাকে বলে মাস্টার মশাই আপনি চাকরি পাচ্ছেন না? দাদা উত্তর দেয় ‘না’। তখন করবী বিস্ময় প্রকাশ করে বলে যে, ‘কেন আপনি চাকরির দোকানে যেতে পারেন

না’? দাদা এই ঘটনাটা আমাকে বলেছিল। সরল মনের বালিকা ভেবেছিল যে চাকরি বোধহয় কোন বস্তু যা দোকানে বিক্রি হয়। তার অজ্ঞতায় আমরা সেদিন বোধ হয় মনে মনে হেসেছিলাম। কিন্তু আজ আর হাসতে পারছি না। কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে যে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে তার পরিনামে সত্যিই পশ্চিমবঙ্গে নানা স্থানে বিভিন্ন জন চাকরি বিক্রির দোকান খুলে বসেছে।

আমরা পেশার কারণে নানা জনের কাছ থেকে নানা কথা শুনি। কিন্তু প্রমাণ না পেলে সব কথা লিখতে পারি না। এইভাবে অনেক সত্য ঘটনা চাপা পড়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গে টেট থেকে এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে চাকরি প্রার্থীরা অনেক দিন ধরেই হৈ চৈ করছে। কিন্তু প্রশাসন তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। আমাদের চোখের সামনে তৃণমূলের নেতাদের ছেলে মেয়ে স্ত্রীদের চাকরি হল। ওটা হয়। কারণ পূর্বের সরকার বা তার পূর্বের সরকার তারাও তাদের দলীয় কর্মীদের চাকরি দিয়েছিল। এটা জনতার গা সওয়া হয়ে গেছে। মায়াপুরে বেড়াতে গিয়ে দেখি হুলোর ঘাটে জলবন্ধু নিয়োগ হয়েছে কাঁথির ছেলে। শুভেন্দু তখন সেচ মন্ত্রী। শোনা কথা ১ লাখ করে টাকা নিয়ে জলবন্ধু নিয়োগ হয়েছে। বজবজ ২ নং ব্লকে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি নিয়ে এল পূর্ব মেদিনীপুরের ছেলে মেয়েরা। মনে স্থির বিশ্বাস হল যে ‘ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।’ কিন্তু কিছু বলতে পারি না। প্রমাণ নেই। অবশেষে তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রীর ফেসবুকে উঠে এলো রঞ্জন মাহাত্ম্যের কথা। চাকরি বিক্রির চিত্র সেখানে পরিষ্কার হল। কোন চাকরির কত দর তাও নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। এরপর বাগ কমিটির রিপোর্ট সামনে এলো। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে তা রিপোর্টে দেখা গেল। বুকে একটু বল এলো এবার বোধ হয় কিছু বলার সময় এসেছে। তারই মধ্যে ইডির তল্লাশিতে টাকার পাহাড় ধরা পড়ল প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর সহচরীর ফ্ল্যাট থেকে। সেখানে শিক্ষা দফতরের খাম, অশোক স্তম্ভ ছাপ মারা পার্থ চ্যাটার্জীর নাম লেখা। এরপর আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে ওই টাকা আসলে চাকরি বিক্রির টাকা। তৃণমূল দল যা ইচ্ছা বলে বলুক। সাধারণ মানুষকে এখনও অতো বোকা গাধা বানাতে পারে নি যে, তারা মনে করবে তৃণমূল দল বা সরকার এর সঙ্গে জড়িত নেই। পার্থবাবু আজীবন তৃণমূলের মহাসচিব, দলের বিরোধী দল নেতা ছিলেন। সরকার গঠন থেকে মন্ত্রিত্ব করছেন এমন মানুষ বিরোধী দলের প্ররোচনায় দুর্নীতির পাঁকে পড়ে গেল! এটা বিশ্বাস করতে হবে? আর দলের নেত্রী যিনি গ্রামের একজন কর্মী কোথায় কী করছেন তার বিস্তারিত খবর রাখেন বলে তিনি গর্ব করেন। সেই তিনি তার বিশ্বস্ত ডান হাত পার্থবাবু কোথায় কী করছেন তার খবর পান না, একথা শুনে ‘ঘোড়াও হাসবে কর্তা’।

ফলে যা হয়েছে তা সংঘটিতভাবে সরকারের জ্ঞাতসারেই হয়েছে। অর্থাৎ চাকরি বিক্রির দোকান খুলে বসেছিল একটা সরকার। তৃণমূল বিপুল জনাদেশ নিয়ে সরকারে এসেছে। সে যা ইচ্ছা তাই করবে। বিরোধীরা ভেউ ভেউ করলেও তার কিছু যায় আসে না। চাকরির হরি লুট করুক কিংবা দোকান খুলুক তাতেও কিছু বলার নেই। শুধু বিস্ময় এই ভেবে যে ৪০/৫০ বছর আগের এক বালিকার অবোধ জিজ্ঞাসা যে এমন বাস্তবে রূপ নেবে তা কি কখনও কেউ ভেবেছে? একটা সরকার যে চাকরির দোকান খুলে বসবে এবং নির্ধারিত দামে তা যে কেউ কিনতে পারবে এটা কল্পনার অতীত ছিল। একেই বোধ হয় বলে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস।

সেদিনের করবীর কথা আজ বাস্তবে রূপ পেয়েছে। এটা কেমন কাকতালীয় তাও বিস্ময়কর।

‘আমি সব জানি..’

দেবাশিস রায়

কখনও দলীয় কর্মসূচি তো; কখনও প্রশাসনিক বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রায়শই কথায় কথায় বলতে শোনা যেত আমি সব জানি, আমার কাছে সব খবর আসে, কেউ পার পাবে না… ইত্যাদি’ চমক দেওয়া শব্দসমূহ। মুখ্যমন্ত্রীর মুখনিঃসৃত এই শব্দবন্ধে যে শুধুমাত্রই ‘কথার ফুলঝুরি’ সৃষ্টি হয় সেটা চাঞ্চল্যকর পার্থ-অর্পিতা কাণ্ডের মধ্য দিয়ে আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গেল। রাজ্যবাসী দীর্ঘদিন ধরে দেখছে পাড়ায় পাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যত অধঃপতন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলের ভুঁইফোড় তথা প্রভাবশালী নেতা-কর্মীদের সীমাহীন দুর্নীতি এবং শক্তিপ্রদর্শনের পাশাপাশি জেটগতিতে ব্যক্তিগত উন্নয়ন। দলের নাম ভাঙিয়ে একশ্রেনির নেতা-কর্মীরা কার্যত লুটের রাজত্ব চালাচ্ছেন। সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের আড়ালেও বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা লুটের সিন্ডিকেট খুলে বসেছে বলে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস প্রভৃতি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মারকাটারি অভিযোগ।

বিভিন্ন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর রহস্যে মোড়া কথাবার্তায় উঠে আসে তাঁর কাছে নাকি কোনও কিছুই অজানা নয়। অথচ তাঁর শোনদৃষ্টির মধ্যেই যে কীভাবে রাজ্যজুড়ে একের পর এক দুর্নীতি, অরাজকতা, আর্থিক বেনিয়ম সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রভাবশালী নেতা-নেত্রীদের স্বজনপোষণ, দলীয় বিশৃঙ্খলা বেড়েই চলেছে তার কোনও সন্তোষজনক উত্তর মেলাটাই যেন অত্যন্ত কঠিন প্রসঙ্গ। মাঝেমধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের কিছু কিছু শীর্ষনেতা ‘শৃঙ্খলাবদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেস’-এর পক্ষে সাফাই গাইলেও রাজ্যবাসীর অনেকেই এসব শুনে মুখ টিপে হাসে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি-তো ইদানীং নানা ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমালোচনা ও কটাক্ষের তীরে বিদ্ধ করেই চলছিল। এরই মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দোরগোড়ায় পার্থ-অর্পিতা কাণ্ড পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের অনেকখানিই অক্সিজেনের যোগান দিয়ে দিল। এমনটাই মনে করছে রাজ্যের রাজনীতি সচেতন মহলের একটা বড়োসড়ো অংশ। ওই মহলের

বিস্ফোরক অভিমত, নিজের হাতে গড়া তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখন আর তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে বিভিন্ন জায়গায় দলের মধ্যে অসংখ্য উপদল সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি, রাজ্যস্তরেও গোষ্ঠীবাজি রয়েছে এবং সেইসব গোষ্ঠীর নেতা-নেত্রীর অনুগামীরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় উপদলীয় কার্যকলাপ চালাচ্ছেন। কার্যত পাড়ায় পাড়ায় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিভিন্ন মতভেদের কারণে মাঝেমধ্যেই এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। দীর্ঘদিন ধরেই এসব চলতে থাকায় রাজ্যবাসীর পাশাপাশি আদি তৃণমূলীদের একাংশ অত্যন্ত হতাশ এবং ক্ষুব্ধও।

এদিকে মানুষের এই হতাশা এবং ক্ষোভকে হাতিয়ার করে বিজেপি, সিপিএম তথা বামফ্রন্ট, কংগ্রেস, এসইউসিআই প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানাভাবে আক্রমণ শানানো শুরু করেছে। তবে, তিলোত্তমা নগরী থেকে শুরু করে মফস্বল শহর সহ গ্রামবাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে ঝাঁকে সকলকে কার্যত পিছনে ফেলে এই মুহূর্তে রাজনীতির ময়দানে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের নজর কেড়ে নিয়েছে বামফ্রন্ট তথা সিপিএম। তারপরেই বিজেপির স্থান।

কংগ্রেস তো আরও পিছনের সারিতে বলে বিভিন্ন প্রান্তের একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ সহ একাধিক দুর্নীতি ও আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ অভিনেত্রী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ইতিমধ্যেই জোরদার তদন্তে নেমে একাধিক জায়গা থেক পঞ্চাশ কোটিরও বেশি নগদ টাকা, বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপো সহ বিদেশি মুদ্রা এবং অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতির ময়দান তোলপাড়।

এককথায়, পার্থ-অর্পিতা কাণ্ডে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস অনেকটাই ব্যাকফুটে। আর পড়ে পাওয়া ‘চৌদ্দ আনা’ এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক জনমত গঠনের জোরদার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিরোধীরা। বুধবার বিকেলে পূর্ব বর্ধমানের নাদনঘাট মোড় থেকে নসরপুর পর্যন্ত বিশাল মিছিল করে সিপিএম। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অঞ্জু কর, প্রাক্তন বিধায়ক সুব্রত ভাওয়াল প্রমুখ শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে কর্মী-সমর্থকরা এদিন মিছিল শেষে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কুশপুতুল জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। এদিকে, পার্থ-অর্পিতা কাণ্ডে গ্রামবাংলার আদি তৃণমূল কংগ্রেসীদের একাংশ চরম বিড়ম্বনা এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন। তাঁদের অভিমত, সময় থাকতে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি দলের রাশটা ঠিকমতো ধরে থাকতে পারতেন তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের এতটা অধঃপতন হত না।

দেশ দেশান্তরে

ইরাকি পার্লামেন্টে ঝড়

প্রণব গুহ

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইরাক ঝড় তুলেছিল সেখানকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সময়। তেল ভাণ্ডার এই রিপাবলিকটির বিরুদ্ধে খেপে গিয়েছিল আমেরিকা। প্রাণ দিতে হয়েছিল সাদ্দাম হোসেনকে। ইরাকের অবস্থান পশ্চিম এশিয়ায়, যার উত্তরে রয়েছে টার্কি, পূর্বে ইরান এবং দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে পারস্য ও কুয়েত, দক্ষিণে অবস্থান সৌদি আরব, দক্ষিণ-পশ্চিমে জর্ডন এবং পশ্চিমে সিরিয়া। ইরাকের রাজধানী হল বাগদাদ, এটাই দেশের সবচেয়ে বড় শহর। ছোট দেশ হলেও

ইরাক বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে তার তেল ভাণ্ডারের জন্য। পৃথিবীর বৃহৎ দেশগুলো তাকিয়ে থাকে ইরাকের তেলের দিকে। এমন একটি মহামূল্যবান তরলের অধিকারী হলেও ইরাক কিন্তু বার বার অস্থির হয়েছে। ২০০৮ সালের ফেলড্ স্টেটস ইনডেক্স বলছে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে রাজনৈতিক অস্থির দেশ হিসাবে ইরাকের স্থান ছিল ১১তম। সাদ্দাম চলে যাওয়ার পর আমেরিকার সঙ্গে সখ্যতার নিরিখে ভাল দিনার কামিয়ে ভোল বদলেছে ইরাক। ইরাকের ৯৫ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় তেল থেকে। ৬০ শতাংশ কর্মসংস্থান তেলের জন্যই। তবুও সুস্থিরতা দিতে পারছে না এই বৈভব।

শ্রীলঙ্কার গণবিদ্রোহ যেন ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে পশ্চিম এশিয়ায়। প্রশাসনিক কর্তাদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বিদ্রোহে পার্লামেন্ট দখল, রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ দখল এখনও টাটকা দ্বীপ রাষ্ট্রটিতে। এবার যেন তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ইরাকে। ক্ষমতাধর ইরাকি ধর্মগুরু মোকতাদা সদরের সমর্থকরা বুধবার রাজধানীর উচ্চ-নিরাপত্তা সরকারী গ্রিন জোনে অনুপ্রবেশ করার পর সংসদে হামলা চালায়, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লকের মনোনয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। বিক্ষোভ হল তেলসমৃদ্ধ ইরাকের জন্য সর্বশেষ চ্যালেঞ্জ, যেটি বিশ্বব্যাপী তেলের দাম বাড়ানো সত্ত্বেও একটি রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সংকটের মধ্যে রয়ে গেছে ইরাক। একটি নিরাপত্তা সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে এএফপিকে জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের গুলি ছুঁড়ে থামানোর পর বিক্ষোভকারীরা সংসদে হামলা চালায়। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আইএনএ মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামে বলেছে যে বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবনে প্রবেশ করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা আল-কাদেমি বিক্ষোভকারীদের ভারী সুরক্ষিত গ্রিন জোন থেকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছেন, যেখানে সরকারি ভবন এবং কূটনৈতিক মিশন উভয়ই রয়েছে। তিনি একটি বিবৃতিতে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে নিরাপত্তা বাহিনী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশী মিশনগুলির সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার কোনও ক্ষতি যাতে না হয় তা দেখবে। উল্লেখ্য, গ্রীন জোনের একজন এএফপি সংবাদদাতা এর আগে বিক্ষোভকারীদের আহত একজন সহকর্মী বিক্ষোভকারীকে বহন করতে দেখেছিলেন।

ইরাকে রাজনৈতিক সঙ্কট চলছে প্রায় বছর খানেক ধরে। আইন প্রনেতারা নির্বাচিত হয়ে শপথ গ্রহণ করলেও সরকার গঠন করতে পারছেন না। ২০২১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনে সদরের ব্লক ৭৩টি আসন জিতে ৩২৯ আসনের পার্লামেন্টে বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ভোটের পর থেকে নতুন সরকার গঠনের আলোচনা থমকে গেছে। বিক্ষোভকারীরা সাবেক মন্ত্রী এবং প্রাক্তন প্রাদেশিক গভর্নর মোহাম্মদ আল-সুদানির প্রার্থীতার বিরোধিতা করে, যিনি প্রধানমন্ত্রীর জন্য ইরান-পন্থী সমন্বয় ফ্রেমওয়ার্কের পছন্দ।

গত মাসে ইরাক রাজনৈতিক সঙ্কটের গভীরে নিমজ্জিত হয়েছিল যখন সদরের ব্লকের ৭৩ জন আইনপ্রণেতা একটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালায়। জুনের শেষের দিকে ৬৪ জন নতুন ইরাকি আইনপ্রণেতারা শপথ নিয়েছেন, যা ইরানপন্থী ব্লককে পার্লামেন্টে বৃহত্তম করেছে। সদর প্রাথমিকভাবে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার ধারণাকে সমর্থন করেছিল যা তার শিয়া প্রতিপক্ষকে সমন্বয় কাঠামো থেকে বিরোধিতায় পাঠাত। প্রাক্তন মিলিশিয়া নেতা তখন তার আইন প্রণেতাদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করে অনেককে অবাক করে দিয়েছিলেন, এটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্রুত সরকার গঠনের জন্য চাপ দেওয়ার জন্য একটি পদক্ষেপ হিসাবে দেখা যায়।

এই মাসের শুরুর দিকে, সরকার গঠনের স্থগিত আলোচনাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য, সদরের অনুগত কয়েক হাজার মুসলিম উপাসক বাগদাদে একটি জুম্মার প্রার্থনার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। প্রচণ্ড উত্তাপ থাকা সত্ত্বেও এবং শিয়া ধর্মগুরুর ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও বিপুল ভোটার উপস্থিতি – একজন রাজনৈতিক হেভিওয়েট হিসাবে তার মর্যাদার ইঙ্গিত। ইরাকপন্থী বিদ্রোহীরা নাকি ইরানপন্থী নির্বাচিতরা, কারা সরকার গঠন করবে, কারা হবে ইরাকের পরিচালক তাই নিয়ে যে টানাপোড়েন চলছে তারই ফলশ্রুতি এই রাজনৈতিক সঙ্কট। এ থেকে মুক্তি পেতে যে পদক্ষেপ করা দরকার তা অবিলম্বে নিতে না পারলে ফের অন্য এক কূটনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

পাঠকের কলমে

ছোট ঘটনা

ছোট ঘটনা নামক ছোট্ট দুটি শব্দের বহুল ব্যবহারে জগতকে চমকে যিনি দিয়েছিলেন তিনি আর কেউ নন জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নাম মমতা বন্দোপাধ্যায়। এই কথার মাধ্যমে উনি স্পষ্টই বোঝাতে চেয়েছেন ২-৪টি চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি খুবই সামান্য ব্যাপার। এ জিনি না থাকলে নেতা হবার সার্থকতা অর্জন করা যায় না, দেশের সার্বিক ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়েই তো রাজনীতির ব্যবসার মূলধন। তাই তিনি চান বড় ঘটনা ঘটুক পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টায় বড় ধরনের ঘটনা দেখে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন। তাই তিনি এখন আর কোনও ঘটনাকে ছোট ঘটনা বলে মনে করেন না। সব দলের সব নেতারাই চান দেশের ক্ষতি। তবে কেউ সত্যি কথাটা মুখে না বলে কাজে দেখান। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। তিনি কথায় ও কাজে করে দেখাচ্ছেন রাজনীতির ব্যবসার গতিবিধি। এই সাহসিকতার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা উচিত।

বাসবী নন্দী, দমদম

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

হাঁস চাষে বাজিমাত বধূদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাঁস পালন করে স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন গ্রামের বধূরা। শুধু স্বনির্ভর নয়,রীতিমতো বাজিমাত করে দিচ্ছেন। ক্যানিং ১ ব্লকের দুমকী পূর্বপাড়া, ডাবু, জয়রামখালি, বেলেখালি, নলিয়াখালি, গোপালপুর, নিকারীঘাটা সহ বিভিন্ন গ্রামে পালিত হচ্ছে উন্নত প্রজাতির পেরী হাঁস।

দুমকী পূর্বপাড়ার গৃহবধূ স্নিগ্ধা ওরফে মাম্পী সরদার জানিয়েছেন,সংসারের তাগিদে বাড়ির পুরুষরা ভিনরাজ্যে কাজে যেতেন। করোনা আর লকডাউনের জোড়া ফলায় সেই সমস্ত কাজ ছেড়ে বাড়িতে বসে থাকতে হয় তাদের। সংসারের হাল সামলাতে উত্তর ২৪ পরগনার মালঞ্চ থেকে এই পেরী হাঁসের বাচ্চা কিনে এনে হাঁস পালন শুরু করি। প্রথম ৬ মাস খুব কষ্ট হয়েছিল। তারপর হাঁস ডিম দেওয়ায় অর্থনৈতিক সমস্যা মিটতে শুরু করে। এখন আমরা গৃহবধূরা হাঁস পালন করে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে পারায় পাড়ার অন্যান্যরাও এই হাঁস পালনে এগিয়ে আসছে।

জানা গিয়েছে, মূলত এই পেরী হাঁস ৬-৭ মাস বয়স থেকে ডিম দিতে শুরু করে। পূর্ণ বয়স্ক একটি হাঁসের ওজন সর্বোচ্চ প্রায় ৬ কেজি হয়ে থাকে। বছরে প্রায় ৩০০ দিন ডিম দেয়। আবার এই হাঁসের মাংস ও সুস্বাদু। বাজারে চড়াদামে বিক্রি হয়। ফলে বর্তমানে এই পেরী হাঁস পালন করে দিশা দেখাচ্ছেন গ্রাম বাংলার গৃহবধূরা।

বেহাল শিশুউদ্যানে অসামাজিক কার্যকলাপ

বনমহোৎসব পালনের মধ্যেই লজ্জাজনক ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিস্তর আড়ম্বরের সঙ্গে বনমহোৎসব পালনের মধ্যেই পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরের এক লজ্জাজনক ছবি প্রকাশ্যে এসে পড়ল। দেড় শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী কাটোয়া পুরশহরের বুকে বনদপ্তরের তৈরি একটি সুবিশাল শিশুউদ্যান(পার্ক)দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকায় সেটি কার্যত ব্যবহারের অনুপযোগী। বর্তমানে সেখানে অসামাজিক কাজের ঠেকে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ। একদা চোখজুড়ানো সর্বাঙ্গসুন্দর পার্কটির এহেন উদ্ভূত পরিস্থিতি দেখেশুনে এবং প্রশাসনের নির্বিকার ভূমিকায় এলাকার সুশীলসমাজ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তারা অবিলম্বে পার্কটির প্রয়োজনীয় সংস্কার সহ শিশুউদ্যানে অসামাজিকদের দৌরাত্ম্য দমনে প্রশাসনের যথাযথ পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে। এপ্রসঙ্গে সোমবার বিকেলে টেলিফোনে জেলা বনদপ্তরের আধিকারিক(ডিএফও)নিশা গোস্বামী এবং কাটোয়ার পুরচেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা বেহাল শিশুউদ্যানটির যাবতীয়

বিষয়গুলি আলিপুর বার্তার কাছ থেকে গুরুত্ব সহকারে শুনেছেন।১৬ জুলাই থেকে বনমহোৎসব-২০২২ পালন উপলক্ষ্যে কাটোয়া শহরে জমজমাট অনুষ্ঠান সহ পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এবং সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি, ডিএফও নিশা গোস্বামী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া এবং সহ সভাধিপতি দেবু টুডু, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের একাধিক জনপ্রতিনিধিগণ।

এই জমজমাট সরকারি কর্মকাণ্ড থেকে এলাকার সর্বত্র পর্যাপ্ত সংখ্যায় গাছ লাগানো এবং গাছের প্রাণ বাঁচানোর বার্তা প্রচার করা হয়। যদিও প্রতিবারই এইসময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারি খরচে বিস্তর ঢাকঢোল পিটিয়ে এমনই সব গালভরা বার্তা জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করার কোনওরকম খামতি দেখা যায় না। কিন্তু, তারপরে ক্রমাগত ব্যর্থতার দৃশ্যগুলি সুশীলসমাজের চোখে যথেষ্টই পীড়াদায়ক।একাধিক উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় যেসব গাছ লাগানো হয়েছিল তার বেশিরভাগই হয়তো অযত্নে মারা গিয়েছে নয়তো বেড়ে উঠতে পারেনি।

নেট-নাগরিক সহ সাধারণ মানুষের অনেকেরই দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই উৎসবের আড়ম্বরের আতিশয্যে যে পরিমাণ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছিল এবং তা যদি যথাযথভাবে পরিচর্যা করা হত তাহলে সর্বত্র কার্যত বনাঞ্চলে পরিণত হত। তাঁদের অনেকেরই অভিযোগ, বনদপ্তর সহ কিছু মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের কারণেই একদা সবুজ পরিবেশ বর্তমানে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়।একই কারণেই কাটোয়া শহরের ১৭ নং ওয়ার্ডের কাঠগোলা পাড়া এলাকায় বনদপ্তরের অধীনে তৈরি সুবিশাল শিশুউদ্যানটিও বিপন্ন পরিস্থিতির শিকার।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে ১৯৮১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কাটোয়া শহরের কোলঘেঁষে যাওয়া ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী কাঠগোলা পাড়ায় নির্মল পরিবেশে সাজানো-গোছানো একটি সুবিশাল শিশুউদ্যান তৈরি করা হয়েছিল বনদপ্তরের তত্ত্বাবধানে।

সেই পার্কের দ্বারোদঘাটন করেছিলেন তৎকালীন বন ও পর্যটন মন্ত্রী পরিমল মিত্র। বিকেল হতেই এলাকার শিশুদের দৌড়ঝাঁপ আর কলতানে এই সুন্দর পার্কটি মুখরিত হয়ে উঠত। পার্কটিকে সর্বদা সর্বাঙ্গসুন্দর রাখার জন্য বনদপ্তর বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছিল।এজন্য একাধিক কর্মীও ছিল। তারপর একটু একটু করে গাফিলতি শুরু হয়ে গেল। ফলে যথাযথ দেখভাল এবং সংস্কারের অভাবে একটু একটু করে পার্কের পাঁচিল ভেঙে পড়ে। বেশকিছু জায়গা ঝোপঝারে ঢেকে যায় এবং পার্ক সংলগ্ন জায়গার একাংশ দখল হতে থাকে। গাছপালা নষ্ট হয়ে যায়। শিশুদের দোলনা, স্লিপ সহ বসার জায়গাগুলি ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। সন্ধে নামতেই বেহাল এই পার্কেই অসামাজিক মানুষজনদের আড্ডা বসে বলে অভিযোগ।এই অসামাজিক মানুষজন পার্কে বসেই মদ্যপান সহ বিভিন্ন নেশায় বুঁদ হয়। যা কিনা এলাকার সুন্দর পরিবেশকে প্রতিনিয়ত কলুষিত করে তুলছে। কাটোয়ার পুরচেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা বলেন, পার্কটি বনদপ্তরের অধীনে রয়েছে।কাটোয়া পুরসভার তরফে সেটির সংস্কারকাজ করার জন্য আমরা বনদপ্তরের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছি।দায়িত্ব পেলেই আমরা সংস্কার কাজ শুরু করতে পারি।পূর্ব বর্ধমানের ডিএফও নিশা গোস্বামী বলেন, এবিষয়ে যথাযথ খোঁজ নেওয়ার পরই আমি বিস্তারিত জানাতে পারব।

চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি টালিগঞ্জ মানব কল্যাণ সংগঠনের উদ্যোগে বাঁশদ্রোনী ব্যাঙ্ক গার্ডেন ক্লাবে স্থানীয় দুঃস্থদের বিনামূল্যে এক চক্ষু শিবির এবং দাঁতের রোগের চিকিৎসা অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা করানো হয়। এই সংগঠনের প্রধান কর্ণধার সমাজসেবী রাজু সরকার। তিনি বলেন, সারা বছর ধরেই

আমরা বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম নিশর্তভাবে করে চলেছি। স্থানীয় বাসিন্দারা এ বিষয়ে বলেন, যেভাবে রাজুবাবু বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা সত্যিই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। এই কার্যকলাপকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতেই হয়। অন্যদিকে চক্ষু পরীক্ষার জন্য শংকর নেত্রালয় থেকে ডাক্তাররা আসেন। প্রায় ৫০ জন পুরুষ ও মহিলা চিকিৎসা করান। পাশাপাশি রাজু সরকার আদ্যোপান্ত গাছ প্রেমী মানুষ হিসাবে পরিচিত। নিজেদের এলাকায় এবং শহরে নির্বিচারে গাছ কেটে সবুজ নিধন চলছে। সেখানে গাছের চারা বসানোর উদ্যোগ নিয়ে রাজু সবুজায়নের পথ সুগম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যাতে সবুজের সমারোহ রূপ নেয় শহর কলকাতা। এছাড়া প্লাস্টিক বর্জন করার জন্য পরিবেশবান্ধব ব্যাগ বিভিন্ন বাজারে মানুষকে সচেতন করার জন্য দেওয়া হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন ১১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা গোপাল রায়, ব্যাঙ্ক গার্ডেনের প্রেসিডেন্ট মৃদুলা নাগর, জেলার সম্পাদক সঞ্জয় কর্মকার, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক রোহিত সরকার সহ অন্যান্যরা।

বাজারের চায়ের দোকানে বসে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করতে দেখা গেল খোদ বিধায়ককে। ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং শহর। কেউ এসেছিলেন চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্যের আবেদন নিয়ে,কেউ বা পারিবারিক সমস্যা,আবার কেউ স্কুলে পড়াশোনার খরচ জোগাতে না পারায় সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। প্রায় ঘন্টা দুয়েক সময় চায়ের দোকানে বসে একের পর এক সমস্যার সমাধান করলেন খোদ বিধায়ক নিজেই। বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষ আমাদের কে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। আমরা তাঁদের ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছি। ফলে তাঁদের কাছে গিয়ে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছি। ফলে একদিকে যেমন জনসংযোগ বাড়বে ,আবার অপরদিকে সাধারণ মানুষ তাঁর পরিষেবা হাতের নাগালে পেয়ে উপকৃত হবেন।'

পার্থর ভোটাররা কি বলছেন

প্রথম পাতার পর

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পর্ণশ্রীর আর এক ভোটার সরাসরি দাবি জানালেন পার্থ চ্যাটার্জী দুর্নীতির চূড়ায় বসে আছেন অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত তাকে পদচ্যুত করা। সকালে ওই তৃণমূল কর্মী বলার পরই বিকেল বেলা জানা গেল পার্থবাবু তৃণমূলের আর কেউ নন। সারদা-নারদা ঝড় সামলে বেহালা পশ্চিম ৫০ হাজারেরও বেশি ভোটে নিকটতম বিজেপি প্রার্থী অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জীকে পার্থবাবু হারিয়েছিলেন। বেহালাবাসীর কাছে পরিহাস পূর্ব-পশ্চিম দুটি বিধানসভার দুই বিধায়কই তাদের ভাবমূর্তি খুইয়ে বসে আছেন। আর পার্থবাবু ৫০ কোটির ধাক্কায় আর ফিরে আসতে পারবেন না বলেই একদা তারই ভোটাররা মনে করেন।

নাম পরিবর্তন

আলিপুর ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ২৫.০৭.২০২২ তারিখের এভিডেভিড বলে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার আধার কার্ড নম্বর 512615980908-এ উল্লিখিত SK JAMIR HOSEN হলো আমার প্রকৃত নাম। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর WB20 20020193964-এ উল্লিখিত SK JAMIR-এর পরিবর্তে SK JAMIR HOSEN হবে। SK JAMIR ও SK JAMIR HOSEN এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

SK JAMIR HOSEN

92/2A M H KHAN ROAD, PO & PS : BUDGE BUDGE, South 24 Pgs.

বাঘ রক্ষার সংকল্প নিয়ে পথে গ্রামের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় নয়, আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস পালিত হল একেবারে সুন্দরবনেই। সুন্দরবনেই বিশ্ববিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের বাস। সেই বাঘকে বিরক্ত না করা, বাঘ রক্ষার সংকল্প নিয়ে পথে নামলেন সুন্দরবনের সজনেখালি, সুধন্যখালি জঙ্গল সংলগ্ন পাখিরালা ও সোনাগাঁ গ্রামের মানুষ। সুন্দরবনের সৃষ্টিলগ্ন থেকে এই সব গ্রামের মৎস্যজীবী, মৌলেরা পেটের দায়ে জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া ধরতে যান, মধু সংগ্রহ করতে যান। বাঘের দেশে প্রবেশের ফলে বাঘের আক্রমণে বহু মানুষ প্রাণ হারান। বাঘের সাথে লড়াই করে অনেকে ফিরে আসেন, কিন্তু চিকিৎসা করাতে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। অসুস্থ শরীর নিয়ে শুধু বেঁচে থাকা। আমফান, ইয়াস ও লক ডাউনে জঙ্গল অধ্যুষিত নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষ

অভাবে জঙ্গলে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে বাঘের হানায় মৃত্যু সংখ্যা কমাতে দীর্ঘদিন সুন্দরবনের বনাঞ্চল এলাকায় কাজ করে চলেছেন। আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস পালিত হল পাখিরালাতে। জঙ্গলে যাচ্ছেন এমন বহু মৎস্যজীবী, মৌলে, বাঘের হানায় আক্রান্ত মানুষ ও বাঘ বিধবা মায়েরা এবং ওই এলাকার ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। তিনি এদিন বলেন, নিরাপদ দূরত্বে মাছ, কাঁকড়া ধরতে হবে বাঘকে কোনওভাবেই বিরক্ত করা যাবে না। এতে মৃত্যু সংখ্যা কমবে। এইভাবে সচেতনতার মাধ্যমে ঝড়খালি, মথুরাখণ্ড এলাকাতে বাঘের হানায় কয়েকবছরের মধ্যে মৃত্যু হয়নি। তিনি আরও বলেন, বাঘ সহ সকল বন্যপ্রাণকে রক্ষা করার একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে মৎস্যজীবী মৌলদের সচেতন করা কারণ বাঘের হানায় মৃত্যুর থেকে মূল্যবান জীবন ফিরিয়ে আনেন। আজ এই বাঘ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে এলাকার ছাত্রছাত্রীরা 'বাঘ ও বাদাবন' এই বিষয়ের ওপর অঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত করা হয়, শিক্ষা সামগ্রী দেওয়া হয় এবং জঙ্গলের মশা ও কালাচ সাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য মৎস্যজীবী, মৌলে ও বাঘ-বিধবা মায়েদের হাতে মশারী তুলে দেওয়া হয়। সুন্দরবনের মানুষকে নিয়ে সুন্দরবনেই এই আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস অনুষ্ঠান এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন মৎস্যজীবী গণেশ গায়েন, জয়ন্ত মণ্ডল, মুকুন্দ মণ্ডল, কৃষ্ণপদ মণ্ডল। মৌলে গোপাল মণ্ডল, গোবিন্দ মণ্ডল, গোবিন্দ গায়েন। আক্রান্ত মৎস্যজীবী, মৌলে ভীষ্ম বাড়ুই, গোপাল মণ্ডল, বিষ্ণুপদ মণ্ডল। বাঘ-বিধবা মা সীতা রাণী বিশ্বাস, বিমলা বিশ্বাস, চঞ্চলা মণ্ডল, কৌশল্যা বর্মন, অঞ্জলি মণ্ডল। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবপ্রসাদ সরকার, জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ মৃধা।

উদ্ধার চোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি বর্ধমানের একটি হোটেলে এবং হাওড়া জেলায় বিষমদ খেয়ে মৃত্যুর পর চোলাই মদ উদ্ধারে বিশেষ অভিযান চালালো বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর থানার পুলিশ। টানা ছ'দিন ধরে অভিযানে সাফল্য পেল রাজনগর থানা। উদ্ধার করা হয়েছে চোলাই মদ এবং নষ্ট করা হয়েছে চোলাই মদ তৈরির উপকরণ। এই ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে রাজনগর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে। ষাট থেকে সত্তর লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রয়াত এক টাকার ডাক্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : পদ্মশ্রী প্রাপ্ত ডাঃ সুশোভন ব্যানার্জীর অন্তিম যাত্রায় বোলপুর শিক্ষানিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীরা শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করেন বুধবার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকাল এগারোটা পঁচিশ মিনিট নাগাদ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন এক টাকার ডাক্তার বোলপুরের সুশোভন বন্দোপাধ্যায়। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বাগানবাড়িতে চুরি, বিক্ষোভ, উত্তেজনা

প্রিয় মুখার্জী : বারুইপুরের বেগমপুরের বাড়িতে বুধবার রাতে বাগানবাড়িতে চুরিকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, রাত ১টা নাগাদ কালো পোশাকে চারজনের দুষ্কৃতীর দল ঢুকেছিল। তাদের হাতে বস্তা ছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল চার চাকার গাড়ি। স্থানীয় বাসিন্দাকে ভয় দেখিয়ে হুমকি দেওয়া হয়। বাড়ির একটা গেটে ফলকে একদিকে সোহিণী নাম জ্বলজ্বল করছে। অন্য ফলকে নাম রয়েছে বিশ্রাম। বাগানে ঢোকার বড় গেটে দু'টি তালা অক্ষত থাকলেও ভিতরে ঘরে ঢোকার গেটে তালা খোলা থাকায় সন্দেহ দানা বেঁধেছে। বাগানের মধ্যে পড়ে ছিল রান্নার কড়া। আর বাগানের পাশেই

ধানজমিতে গ্যাস সিলিণ্ডারের ছোট ওভেন পড়ে ছিল। বারুইপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে যায়। বাগানে পড়ে থাকা ছোট গ্যাস সিলিন্ডার ওভেন পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। এদিকে, এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার লোকজন জড় হয়ে যায়। দুপুরে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে সিপিএমের স্থানীয় কয়েকজন নেতা বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের বক্তব্য, এটা চুরির ঘটনা নয়। কাগজপত্র তথ্য সহ টাকা সরানো হয়েছে। এর মধ্যে শাসকদলের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, যুব তৃণমূল নেতা সদলবলে এসে সিপিএমের বিক্ষোভ বন্ধ করার জন্য তাঁদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে হুমকি দেন। তাঁদের দাবি, এলাকাকে অশান্ত করা যাবে না বিক্ষোভ দেখিয়ে। স্থানীয় বাসিন্দা জাহান আলি মোল্লা বলেন, রাত একটায় গেট ভাঙার আওয়াজ পেয়ে ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে এসে দেখি তিনজন লোক কালো পোশাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় গাড়ি দাঁড়ানো ছিল। আমাকে ভয় দেখিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওরা পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকেছিল। ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে আছি। তবে বাড়িতে কী চুরি হল তা নিয়ে বাসিন্দাদের মনেও প্রশ্ন উঠেছে। অনেকেই বলেন, এই এলাকায় চুরির ঘটনা আগে ঘটেনি। চুরি নয়, কাগজপত্র সহ অন্যান্য জিনিস বস্তা করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহম্মদবাজার ব্লকের বৈদ্যনাথপুর প্রান্তিক হাইস্কুলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে এক সচেতনতা শিবির জবালা SAG- কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হলো বুধবার। প্রায় একশো পঞ্চান্নজন কিশোরী উপস্থিত ছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল-ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জাতীয় পতাকার রং-র পুষ্টিকর খাবার নিয়ে আলোচনা, শিশু কাকে বলে? শিশুর অধিকার কয়টি ও কী কী? বাল্য বিবাহের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। নারী ও শিশু পাচার নিয়ে আলোচনা করেন সিউড়ি মহিলা থানার আইসি মিতা চক্রবর্তী। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অঞ্জনকুমার ঘোষ, জাবালার পক্ষ থেকে হৃদয়কুমার সিংহ, সিউড়ি মহিলা থানার আইসি মিতা চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাঁইথিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের মহম্মদবাজার মন্ডলের ভুতুড়া ও মহম্মদবাজার গ্রামপঞ্চায়েতের দেড়শোজন তৃণমূলকর্মী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলো বুধবার সন্ধ্যায় । নবাগতদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা সর্বভারতীয় সহ সভাপতি তথা দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অনুপ সাহা।

কানন হতশ্রী

প্রথম পাতার পর

সেই ঘাট আজ অপরিষ্কার ও বিপজ্জনক কাদায় ভরে আছে। পুকুরের পাশ দিয়ে বাঁধান রাস্তা এখন অসমান ঢেউ খেলানো হয়ে উঠেছে। ভেঙে পড়েছে পার্কের সামনের দিকের লোহার সীমানা। বেড়া দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। পুকুরের ধার বরাবর সীমানা কোথাও বিপজ্জনক ভাবে বসে গিয়েছে। আমফানের পর থেকেই পার্কে বহু আলো সন্ধ্যার পর আর জ্বলে ওঠে না। রঙিন ফোয়ারাও আর রঙ ছড়ায় না। ফোয়ারাগুলি অকেজো দীর্ঘদিন ধরে। যে খুদে এবং বড় সাঁতারুদের দেখা মিলত আজ তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় কয়েকজনের। এমন কী যে প্রান্তর পথে আকুপ্রেসার এর ভাবনায় লোক হাঁটত সেখানেও সারমেয়দের দাপাদাপি আর পটির ছড়াছড়ি। জনান্তিকে কেউ কেউ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সঙ্গে বিধায়ক, অন্য কাউন্সিলরের ক্ষমতার ভারসাম্যের নেপথ্য কারণ বলে মনে করলেও বাস্তবে পাড়ার ছেলে 'কানন'এর অনুপস্থিতিতে ক্রমশ পর্ণশ্রীর বিবেকানন্দ কানন তার অতীত জৌলুস হারিয়ে ফেলছে দিনের পর দিন।

পার্থ ছাঁটাই,তবু স্বস্তি নেই

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও অর্পিতা, মানিক ভট্টাচার্য, সুকান্ত আচার্য, যাঁরা ইডির মুখোমুখি হচ্ছেন বা আগামী দিনে যাঁরা হবেন তারা আর কোন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে সেটাই এখন শাসক দলের অন্দরে চর্চার বিষয়। শোনা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী আগস্ট মাসের প্রথমেই দিল্লি যাচ্ছেন। ৭ আগস্ট সারা দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী বৈঠক করবেন। কিন্তু সূত্রের খবর ৪ আগস্টই মমতা ব্যানার্জী দিল্লি পৌঁছে যাবেন। এত আগাম কেন তিনি দিল্লি যাচ্ছেন- সে নিয়েও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক গুঞ্জন।

তবে একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মহাসচিব যে মহাঅগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছেন, তা সহজে নিভছে না। ধিকিধিকি জ্বলতে থাকবেই এই আগুন আর নতুন নতুন তথ্য ভাণ্ডার যখনই আহুতি হয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ হবে তখন দাউ দাউ জ্বলে উঠবে যজ্ঞস্থল, আর সেই আগুনে দগ্ধ হবে শাসক তৃণমূলদল ও সরকার। তবে শাসক দলও সরকার অগ্নিবানে ভস্মীভূত হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে, কারণ এতো বড় ইস্যুকে সারা রাজ্যে এখনও পর্যন্ত কাজে লাগাতে ব্যর্থ সমগ্র বিরোধী শিবির। আগামী দিনে কি হবে সেটা ভবিষ্যৎ বলবে।

শিক্ষকহীন উর্দু স্কুল

প্রথম পাতার পর

বর্তমানে এই স্কুলটিতে একমাত্র স্টাফ একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী মুস্তাক আহমেদ। তিনি নিয়মিত স্কুলের গেট খোলেন, ঘন্টা দেন এবং স্কুল শুরু করেন। আবার মিড ডে মিলও দেন তিনিই। ছাত্রীদের পড়ানোর কোনও শিক্ষক বা শিক্ষিকা না থাকলেও বছর বছর পরীক্ষা হয়। প্রশ্নপত্র করে পাঠান বিদ্যালয়ের জন্য নিযুক্ত প্রশাসক। তিনিই পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র করে দেন। ছাত্রীরা পরীক্ষাও দেয়। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী মুস্তাক আহমেদই খাতা দেখে খুশি মতো নম্বর বসিয়ে দেন। এরপর এই স্কুলের ছাত্রীরা গোরহাট অ্যাঙ্গাসে উচ্চ মাধ্যমিক আরব সোসাইটি স্কুলে ভর্তি হতে যায়। সেখানে নবম শ্রেণিতে রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হয়।

চাঁপদানির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর জাকির হোসেন এ ব্যাপারে বহুবার জেলা পরিদর্শককে বিষয় জানিয়েছেন। চাঁপদানির তৃণমূল বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন লিখিতভাবে জেলাশাসক, মহকুমা শাসক সহ শিক্ষা বিভাগে স্কুলটির পরিণতির কথা জানিয়েছেন। কিন্তু সুরাহা হয়নি। যদিও ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে স্থানীয় নিজাম আহমেদ মাঝে মধ্যে মেয়েগুলোকে পড়ান। কিন্তু এইভাবে একটি সরকারি স্কুল চলতে পারে না। গাফিলতি কার তাও স্পষ্ট করে জানা যাচ্ছে না। চাঁপদানি এলাকায় ওই একমাত্র উর্দু মাধ্যম স্কুলের ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ কোন পথে তা স্পষ্ট নয়।

চালু হচ্ছে সিউড়ি শিয়ালদহ ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আগামী ৩১ জুলাই থেকে চালু হচ্ছে সিউড়ি শিয়ালদহ নতুন ট্রেন। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে প্রতিদিন ভোর ৫:২০ নাগাদ সিউড়ি ছেড়ে অন্ডাল, বর্ধমান, ব্যান্ডেল, নৈহাটি হয়ে ওই ট্রেন শিয়ালদহ পৌঁছাবে সকাল ৯:৫৭। তেমনি শিয়ালদহ বিকাল ৫:২৫ ছেড়ে সিউড়ি ঢুকবে রাত ১০:১৫। গত ৩০ মে সাংবাদিক সম্মেলন করে নতুন ট্রেন চালুর করার বিষয়ে রেলমন্ত্রীর কাছে আবেদন করার কথা জানিয়েছিলেন বিজেপি রাজ্য সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সিউড়ি কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হয়ে হেরে গিয়েছিলেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৮২ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী প্রয়াত গনি

খান চৌধুরী রামপুরহাট – হাওড়া (ভায়া –সিউড়ি) ময়ূরাক্ষী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার এবং ২০০৭ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব সিউড়ি –হাওড়া হুল এক্সপ্রেস চালু করেছিলেন। দীর্ঘ কয়েক বছর পর নতুন ট্রেন চালুর খবরে স্বভাবতই খুশির হাওয়া সিউড়ি শহরে।

মহানগরে

বেহালায় ট্রাম বিদায়ে মেট্রো এলো পথে

বরুণ মণ্ডল : ২০১১ – এর মে-তে বেহালা – জোকার ট্রামের বিদায়ের দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর পর বেহালায় মেট্রো রেলের আহবান ঘটলো। ২০১০-এর ২৩ সেপ্টেম্বর

জোকা – বিবাদী বাগ মেট্রোরেলের শিলান্যাস। আর অক্টোবরে পাঠকপাড়া থেকে ১৪ নম্বর বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত মেট্রোরেলের স্তম্ভ গড়ার সূচনা। সেই মেট্রোর জোকা থেকে তারাতলা (অজন্তা সিনেমা) সাড়ে ছ'কিলোমিটার পিলার পথে মেট্রোরেল চলবে এই আগস্টে। স্টেশন : জোকা (ডায়মন্ড পার্ক) – ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ – শখেরবাজার (শীলপাড়া স্টেট গ্যারেজ) – বেহালা চৌরাস্তা – বেহালা ট্রাম ডিপো – অজন্তা সিনেমা (তারাতলা)। আপাতত এই পর্যন্ত। জোকা – তারাতলার মধ্যে আগস্ট মাস থেকেই ট্রায়াল রান শুরু হয়ে যাচ্ছে। উত্তর-দক্ষিণে চলা বাতিল নন – এসি রেক দিয়ে এখানকার লাইন পরীক্ষা হবে। আধুনিক এসি মেট্রো দিয়েই এই ট্রায়াল হবে। কারণ এই লাইনে মান্ধাতার আমলের নন – এসি রেক চলবে না বলে জানাচ্ছেন মেট্রোরেল কর্তারা।

প্রাক্তন মন্ত্রীর সম্পত্তির খোঁজে কেন্দ্রীয় পুরভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের দীর্ঘ ২২ বছরের বিধায়ক রাজ্যের প্রবীণতম মন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নামে-বেনামে কলকাতা পুর এলাকায় কোথায় কোথায় সম্পত্তি রয়েছে? কোথায় কতটা সম্পত্তি রয়েছে? সে সম্পত্তি থেকে কলকাতা পুরসভা নিয়মিত কী সম্পত্তি কর পাচ্ছে? এরকম একাধিক তথ্য খতিয়ে দেখছে কলকাতা পুরসভা। এছাড়াও কলকাতা পুর এলাকাস্থিত পুর সম্পত্তি কর দফতরের অনথিভূক্ত কোথায় কত সম্পত্তি রয়েছে, সেগুলির তালিকাও তৈরি করা হচ্ছে। প্রাক্তন মন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট দ্বারা গ্রেফতার হওয়ার পর নির্দিষ্ট কিছু কারণে তার রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস তাঁর পাশ থেকে সরে দাঁড়ানোতেই রাজ্যবাসীর মন থেকে

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি ভয়ভীতি দূর হওয়ায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সমস্ত গোপন তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছে রাজ্যবাসী। গ্রেফতারের পরই রাজ্য জুড়ে একাধিক সম্পত্তির খোঁজ মিলছে, যেগুলি প্রাক্তন মন্ত্রীর বলে দাবি করা হচ্ছে। কলকাতা পুর এলাকার মধ্যে এরকম একাধিক ঠিকানা সংবাদ মাধ্যমে উঠে এসেছে, যার আসল মালিক নাকি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। যদিও পুর তথ্যে ওই সব সম্পত্তির মালিকানায় তাঁর নামের কোনও উল্লেখ নেই। স্কুল সার্ভিস কমিশন মামলার তদন্তে প্রাক্তন মন্ত্রীর নামে ও অনামে থাকা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির খোঁজ চালাচ্ছে ইডি। কলকাতা পুর এলাকায় প্রাক্তন মন্ত্রীর কোথায় কতটা সম্পত্তি রয়েছে সে খোঁজেও ইডি কেন্দ্রীয় পুরভবনে আসতে পারে এমনটাই মনে করছে পুরকর্তৃপক্ষ। সেজন্যই কলকাতা পুর এলাকায় প্রাক্তন মন্ত্রীর নামে-বেনামে থাকা সম্পত্তি আছে কী না তা চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রস্তুত করার বিষয়ে পুর সম্পত্তি কর দফতরকে পুর মহাধ্যক্ষ বিনোদ কুমার নির্দেশ দিয়েছেন বলে খবর।

এদিকে পুর সম্পত্তি কর দফতর সূত্রে খবর, দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার ৯/৪এ, খানপুর রোড, কলকাতা – ৪৭ এই ঠিকানায় থাকা বাসভবন ছাড়াও প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নামে আর কোথায় কোনও সম্পত্তি রয়েছে কী না তা চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। বেনামে তাঁর কোনও সম্পত্তি রয়েছে কী না তা দেখা হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমে নিয়মিত যে সব ঠিকানা যেমন – পূর্ব কলকাতার ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত কসবা এলাকার ৯৫, রাজডাঙা মেন রোড বা ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের মাদুরদহস্থিত ৬৮৩ নম্বর তেতলা বসতবাড়ির কথা বলা হচ্ছে, সেগুলির কবে মিউটেশন হয়েছে। তারপর সম্পত্তি কর বকেয়া রয়েছে কী না, তা অ্যাসেসি নম্বর ধরে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

লেন্স বার্তা

মধ্য কলকাতার বেহাল কার্জন পার্কে (সুরেন্দ্রনাথ পার্ক) সুসজ্জিত পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ছবি : বরুণ মণ্ডল

প্রতীকি পার্থ বাবুকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ধর্না মঞ্চে।

শুয়োরের সাথে সেলফি তুলতে ব্যস্ত বিদেশি।

মেট্রোতে ঘুমিয়ে পড়েছেন যাত্রী, কিন্তু গেম অন। ছবি : অভিজিৎ কর

পানীয় জলের সরবরাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমানে যে পাঁচটি জল শোধনাগারের মাধ্যমে বৃহত্তর কলকাতা মহানগরীর জন্য পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদন করা হয়, সেগুলি হল – ইন্দিরা গান্ধি জল শোধনাগার (পলতা, ব্যারাকপুর), গার্ডেনরিচ ওয়াটার ওয়ার্কস, জয় হিন্দ জলপ্রকল্প (ধাপা), জোড়াবাগান জল শোধনাগার ও ওয়াটগঞ্জ জল শোধনাগার। এই সকল জল শোধনাগারের মাধ্যমে প্রাপ্ত পরিস্রুত পানীয় জল ৬৫ টি মধ্যবর্তী বুস্টার পাম্পিং স্টেশন এবং ২৩ টি উচ্চমাপের জলাধারের মাধ্যমে সমগ্র কলকাতা শহরে জল সরবরাহ করা হয়। টালা – পলতা জোন (উত্তর এবং মধ্য কলকাতা) – ১) টালা পাম্পিং স্টেশন(১ নম্বর বরোর ৫ নম্বর ওয়ার্ড) জলধারণ ক্ষমতা – ভূগর্ভস্থ ৩,৫০,০০০ লক্ষ গ্যালন এবং ওভারহেড ৯০০০ লক্ষ গ্যালন। ২) মহম্মদ আলি পার্ক(৫ নম্বর বরোর ৪৫ নম্বর ওয়ার্ড) জলধারণ ক্ষমতা – ভূগর্ভস্থ ৪০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৩) রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (৬ নম্বর বরোর ৫১ নম্বর ওয়ার্ড) জলধারণ ক্ষমতা – ভূগর্ভস্থ ৬০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৪) অকল্যান্ড স্কোয়ার জলধারণ ক্ষমতা(৭ নম্বর বরোর ৬৩ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৬৫,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৫) বাগমারী জলধারণ ক্ষমতা (৩ নম্বর বরোর ১৪ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ – ৬০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৬) নিউ পার্ক জলধারণ ক্ষমতা(৭ নম্বর বরোর ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৩০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৭) পার্ক সার্কাস জলধারণ ক্ষমতা(৭ নম্বর বরোর ৬৪ নম্বর) – ভূগর্ভস্থ ৪০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৮) কসবা জলধারণ ক্ষমতা (৭ নম্বর বরোর) – ভূগর্ভস্থ ৩,৫০০ মিলিয়ন গ্যালন। ৯) কনভেন্ট পার্ক জলধারণ ক্ষমতা (৬ নম্বর বরোর ৫৫ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৩০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ১০) চাউলপট্টি জলধারণ ক্ষমতা (৩ নম্বর বরোর ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ২০,০০০ লক্ষ গ্যালন।

জোড়াবাগান ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (৪ নম্বর বরোর ২২ নম্বর ওয়ার্ড) জলধারণ ক্ষমতা – ভূগর্ভস্থ ৩৫,০০০ লক্ষ গ্যালন।

জয় হিন্দ প্রকল্প জোন(ইস্টার্ন কলকাতা) – ১) ধাপা জলধারণ ক্ষমতা (৭ নম্বর বরোর ৫৮ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ২০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ২) জিজে খান জলধারণ ক্ষমতা(৭ নম্বর বরোর ৬৬ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ২০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৩) আনন্দপুর জলধারণ ক্ষমতা (১২ নম্বর বরোর ১০৮ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৫,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৪) মুকুন্দপুর জলধারণ ক্ষমতা (১২ নম্বর বরোর ১০৯ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৫,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৫) পাটুলি জলধারণ ক্ষমতা (১১ নম্বর বরোর ১১০ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৫,০০০ লক্ষ গ্যালন এবং ওভারহেড ৮,৮০০ লক্ষ গ্যালন। ৬) তেলিপাড়া জলধারণ ক্ষমতা (১০ নম্বর ওয়ার্ড ৯১ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ১০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৭) সি এন রায় রোড জলধারণ ক্ষমতা (৭ নম্বর ওয়ার্ড ৬৬ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৫,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৮) পাটুলি এক্সটেনশন জলধারণ ক্ষমতা (১১ নম্বর বরোর ১১০ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ১০,০০০ লক্ষ গ্যালন এবং ওভারহেড ৭,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৯) হাটগাছিয়া জলধারণ ক্ষমতা (৭ নম্বর বরোর ৫৮ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ২,৬১০ লক্ষ গ্যালন এবং ওভারহেড ২,২৯০ লক্ষ গ্যালন। ১০) নজরুল পার্ক জলধারণ ক্ষমতা (১২ নম্বর বরোর ১০১ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ১,৯০০ লক্ষ গ্যালন। ১১) জগদীশ চন্দ্র বোস রোড জলধারণ ক্ষমতা (৭ নম্বর বরোর ৬৭ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ১,৭৫০ লক্ষ গ্যালন। ১২) আনন্দপুর এক্সটেনশন জলধারণ ক্ষমতা (১২ নম্বর বরোর ১০৮ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ২০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ১৩) পঞ্চসায়র জলধারণ ক্ষমতা (১২ নম্বর বরোর ১০৯ নম্বর ওয়ার্ড) ভূগর্ভস্থ ১,১০০ লক্ষ গ্যালন। ১৪) কায়স্থপাড়া জলধারণ ক্ষমতা (১২ নম্বর বরোর ১০৬ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ২,১৯০ লক্ষ গ্যালন এবং ওভারহেড ১,৮৭০ লক্ষ গ্যালন। ১৫) পঞ্চান্নগ্রাম জলধারণ ক্ষমতা (১২ নম্বর বরোর ১০৭ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ২,০০০ লক্ষ গ্যালন।

গার্ডেনরিচ জোন (ওয়েস্ট, সাউথ এবং সাউথ সুবার্বান) – ১) গার্ডেনরিচ ওয়াটার ওয়ার্কস জলধারণ ক্ষমতা (মহেশতলা পুরসভা) – ভূগর্ভস্থ ৩,৯০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ২) বেহালা চৌরাস্তা জলধারণ ক্ষমতা (১৪ নম্বর বরোর ১২৮ নম্বর) – ভূগর্ভস্থ ৪৫,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৩) কালীঘাট জলধারণ ক্ষমতা (৮ নম্বর ঝিলের ৮৪ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৪০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৪) গাফা জলধারণ ক্ষমতা (১২ নম্বর বরোর ১০৫ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৩০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৫) বাশঁদ্রোণী জলধারণ ক্ষমতা (১১ নম্বর বরোর ১১২ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ১২,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৬) বাঁশদ্রোণী ইউজিআর এক্সটেনশন জলধারণ ক্ষমতা (১১ নম্বর বরোর ১১২ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ১২,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৭) রাণীকুঠি জলধারণ ক্ষমতা (১০ নম্বর ৯৮ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৩৫,০০০ লক্ষ গ্যালন এবং ওভারহেড ১০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৮) সিরিটি জলধারণ ক্ষমতা (১৩ নম্বর বরোর ১১৬ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ২০,০০০ লক্ষ গ্যালন। এবং অ্যাডিশনাল সিরিটি জলধারণ ক্ষমতা – ভূগর্ভস্থ ৩,০০০ লক্ষ গ্যালন। ৯) ঠাকুরপুকুর দাসপাড়া জলধারণ ক্ষমতা (১৬ নম্বর বরোর ১২৪ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৩০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ১০) বেহালা সেনপল্লি জলধারণ ক্ষমতা (১৪ নম্বর বরোর ১২৯ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৩০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ১১) প্রফুল্ল পার্ক জলধারণ ক্ষমতা (১১ নম্বর বরোর ১১৩ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৩০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ১২) লায়েলকা জলধারণ ক্ষমতা (১০ নম্বর বরোর ৯৬ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ১৮,০০০ লক্ষ গ্যালন। ১৩) চেতলা জলধারণ ক্ষমতা (৯ নম্বর বরোর ৮২ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ২০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ১৪) পর্ণশ্রী বিবেকানন্দ কানন জলধারণ ক্ষমতা (১৪ নম্বর ১৩২ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ২০,০০০ লক্ষ গ্যালন। ১৫) হরিশ পার্ক জলধারণ ক্ষমতা (৯ নম্বর ৭৩ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৫,০০০ লক্ষ গ্যালন। ১৬) বেহালা কোকলাবাগান জলধারণ ক্ষমতা (১৩ নম্বর বরোর ১২০ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ১,৪০০ লক্ষ গ্যালন। ১৭) বেহালা জয়শ্রী মাঠ জলধারণ ক্ষমতা (১৩ নম্বর বরোর ১১৬ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ২,১০০ লক্ষ গ্যালন। ১৮) বেহালা হিন্দুস্থান পার্ক জলধারণ ক্ষমতা (১৩ বরোর ১১৭ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ১,০০০ লক্ষ গ্যালন। ১৯) বেহালা নগেন্দ্র উদ্যান জলধারণ ক্ষমতা (১৪ নম্বর বরোর ১৩০ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ১,৪০০ লক্ষ গ্যালন। ২০) বেহালা এয়ারপোর্ট রোড জলধারণ ক্ষমতা (১৪ নম্বর বরোর ১৩১ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ২,০০০ লক্ষ গ্যালন। ২১) পোদ্দার নগর জলধারণ ক্ষমতা (১০ নম্বর বরোর ৯৩ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ১,৩০০ লক্ষ গ্যালন। ২২) বাদামতলা জলধারণ ক্ষমতা (১০ নম্বর বরোর ৮৯ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ১,২০০ লক্ষ গ্যালন। ২৩) নাকতলা জলধারণ ক্ষমতা (১০ নম্বর বরোর ১০০ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৩,০০০ লক্ষ গ্যালন এবং ওভারহেড ১,০০০ লক্ষ গ্যালন। ২৪) নেতাজিনগর জলধারণ ক্ষমতা (১০ নম্বর বরোর ৯৯ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ২,৭৫০ লক্ষ গ্যালন। ২৫) চেতলা হাট জলধারণ ক্ষমতা (৯ নম্বর বরোর ৮২ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ২,০০০ লক্ষ গ্যালন। ২৬) প্রমথ নাথ বিশী (বাঙুর পার্ক) জলধারণ ক্ষমতা (১০ নম্বর বরোর ৯৩ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৩,০০০ লক্ষ গ্যালন। ২৭) দেশপ্রিয় পার্ক জলধারণ ক্ষমতা (৮ নম্বর বরোর ৮৫ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৩,০০০ লক্ষ গ্যালন। ২৮) গান্ধি ময়দান জলধারণ ক্ষমতা (১৫ নম্বর বরোর ১৩৮ নম্বর ওয়ার্ড) – ভূগর্ভস্থ ৩০,০০০ লক্ষ গ্যালন।

এখানে ওখানে

সর্বক্ষণের সঙ্গী রেডিও

ভদ্রেশ্বর চাঁপদানিতে পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে এক নম্বর চা খানা এলাকায় মহম্মদ আরিফ থাকেন। তাঁর জীবনে রেডিও সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে রয়েছে। ভোটের নিউজ শোনা, দেশের রাজনৈতিক হাল হকিকৎ, আবহাওয়া, বাজারদর, এমন কি দিল্লির দরবারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর। তাঁর আদি বাড়ি বিহারের মজফরপুর জেলায়। ছোট থেকেই হুগলির ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস জুট মিল চত্বরে বসবাস। কট্টর সিপিএমের সমর্থক। বিশেষ করে মহম্মদ সেলিমের ভক্ত। মহম্মদ আরিফ অবিবাহিত। তাঁর আর্থিক অবস্থা সঙ্কটজনক। ১৯৮০ সালে এই রেডিওটি কেনেন। বর্তমানে হাইটেক যুগে টিভি, মোবাইল ছেড়ে ভাঙা তাপ্পি লাগানো রেডিও নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সে হাটের দিন উর্দু, আরবি, হিন্দি বই এবং রেহাল বিক্রি করেন। এমনকি রেডিও নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যান।

ছবি : শ্যামল চক্রবর্তী

রাজ্যের বিভিন্ন শহরে জুট মিল এলাকায় চোখ ফেললেই দেখা যাবে একটার পর একটা চটকল বন্ধ। তবু অপরিবর্তনীয় ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতি। পাট একটি অর্থকরী ফসল। অস্বাভাবিক হারে নেমে যাচ্ছে পাটের বাজার দর। এরকম ১৩ নম্বর কালনা পান্ডুয়া বাকুলিয়া ভায়া ইনচুরা রোডে কাটোয়া লাইনে সমুদ্রগড় এলাকার অভাবী কৃষকরা পাট কাটতে শুরু করেছে। সেই পাট জাঁক দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে চাষিরা যখন বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সেই পাটের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। এবারে চাষের মরশুমে বৃষ্টির দেখা নেই। বর্তমানে খরচ অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

তথ্য : মলয় সুর, ছবি : সমরেশ চক্রবর্তী।

ভগিনী নিবেদিতার বাড়ি

উত্তর কলকাতার ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনে এই বাড়িটিতে ১৮৯৮-এর নভেম্বর মাসে ভগিনী নিবেদিতা বসবাস শুরু করেন। তাঁর বালিকা বিদ্যালয়টিও এখানেই চালু হয়। অনেক ইতিহাসের সাক্ষী এই বাড়িটি। ২০০৫ সালে গ্রেড ওয়ান হেরিটেজ বিল্ডিং ঘোষণা করা হয়। ২০১৩ সালে জরাজীর্ণ বাড়িটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করে

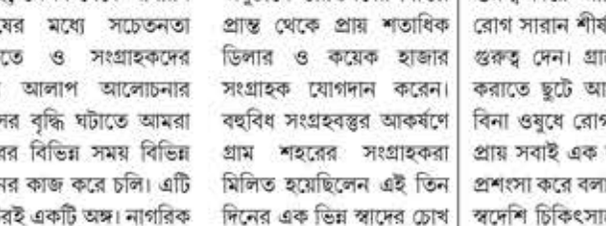

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন দক্ষিণেশ্বর-এর হাতে তুলে দেন। নিবেদিতার সার্ধ জন্ম শতবর্ষে ২০১৭-তে বাড়িটি সংস্কার করার পর তাঁর দ্বারোদ্ঘাটন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পাশেই ১৭ নম্বর বাড়িটিতে সিস্টার নিবেদিতা ১৯০২ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত ছিলেন। সে সম-গুণী মানুষের পদার্পণ বাড়িটিতে ঘটেছিল। ১৯০২ সালে সরস্বতী পুজোর দিন বিদ্যালয়ে পুজোর প্রসাদ বিতরণের পরে তিনি ঝুড়ি হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। যাতে ছাত্রীরা প্রসাদ খাওয়ার পর শালপাতার ঠোঙাগুলি সেখানে ফেলতে পারে। এভাবেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ধারণা তৈরি করেছিলেন। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই স্থানটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মুদ্রা উৎসব ২০২২

কলকাতার বালিগঞ্জ পার্কের হলদিরাম ব্যাঙ্কোয়েট হলে গত ২২ থেকে ২৪ জুলাই একটি চমকপ্রদ মুদ্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হল। এই উৎসবে মুদ্রা, ব্যাঙ্কনোট, ডাকটিকিট, অটোগ্রাফ, মেডেল এমনসব চমকপ্রদ শখের সংগ্রহ দ্রব্য বেচাকেনা হল দেদার ভাবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অগণিত সংগ্রাহক, ডিলারদের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এই মেলার অনুষ্ঠানস্থলটি। বাচ্চা থেকে বুড়ো বয়স যাই হোক, শখের সংগ্রহের বাতিকতায় মশগুল হয়ে থাকতে ভালোবাসেন যারা তাদের কাছে এমন মেলা স্বর্গ স্থান বলা চলে। মেলার উদ্যোক্তা কলিকাতা মুদ্রা পরিষদের সম্পাদক রবিশঙ্কর শর্মা একান্ত সাক্ষাৎকারে

জানালেন, প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা, ব্যাঙ্কনোট নিয়ে আমাদের সমাজে দিন দিন এত প্রতারণা হিংসা ঘটছে, সেসব থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ও সংগ্রাহকদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পরিসর বৃদ্ধি ঘটাতে আমরা বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কাজ করে চলি। এটি সেটিরই একটি অঙ্গ। নাগরিক সমাজের মধ্যে সচেতনতার বার্তা দিতেই আমরা আগামী দিনে এমন অনুষ্ঠান আরও বেশি বেশি করে অনুষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হব বলেই আশাবাদী। এই তিন দিনের অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় শতাধিক ডিলার ও কয়েক হাজার সংগ্রাহক যোগদান করেন। বহুবিধ সংগ্রহবস্তুর আকর্ষণে গ্রাম শহরের সংগ্রাহকরা মিলিত হয়েছিলেন এই তিন দিনের এক ভিন্ন স্বাদের চোখ ধাঁধানো মেলায়।

উজ্জ্বল সরদার

স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন উপলক্ষে গত ৬ জুলাই বাসন্তী থানার পাল বাড়িতে স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির বিনামূল্যে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪ শতাধিক গ্রামবাসী এতে অংশগ্রহণ করেন। ১৭৫ জনকে বিনা মূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করে চশমা উপহার দেন ডাঃ নিখিল বেরা, ওষুধ পত্রও দেওয়া হয়। হোমিও ও মহিলা ডাঃ বিজয়লক্ষ্মী বিশ্বাস মহিলা সমস্যার চিকিৎসা করেন। ডাঃ অজয় বায়েন বিভিন্ন রোগীদের চিকিৎসা ও পরামর্শ দেন।

স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ দেশি দ্রব্যের ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়ে স্বদেশি দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। স্বদেশি চিকিৎসার উপর গুরুত্ব দিয়ে আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত বিনা ওষুধে রোগ সারান শীর্ষক নিবন্ধটি নিয়মিত পাঠ করার উপর গুরুত্ব দেন। গ্রামের মানুষকে আকুপ্রেসার চিকিৎসা করাতে ছুটে আসেন দুর্গাদাস সরকার। বহু রোগীরা বিনা ওষুধে রোগ চিকিৎসা দেখে অভিভূত হন। তাঁরা প্রায় সবাই এক বাক্যে এমন সুন্দর স্বদেশি চিকিৎসার প্রশংসা করে বলাবলি করেন, সরকার কেন এমন সুন্দর স্বদেশি চিকিৎসাকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার ও প্রসার ঘটায় না? দূরাগত গ্রামবাসীদের ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়।

বিনা ওষুধে রোগ সারান

রক্ত বৃদ্ধি করতে

রক্তাল্পতায় যারা ভোগেন তারা সর্বদা লাল রঙের জামাকাপড় পড়ুন। সূর্যের থেকে লাল রঙ ছিনিয়ে নিয়ে জলে গুলে খান। এর সাথে আকুপ্রেসারের মাধ্যমে হজম শক্তি ও ক্ষুধা বাড়িয়ে তুলুন। হাতের ও পায়ের ৩৭ নম্বর বিন্দুতে আকুপ্রেসার করুন। ৩৭ নম্বর বিন্দুটি চেনা খুব সহজ। কনে আঙুল বরাবর নীচে নামুন। প্রধান দুই প্রায় সমান্তরাল রেখা ছাড়িয়ে টিপতে থাকুন। ৩৭ নম্বর বিন্দু অনেকটা জায়গা নিয়ে থাকে। সহজেই তাকে চেনা যায়। থ্যালাসেমিয়া রোগীরা এ স্থানে চাপ সহ্য করতে পারে না। ভয়ংকর ব্যথায় চেঁচিয়ে ওঠে। ৩৭ নম্বর বিন্দুটি প্লীহার, ওদের প্লীহার কাজ বন্ধ হয়ে যায়, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মত চিকিৎসায় করলে ওদেরও রক্ত তৈরি করার ক্ষমতা জন্মাবে। রোগীরা দুর্বার রস বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মত খেলে ভাল ফল পাবেন।

লালা স্রাব

মুখ দিয়ে অতিরিক্ত লালা ঝড়ে পড়া ভাল নয়। শিশু এবং বয়স্কদের মধ্যে অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ দেখা যায়। অনেক সময় নিঃসরণ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। অতিরিক্ত লালা মুখ দিয়ে না পড়ে পেটে চলে যায়, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠোঁটের দু পাশ দিয়ে গড়িয়ে গাল বেয়ে ঝড়ে পড়ে। ঘুমন্ত অবস্থায় বালিশ বিছানা লালা রসে ভিজে যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে গলায় তোয়ালে জাত ন্যাকড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অতিরিক্ত লালা স্মরণে দেহের শক্তি কমে যায়, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর রোগী যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন লালা স্রাব দেখে চিকিৎসকরা চমকে ওঠেন। কারণ এটি মৃত্যু ঘন্টা নির্দেশ করে।

এটি বন্ধ করতে হলে দুহাতে বুড়ো আঙুলের নীচের দিকে যে উঁচু মতো অর্ধচন্দ্রকার অংশ কব্জির দিকে নেমে গেছে তার মাঝামাঝি অংশে চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে। পায়ের বুড়ো আঙুলের নীচে যে কুনো মতো উঁচু অংশটা থাকে সেখানেও ব্যথা পাওয়া যায়। হাঁটতে গেলে ব্যথা পাওয়া যায়। এটা থাইরয়েডের লক্ষণ। থাইরয়েডকে সক্রিয় করতে হবে। আকুপ্রেসারের ভাষায় বলা হয় ৮ নম্বর বিন্দু। থাইরয়েড ও প্যারা থাইরয়েড দুটোই দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো ওই ব্যথার অংশে আকুপ্রেসার করে করে ব্যথাটা দূর করতে থাকলে লালা স্রাব বন্ধ হয়ে রোগী মৃত্যু ঘন্টার বাজনা বন্ধ করতে সমর্থ হবে।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

স্যাফোকেশন : একটা সাইকো ক্রাইম থ্রিলার

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিগত ১৪ জুলাই ২০২২ তপন থিয়েটারে অভিনিত হল বেহালা অনুদর্শীর নতুন নাটক স্যাফোকেশন। নির্দেশনায় সুমনা চক্রবর্তী। রচনা নটরাজ দাস নাটকের পরিভাষা বা প্রেক্ষাপট কিংবা ব্যকরণ অনুযায়ী এটা একটা সাইকো ক্রাইম থ্রিলার। এটা সুমনার ভিন্ন ঘরানার এবং একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকের উপস্থাপনা। সুমনা এ পর্যন্ত যত নাটক করেছে বিষয় ভাবনার দিক দিয়ে একটির সাথে আর একটির কোন মিল নেই। প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই ও ওর নতুন আঙ্গিক নতুন চিন্তা ভাবনার স্ফূরণ ঘটাতে পেরেছে। নিজেকে ভেঙে চুরে নতুন করে নিজেকে ঋদ্ধ করার চেষ্টা করে চলেছে প্রতিনিয়ত। 'অমল তাস থেকে শুরু 'শুন্যমনে', 'ফরটি ফার্স্ট', বড়ো একা লাগে, 'মৌন মুখর', মসুলমানির গল্প, মধ্যবর্তিনী, 'এক নারী কাদম্বরী', 'ইতি তোমাদের রথি', 'আহত অম্বা', মন দাম্পত্য 'কৃষ্ণকলি' এবং ওয়েব সিরিজ দ্রৌপদী প্রতিটি নাটকেই একেবারে আলাদা প্রেক্ষিত, আলাদা প্রেক্ষাপট এবং আলাদা আলাদা আঙ্গিকে তৈরি উপস্থাপনা।

নাটক নিয়ে এই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা বড়ই প্রয়োজন। নাহলে এক জায়গাতে নিজেকে একটা ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে যেতে হয়। নতুন নতুন তত্ত্ব মন্দিরে প্রবেশ করা যায় না। নাট্যদলে আর সেভাবে কোন নাট্যচর্চাই হয় না। এটা আমাদের দুর্বলতা সন্দেহ নেই। নিজেকে সম্যক রূপে খুঁজে পেতে গেলে চর্চা অবশ্যই দরকার। ওযেন ধীরে ধীরে খুঁজে পাচ্ছে নিজেকে। তবে সুমনা বড়ই একা। দলে ওর সহযোগী বা সহকর্মী নেই বললেই চলে, ফলে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ ওকে একা হাতেই করতে হয়।

আগেই বলেছি বর্তমান নাটক স্যাফোকেশন একটা সাইকো ক্রাইম থিলার। একটি মেয়েকে তিন জন পুরুষ কোন নদীর কাছে নির্জন কোন স্থানে একা পেয়ে আদিম রিপুর তাড়নায় পশুর ক্ষুধা মেটায় এবং প্রমাণ লোপাটের জন্য গলায় পাথর বেঁধে নদীর জলে ফেলে দেয়। দমবন্ধ হয়ে মেয়েটি মারা যায়। অপরাধ বোধ থেকে ওই তিনজন পুরুষ ক্রমে ক্রমে মনো রোগীতে পরিণত হয়ে যায়। তারপর ওরা এক মহিলা সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে আসে। ঘুমের ঘোরে শুধু রক্তস্রোত দেখতে পায় ওরা। সাইক্রিয়াটিস্ট প্রশ্নের তোড়ে পেটের থেকে সমস্ত কথা বের করে আনে। শেষে উত্তজনায় ওরা ডাক্তারের মুখে ওই মেয়েটির ছবি দেখতে পায়। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে দমবন্ধ হয়ে মারা যায়। খবরে প্রকাশ হয়, তদন্ত চলছে। আসলে এক সময় মানুষকে দাঁড়াতে হয় নিজের মুখোমুখি। অবচেতনে ওই তিনজন মুখোমুখি হয় ওই মেয়েটির সাথে যে অন্যায় এবং নীচতার শিকার হয়ে পৃথিবী ছেড়েছে বহুদিন। যে

নাটক

মানুষ একদিন ভেবেছিল মনুষ্যত্বে যাবতীয় ক্ষয় নীচতা এবং অপমান শেষে সে সব জিতে নিয়েছে, সেই মানুষ একদিন কোন এক সন্ধিক্ষনে হঠাৎ নিজের অজান্তেই মুখোমুখি দাঁড়ায় নিজের এবং নিজের সঙ্গে নিজের লড়াইয়ে, বিধ্বস্ত হয়ে বুঝতে পারে, জয় করা তো দূর অস্ত সে পরাজিত এবং নিজের ঘেরাটোপে নিজেই বন্দি। ডঃ নীলাঞ্জনা মুখার্জী চরিত্রটি অবচেতনে সৃষ্ট একটি কাল্পনিক প্রতিকী চরিত্র। নাট্যকার নাটকটিকে সাইকোক্রাইম থ্রিলার করতে চেয়েছিলেন কিনা জানিনা, তবে সুমনার নির্দেশনায় নাটক সেই দিকেই গিয়েছে। একটি মনোজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক সাইকোথ্রিলারের উপস্থাপনা আমরা দেখলাম।

নাটকের মোট চরিত্র চারটি। তিন বন্ধু যথাক্রমে অনুব্রত শর্মা, শুভময় সেন, ধৃতিরূপ এবং নীলাঞ্জনা মুখার্জী।

নির্দেশক সুমনা চক্রবর্তী, রেপিস্ট অনুব্রত শর্মা, শুভময় সেন এবং ধৃতিরূপকে অবচেতনের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসেননি। আসলে নির্দেশক অনুব্রতদের খুঁড়ে তিনি সময়কেই খুঁড়েছেন। তিনি দর্শকের ভূমিকাকে সম্মান জানিয়েছেন। তিনি দর্শকের সামনে বিক্ষত সময়ের শরীর থেকে জন্ম নেওয়া বিক্ষত অনুব্রতদের তুলে ধরেছেন। দর্শক নিশ্চই খুঁজবেন এই সমাজের দুষ্টগ্রহ অনুব্রতরা এরপর কোথায় যাবে। তবে সুমনা নাটক থেকে যে থিয়েটার নির্মান করেছেন তা অনেকটাই বিশ্বাস যোগ্য হতে পেরেছে। ননরিয়ালিস্টিক নাটকের অন্তরে অনেক মাত্রা থাকে, অনেক সম্ভাবনাও ছিল, যা ডানা মেলেনি। নাট্যকার নটরাজ দাস এবং নির্দেশক সুমনা নিশ্চয় একটু ভাববেন। জীবন তো সব সময় সরলরেখায় চলে না, তাই জীবন যেমন জটিল তেমনি মধুরও বটে। এ ভাবেই জীবন খুঁজে নেবে তার পথ।

অভিনয়ে অনুব্রত শর্মা চরিত্রে ব্রতীন গাঙ্গুলি, শুভময় সেন চরিত্রে সপ্তর্ষী ভৌমিক এবং ধৃতিরূপ এর ভূমিকায় অনুপম পাল তিনজনেই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন তাদের অভিনীত চরিত্রকে রেজিস্টার্ড করার। চরিত্রগুলো মোটেই সাধারণ কোন চরিত্র নয়, আরও ভাবনার অবকাশ আছে। ডঃ নীলাঞ্জনা মুখার্জীর চরিত্রটি জটিল ও দ্বন্দ্বময়। নানা মাত্রা ও শেড রয়েছে। সুমনা ডঃ নীলাঞ্জনা মুখার্জীকে অনেকটাই ছুঁতে পেরেছেন। চরিত্রগুলির খোঁজ বা অন্বেষণ চলতে থাকুক প্রতি প্রদর্শনীতে আবিষ্কৃত হোক চরিত্রগুলির নব নব উন্মোচন। নিজেদের আরও মেলে ধরতে আরও দু একটি শো–এর দরকার হবে। মঞ্চ ভাবনা চমৎকার। এমনি ফ্রেমেই তো বন্দি আমাদের বিশেষ করে মধ্যবিত্তের জবীন। বাবলু সরকারের আলো–ছায়া–রঙ আগাগোড়া খুঁজে গেছে অবচেতনের আলো–ছায়া–রঙকে, যা শেষ পর্যন্ত সময়ের আলো ছায়া রঙের খোঁজে মাত্রা পেয়েছে। অনির্বান দত্তের মিউজিক এবং রাজা ব্যানার্জীর আবহ বেশ ভাল। মেক আপে ছিলেন সুশান্ত চক্রবর্তী। মধ্যমগ্রাম ও বারাসতের মধ্যস্থলে একটা নাট্যোৎসবে গিয়ে যে প্রাণের স্পন্দন পেয়েছিলাম এবং সাধারণ মানুষের ইনভলভমেন্ট দেখে আশ্চর্য বনে গিয়েছি। উপসংহারে বলতে চাই আমি অনেক জুনিয়র নির্দেশকের সাথে কাজ করেছি। আমি নিজেকে নাট্যকর্মী বলে মনে তো করিই, তবে নাটক বা থিয়েটারের রাধুনি বলে মনে করি। আমরা দিন বদলের আশায় মতাদর্শ বুকে নিয়ে নাটকের সাথে পথ চলেছি। ভাবি প্রজন্মের কাছে সময় আরও ভয়ঙ্কর হয়ে যাচ্ছে। সমাজ বদলের ব্যাপারটাতে জল ঢালা হয়ে গিয়েছে। একটা পুঁজিবাদ এসে আমাদের গ্রাস করে নিচ্ছে। গোটা পৃথিবীটাই এরকম পুঁজিবাদে ঘেরাও হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে থিয়েটার কোন বিপ্লব করতে পারবে না।

আমরা এখন ওয়েব সিরিজ দেখছি। এক রকম অ্যাডিক্ট হয়ে গিয়েছি। এটার ভাল মন্দ দুটো দিকই আছে। অপেশাদার থিয়েটারের সাথে লড়াই করে গ্রুপ থিয়েটার জিতে গিয়েছে। প্রতিবাদের ভাষা এক সাথে বল একসাথে ভাব। সকলের হাত ধরো। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে চল, একার কথা কেউ শোনে না শুনতে চায় না। স্বরকে একত্রিত করো, করতে হবেই। কোন প্রলোভনে পোড়োনা। দাসত্ব থেকে এটা একটা মুক্তির উপায়। বিভিন্ন ওয়ার্কশপে গিয়ে বার বার এই কথাগুলিই সোচ্চারে বলি। নতুন নতুন ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মিশে ওদের সাথে ভাবের আদানপ্রদান করি। বেশ ভালও লাগে। ওদের রেপ টেপের বিরুদ্ধে কথা শুনে আমি একেবারে চমকে গিয়েছি। কি অসাধারণ সম্ভাবনাময় বক্তব্য সুন্দর ভাবে গুছিয়ে বললো শুনে অনেক ঋদ্ধ হওয়া গেল। মনে নানা আশার সঞ্চার হয় বৈকি। মনে হয় ভবিষ্যতের ব্যাটন ওদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। আশায় বুক বাঁধি। থিয়েটারে সেতুবন্ধনের বড়ই দরকার। থিয়েটারের সাথে আছি বলেই মনে হয় এখনো বেঁচে আছি। তাই সুমনাকে আমার একটা উষ্ণ অভিনন্দন। ও মাঝে মাঝেই আমাদের একরকম চমেক দেয়। ওর ওই চমকের জন্য অপেক্ষায়ও থাকি।

নাটক দেখে যদি ভাবতেই না পারলাম বা নাটক যদি আমাদের ভাবাতেই না পারলো তবে সে নাটক দেখে কি লাভ। নাটক তো শুধু বিনোদন নয়, নাটক লড়াই বা সংগ্রামের হাতিয়ারও বটে। শুধু বিষয় ভাবনার বৈচিত্রই নয় আঙ্গিকের দিক দিয়েও সমান বৈচিত্র থাকে সুমনার প্রতিটি নাটকের উপস্থাপনায়। 'অমলতাস' আধুনিক প্রজন্মের এক নারীর সামাজিক অন্বেষণ তাতে ও নিজেকে অনেক গোলমেলা চরিত্রে রূপায়ণ করে নিজের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেছে। সমাজে নারীরা ইচ্ছা করলে কতটা পরিবর্তন আনতে পারে সেই বার্তা তুলে ধরেছে। 'শুন্যমনে' ত্যাগ তিতিক্ষার নাটক। এ যেন সুমনার স্বপ্নের উড়ান। নাটকটি মোট পাঁচটি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল। 'বড় একা লাগে' নাটকে মূর্ত হয়ে উঠল নারীর বঞ্চনার হাহাকার। তরুণী মেয়ের বৃদ্ধার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয়। ফরটি ফার্স্ট নাটকের প্রেক্ষাপট রাশিয়ার জারের রাজত্বের শেষের দিক। 'এক নারী কাদম্বরী'–তে সুমনা এক ঘন্টার জন্য আমাদের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে পৌঁছে দিয়েছে। 'ইতি তোমাদের রথী' নাটকে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে রচিত নাটক। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাঙালি খুব ভাল করে জানে না। 'আহত অম্বা'তে পাণ্ডবাণী–র মতো একক অভিনয় সুমনাকে নাট্য সমাজে অকুন্ঠ প্রশংসা ও বিশেষ স্থান দিয়েছে। 'কৃষ্ণকলি'তে এক অন্তজ শ্রেণি সাঁওতাল রমনীর লড়াইকে দেখিয়েছে। মুসলমানি'র গল্পে ও মধ্যবর্তিনী এই দুই রবীন্দ্র কাহিনীতেও তাই দেখেছি। এই নাটকেও কাহিনীর বিষয় বৈচিত্র ও আঙ্গিকের বৈচিত্র লক্ষ্য করেছি। সুমনা, উষাদি–সীমা ও অর্পিতার পাশাপাশি আর একটি নাম নাট্যজগতে সংযোজিত হলো। এভাবেই সুমনা এগিয়ে চলেছে। এটা ওর একক লড়াই। সুমনা নাটককে ভালবেসে সংসার পর্যন্ত করেনি। কারণ নাটকই তার ধ্যান জ্ঞান ও ভরসার জায়গা। সুমনা এখনো হয়তো অঙ্কুরে আছে, কিন্তু একদিন ও বিশাল মহীরুহে পরিণত হবে এটা আমার বিশ্বাস।

বর্তমান নাটক 'স্যাফোকেশন'ও সুমনার নাট্যচর্চার একটি ফলিত রূপ। অবশ্যই নটরাজ দাস নাটকটা দিয়ে সুমনাকে সহযোগিতা করেছে সন্দেহ নেই। এছাড়া ব্রতীন, সপ্তর্ষী, অনুপম, পিনাকি এবং আরও কয়েকজন সুমনাকে তার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছে। ওরা বহুদিন সুমনার সাথেই সাথ দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ওরাই সুমনার কুশীলব, অন্ধের যষ্টি। ওরা সুমনাকে ছেড়ে যায় নি। সুমনা এভাবেই এগিয়ে চলুক। ওর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক। আরও ভাল কাজের প্রত্যাশায় রইলাম।

অঞ্জন চৌধুরীর ছায়াসূর্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : টালিগঞ্জ ফিল্ম স্টুডিও সৃষ্ট বাংলা চলচ্চিত্র 'ছায়াসূর্য' ছবির সম্প্রতি প্রচার কর্মসূচি শুরু হলো বেহালার শিমূলতলাস্থিত 'বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্পশিল্পনিকেতনে'র সেমিনার হলে। ওইদিন নবতম বাংলা সিনেমা ছায়াসূর্যের প্রযোজক দিগ্বিজয় চৌধুরীর বক্তব্যে এই ছবির মধ্যে ফুটে ওঠা বাংলার জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর চলচ্চিত্র ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। উনি জানান, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনাসহ কলকাতার বেশ কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে এই ছবি শীঘ্রই মুক্তি পাবে। ছবির সংগীত পরিচালক অতুন দাশগুপ্ত, প্রখ্যাত প্রচার সচিব উত্তম বসু, এভারেস্ট জয়ী দেবরাজ দত্ত, স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের, এদিনের প্রচার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। এই ছবির এক অভিনেতা প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় ছবি নির্মাণের কিছু কথা এদিনের অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন। এই ছবির কাহিনী লিখেছেন মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা রীণা চৌধুরী, গীতরচনা করেছেন ভবিষ্য চৌধুরী ও মোহিনী চৌধুরী, অভিনয়ে আছেন সাহেব চট্টোপাধ্যায়, চুমকি চৌধুরী(অতিথি), বিদিশা চৌধুরী, স্নেহা গোস্বামী, ড. শঙ্কর ঘোষ প্রমুখ।

ভ্রমণ আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জোড়াঘাটেই জুড়ে গেল 'গুপ্ত বারানসী ঘাট'। পাষাণের ঘটনা যদি অঙ্কিত হতো তবে কতদিন কার কথা সোপানে সোপানে পাঠ করতে পারতো। পুরাতন কথা যদি শুনতে চাও তবে এখানে বসো। যদিও পুরানো নয়, এক কথায় চন্দননগর রবীন্দ্রভবনের উল্টোদিকে তোড়াঘাটকেই জুড়ে দিলেন কোলাজ সম্রাট তপন সাহা। গঙ্গার ঘাট নিয়ে ঘাটাঘাটির 'গুপ্ত বারানসী ঘাটটি' ১৭ জুলাই চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে 'ভ্রমণ আড্ডা'র লেঙ্গে পাড়ি অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ভাগ ভাগ করে ডমিনিট সময়ে মোট ২৩টি ছবি দেখানোর সাথে সমস্ত ছবিগুলি নিয়ে বিশিষ্ট জনেদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ছিল। 'গুপ্ত বারাসনী ঘাট'টির আলোচনা হারিয়ে যাওয়া একটি ঘাটের তথ্য সংক্রান্ত সঠিক পরিবেশনা ও সম্পাদনার সাথে একটি পৌরাণিক কাহিনীর যোগসূত্রটি যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। রবীন্দ্রভবনের অনুষ্ঠানটি শেষ হবার পরেই স্ট্রান্ড রোডের ওপর জোড়াঘাটে সম্পূর্ণ ইউটিউব লিঙ্কটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন ঘাটের তথ্যচিত্রের কর্ণধার তপন সাহা। ওইদিন বিশেষভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় চেন্নাই থেকে আগত প্রার্থনা কর্মকারকে। তিনি গুপ্ত বারানসী ঘাটের ইউটিউব তথ্যচিত্রটির ভয়েস সংযোজন করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক আবদুল গফফার, সমীর দাস, রাজর্ষি সেনগুপ্ত, সুতপা পাহাড়ী, সুমন রাজমল্ল, সুমন নাথ, রঞ্জন দাস সহ অন্যান্যরা।

সারস্বত নারী ব্যক্তিত্ব : প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

অবশেষ দাস

'পল্লীসখা' নামে একটি পত্রিকায় প্রভাবতী দেবী সরস্বতী একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হল, – মেয়েদের শাসন আমাদের দেশে বড়ই কড়া। তাহাদের অতি শিশুকাল হইতেই কঠোর শাসনের তলে থাকিতে হয়। যে সময়টা বিকাশের, সে সময়টা তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। অন্য দেশে যে সময়টা বালিকাকাল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, আমাদের দেশের মেয়েরা সে সময়ে গৃহের বধূ, অনেক সময়ে সন্তানের মা। তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিত ধরে উপলব্ধি করা যায় নিজের জীবন নিয়ে তাঁর গভীর আক্ষেপ রয়েছে। কিংবা প্রত্যাশা মত জীবনকে গড়ে তুলতে না পারার বেদনা তাঁর অন্তরকে বারবার ব্যথিত করেছে। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী বিদ্যাচর্চার সঙ্গে আজীবন সম্পর্ক রেখেছিলেন। তাঁর লেখালেখির মধ্যে নারী জীবনের লড়াইয়ের বর্ণপরিচয় যেমন আল্পনার মত আঁকা হয়েছে, তেমন মেয়েদের আত্মকেন্দ্রিক যন্ত্রণার অধ্যায়টিও অতি সকরুণ ভাবে উঠে এসেছে।

লেখালেখির পাশাপাশি তাঁর কর্মজীবন কোনোভাবেই উপেক্ষার পাত্র নয়। কেননা, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম গার্লস ট্রেনিং কলেজ থেকে তিনি টিচার্স ট্রেনিং সার্টিফিকেট লাভ করেন। এবং ওই প্রতিষ্ঠানে সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী রমাদেবীর আন্তরিক উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় বাগবাজারে সাবিত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কর্পোরেশন স্কুলেও তিনি কর্মজীবনকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। কর্মজীবন ও সাহিত্যচর্চার সংযোগে তিনি কলকাতায় দীর্ঘ সময় থাকলেও গভীর শিকড়ের টানে খাঁটুরার সঙ্গে যোগাযোগ তিনি কখনও ছিন্ন করেননি। খাঁটুরার বঙ্গবালিকা বিদ্যালয়কে তিনি আপন চেষ্টায় মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে নতুন জীবন দান করেছিলেন। তিনি সমাজসেবার মধ্যেও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির শাখা কেন্দ্রে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে এই সমিতির দায়–দায়িত্ব পালন সম্পর্কে অত্যন্ত ইতিবাচক তথ্য উঠে আসে। তেতাল্লিশের মন্বন্তরে কৃষক সভার ত্রাণ কার্যে তাঁর অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা ছিল। সারাজীবন ধরে বাংলা সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য তিনি নানাভাবে সম্মানিত হয়েছেন। একাধিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে নদিয়া–নবদ্বীপের বিদ্বজ্জনসভা (পন্ডিত সমাজ) প্রভাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত তিনি 'লীলা পুরস্কার' লাভ করেন। সেই সময়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র প্রমুখের নামে লেখালেখির জগতে আরও লেখক আত্মপ্রকাশ করেন। ফলে বিভ্রাট শুরু হয়। বিভ্রাটটি হল এই যে, একই নামে একাধিক লেখকের আবির্ভাবের ফলে পাঠকমহলে সংশয় তৈরি হয়। আদি লেখকের সঙ্গে নবাগত লেখকের আবির্ভাবে একটা বিপদ বাধে। সংশয়ের কুয়াশা সরিয়ে পাঠককে এগোতে হয়। একই ভাবে সাহিত্য জগতে প্রভাবতী দেবীর নাম প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর বাংলা লেখালেখির বাজারে আর এক প্রভাবতী দেবীর আমদানি হয়। জামশেদপুর নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন আদি প্রভাবতী দেবী। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছিলেন, নাম বিভ্রাটের সংশয় ও সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য একটি রাস্তা রয়েছে। প্রভাবতী দেবী যে 'সরস্বতী' উপাধি লাভ করেছে সেই উপাধিটি নামের সঙ্গে জুড়ে নিলে এই সমস্যা মিটে যাবে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভাবতী দেবীকে 'সরস্বতী' উপাধিটি নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেই অনুরোধ প্রভাবতী দেবী রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে জীবনের সব লেখাতেই তিনি 'সরস্বতী' উপাধিটি নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে লিখেছিলেন। তিনি চিরদিনের জন্য প্রভাবতী দেবী সরস্বতী হয়েছিলেন।

গল্প, উপন্যাস, গোয়েন্দা কাহিনি, গান ও কবিতা প্রভৃতি শাখায় তিনি অবাধ বিচরণ করেছেন। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় তিনশ–র বেশি গ্রন্থ রচনা করবার পরেও তিনি বাংলা সাহিত্যের চলমান পথে 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র মত স্মরণাতীত। তিনি একেবারে যেন বিস্মিত। এটা কীভাবে সম্ভব হল তাও এক গবেষণার বিষয়। তাঁর লেখায় সামাজিক বিষয়ের প্রতি গভীর মনযোগ ছিল। হিন্দুধর্মের আদর্শ ও মূল্যবোধ তিনি কখনোই এড়িয়ে যাননি। তাঁর লেখায় বারবার তা মুখ দেখিয়েছে। এমনকি ছোটদের জন্যেও তিনি বড় আন্তরিকভাবে কলম ধরেছিলেন। তারপরেও তিনি যেন বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগত থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। তাঁর জন্মের শতবর্ষ ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত। তাঁর সাহিত্য সাধনার শতবর্ষটিও ইতিমধ্যে আমরা পেরিয়ে এসেছি। তারপরেও বাঙালি জাতির দীর্ঘ নীরবতা অন্তরকে গভীরভাবে ব্যথিত করে। আজকাল স্বল্পকাল সাহিত্যচর্চা করে অনেকেই অমরত্বের আস্ফালনে বাজি ফাটায়। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর এই ট্র্যাজিক পরিণতি দেখলে অনেকের সুনিশ্চিত শিক্ষা হবে। এটাও ঠিক যে ট্র্যাজিক পরিণতির মূল যন্ত্রণা লেখিকার নয় আত্মঘাতী বাঙালি জাতির আত্মহননের এটাও একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি শুধু একজন অসামান্য লেখিকা নন, তিনি একজন সমাজ সংস্কারকও বটে। বিংশ শতাব্দীর শৈশব লগ্নে জন্মেও তিনি যে মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন তা কখনও উপেক্ষার নয়। সবচেয়ে বড় কথা তিনি একজন মহিলা লেখিকা। উনবিংশ শতাব্দীর ঘ্রাণ তখনও বাংলার সমাজ জীবন থেকে মুছে যায়নি। কত বাধা ও প্রশ্নকে অতিক্রম করে তিনি আপন জীবনের বিজয় পতাকা উড়িয়েছিলেন তা উপলব্ধি করতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। ফলে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী হারিয়ে গিয়েছেন একথা একেবারেই

পর্ব-২

বলা যায় না। তার পরিবর্তে খুব সচেতনভাবে বলতে হয়, বাঙালি জাতি তার গৌরবের ইতিহাস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিখতে যেমন ব্যর্থ, একই ভাবে গৌরবময় ইতিহাসের দরজায় প্রদীপ জ্বালাতেও তেমন ব্যর্থ। একজন অসামান্য নারীর লড়াকু জীবনের সোনার ফসল আমরা মর্যাদার সঙ্গে সযত্নে লালন করতে কতখানি ব্যর্থ তা হয়তো ভবিষ্যত প্রজন্ম জরিপ করতে সক্ষম হবে বলে মনে করি।

সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতী লোকান্তরিত হবার পর (১৯৭২ সালে ১৪ মে) ঠিক পরের দিন তাঁর সম্পর্কে যুগান্তর পত্রিকায় লেখা একটি অভিমত তুলে দেওয়া হল, সে যুগের জনপ্রিয় সাহিত্যিক শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী আজ দুপুর আড়াইটের সময় তাঁর পাতিপুকুরের বাসভবনে পরলোকগমন করেন।

'জনপ্রিয় ' শব্দটা এখানে খুবই লক্ষ্যণীয়। কেননা, তাঁর বইয়ের ভেতরে একেবারে গোড়াতেই তাঁর স্বাক্ষর করা একটি বক্তব্য পাঠকদের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হত। সেই বক্তব্যটি হল, ইদানীংকালে বাজারে আমার নাম নকল করিয়া বহু উপন্যাস ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া সহৃদয় পাঠক–পাঠিকাগণ আমাকে জানাইতেছেন। পাঠক–পাঠিকা, প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষকগণের অবগতির জন্য তাঁহাদের আমি জানাইতেছি, আমার লিখিত লিখিত উপন্যাস ও অন্যান্য রচনাদিতে আমার নাম সই করা থাকিবে। যাহাতে তাঁহারা সতর্ক হইতে পারিবেন। ফলে সমকালে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়। সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সম্পর্কে বিভিন্ন বিশিষ্টজনদের মতামত পাওয়া যায়। যা উল্লেখ করবার যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করি। বাংলা কথাসাহিত্যের এক অসামান্য নক্ষত্র মহাশ্বেতা দেবী জানিয়েছেন, পুরানো যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী একজন অগ্রগণ্য সাহিত্যিক ছিলেন। বেশি বয়সের কারণে অনেককিছু মনে রাখা তাঁর সামর্থ্যের বাইরে বলে স্বীকার করেছেন। তাহলেও মহাশ্বেতা দেবী ৮৯ বছর বয়সে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর লেখা 'বিজিতা' উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে যে 'ভাবী' সিনেমা দেখেছিলেন, সেকথা বলতে ভোলেননি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর বহুমুখী প্রতিভার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, উপন্যাস লেখার পাশাপাশি ছোটদের জন্যে গোয়েন্দা ধারাবাহিক রচনা করেছিলেন, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। তাঁর উপন্যাস অবলম্বনে একাধিক চলচ্চিত্র ও নাটক যে তৈরি হয়েছিল,সেকথাও দ্বিধাহীনভাবে তিনি স্বীকার করেছেন। বাংলা ভাষা ছাড়াও অন্য ভাষাতেও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কাহিনি অবলম্বনে চলচ্চিত্র হয়েছে বলেও লেখক শীর্ষেন্দু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তাঁর গল্প– উপন্যাসের সংখ্যা নিয়েও তিনি সুন্দর ধারণা জ্ঞাপন করেছেন।

শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার জানিয়েছেন, পূজাবার্ষিকীতে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর বেশ কিছু গল্প তিনি পড়েছিলেন। কিন্তু কিছুই তাঁর মনে নেই। এমনকি কোনো উপন্যাস পড়ার স্মৃতিও তাঁর বেঁচে নেই। প্রভাবতী নামের সঙ্গে 'দেবী' পদবি প্রয়োগের কারণ হিসেবে পবিত্র বাবু জানিয়েছেন, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলেই এমন পন্থা অবলম্বন করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরও কয়েকজনের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। আশাপূর্ণা দেবীকে ব্যতিক্রম বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন, 'দেবী' শব্দ (পদবি অর্থে) প্রয়োগের ক্ষেত্রে। পবিত্র বাবু আরও জানিয়েছেন, প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর গল্পে আবেগের প্রাধান্য থাকত। গার্হস্থ্যের আদর্শ ও আত্মদানে নারীর স্বাধীনতার দিকটিও তিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে। সেইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, প্রভাবতী দেবীর রচনায় মেয়েদের শক্তির একটা অবস্থান থেকে দেখতে পাওয়া যায়। দু–একটা বই পড়ার কথা স্বীকার করলেও এর বেশি কিছু পবিত্র বাবুর আর মনে নেই বলে জানিয়েছেন। বিশিষ্ট লেখিকা সুদক্ষিণা ঘোষ, সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর শিক্ষাজীবনের দিকটি গোচরে এনেছেন। প্রথাগত শিক্ষা থেকে তিনি দূরে থাকলেও পারিবারিক ভিতের ওপরে দাঁড়িয়ে তিনি যে নিজেকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন, সেকথা উল্লেখ করেছেন, লেখিকা সুদক্ষিণা। তিনি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, একথা লেখিকা সুদক্ষিণা জানিয়েছেন কিন্তু প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর রচনার সীমাবদ্ধতার কথা তিনি বলেছেন। সেই সীমাবদ্ধতা হল, বাঙালি পাঠকের শিকল ভাঙার গান শোনানোর প্রস্তুতির অভাব তাঁর রচনায় ছিল বলে দাবি করেছেন। পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার বিতংস ভেদ করার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা তাঁর ছিল না। লিঙ্গ পরিচয়ের বাইরে তিনি বের হতে পারেননি। পুরুষের গড়া সাহিত্যের বিকল্প কোনও পথ তিনি অনুসন্ধান করেনি। ভাল মা, ভাল স্ত্রীর কনসেপ্টে তিনি চিরকাল আটকে থেকেছেন। এই অভিমত ও সমালোচনা আমরা সুদক্ষিণা ঘোষের বক্তব্য থেকে উঠে এসেছে।

সবশেষে বলব, এই সমস্ত মতামত ও বক্তব্যের ভিত্তিতে সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর বিস্মৃতির প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না। তবে এটাও ঠিক যে, তাঁর রচনার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অনেকটা ধারণা করা যায়। ভাল মা ,ভাল স্ত্রী এই কনসেপ্টে তিনি বোধহয়, বিশ্বাসী ছিলেন না। কারণ তাঁর জীবন সে কথা বলছে। বরং তিনি ছকে বাঁধা কনসেপ্ট ভাঙতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বিশ শতকের প্রথম সকালে জন্মগ্রহণ করেও তিনি একজন কথাসাহিত্যিক হয়েছিলেন। পাশাপাশি মহিলা গোয়েন্দার বিষয়টি বাংলা সাহিত্যে তাঁর হাতেই প্রথম এসেছে। তিনি সমকালে বহু পঠিত ও বহুচর্চিত হলেও গঠনমূলক পঠন ও চর্চা তাঁকে নিয়ে সেভাবে হয়নি। তাঁর একটা দুটো বই পড়ে বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। বাংলা সাহিত্যে বহু লেখক–লেখিকা আছেন,যাদের একাধিক ব্যর্থ রচনা আছে। কিন্তু তারপরেও তাঁরা সফল রচনার অধিকারী হয়েছেন। ফলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেদিনের পরিস্থিতি অনুধাবন করে একজন মহিলা লেখিকা হিসেবে তিনি যে শ্রম, সময় ও অধ্যবসায় দিয়ে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন, যে পরিমাণ লেখালেখি করে গেছেন তা সমীহ আদায়ের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করি। তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বিশেষ ভাবনা–চিন্তা করবার আন্তরিক প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। তাঁর বিভিন্ন রচনার দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত হলেও বিপুল পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টির আরও বিভিন্ন দিক আছে,অভিমুখ আছে,একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্বর ও অভিঘাত আছে। সেগুলো উপেক্ষা করবার সাহস মহাকালের নেই। বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে তাঁকে খুঁজে আনার উদারতা কাউকে দেখাতে হবে বলে বিশ্বাস করি না। কেননা, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী বাংলার নারী সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় একটি নাম। বাংলা সাহিত্যের উজান ধরে চলতে গেলে তাঁর কথাও আন্তরিক ভাবে উচ্চারণ করবার প্রয়োজন আছে বলে দাবি করা যায়। বিস্মৃতির অন্তরালে তিনি একা নন, অনেকেই হাবুডুবু খাচ্ছেন। তারজন্যে তাঁদের সৃষ্টির ব্যর্থতাকে বড় করে দেখা একপ্রকার স্বাস্থ্যকর বোকামি। ওই একটি সহজ ও কমন কারণকে চিহ্নিত না করে গভীর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত সত্যে পৌঁছানোর প্রয়োজন আছে বলে কেউ হয়তো চিৎকার করবে না। কিন্তু সেটাই প্রকৃত সত্য। (শেষ)

বিশ্বকাপের আগে ঘর গোছানোয় এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া

অরিঞ্জয় মিত্র

রিজার্ভ বেঞ্চকে মাঝেমধ্যেই ঝালিয়ে নিতে চান অনেক নামিদামি কোচ। ক্রিকেট হোক আর ফুটবল নিজেদের পরবর্তী ব্রিগেড ঠিকঠাক আছে কিনা তা দেখার জন্য মাঝেমধ্যেই মুখিয়ে ওঠেন প্রশিক্ষকরা। সবসময় অবশ্য এই সুযোগ মেলে না। মানে প্রথম দল ফর্মে থাকাকালীন চট করে কেউ নতুনদের নিয়ে 'অ্যাডভেঞ্চার' করার ঝুঁকি নিতে পারেন না। তার মধ্যেই আবার বিদেশি টিমগুলো রোটেশন পদ্ধতিতে তাদের রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে নেয়। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত ওয়ান ডে সিরিজে ভারত যেভাবে তাদের প্রথম দলের বেশ কয়েকজন তারকা ছাড়াই মাঠে নামল এবং সর্বোপরি সিরিজ জিতল তা রীতিমতো প্রশংসাযোগ্য। তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম দুটো ম্যাচ জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভবলীলা সাঙ্গ করল শিখর ধাওয়ানের নেতৃত্বাধীন দল।

ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ থেকে যাদের এই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল তাদের কর্তৃত্বেই একরকম ইংরেজদের উপর্যুপরি দুটি সিরিজে দুরমুশ করতে সমর্থ হয় টিম ইন্ডিয়া। এর মধ্যে ঋষভ পন্থ, যশপ্রীত বুমরা,বিরাট কোহলি, অধিনায়ক রোহিত শর্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাও যেভাবে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ২-০ লিড নিল রোহিত ব্রিগেড তাতে প্রমাণিত এই মুহূর্তে ভারতীয় দল এক আলাদা স্পিরিটে ফুটছে। আর ভারতের এই জয়ে অবদান রেখে গেলেন রিজার্ভ বেঞ্চের প্লেয়াররাই। অক্ষর পটেল, দীপক হুডা, সূর্যকুমার যাদব, যজবেন্দ্র চহ্বালরা বুঝতেই দিচ্ছেন না তারকাদের উপস্থিতির কথা। সবমিলিয়ে পরিপূর্ণ ভারতীয় দলের ভাঁড়ার। বিশ্বকাপের আগে নিঃসন্দেহে এটা ডিভিডেন্ড হিসেবে কাজ করছে রাহুল দ্রাবিড় ও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য।

ইংরেজ বধের পর ক্যারিবিয়ান ক্যালিপ্সো থামিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে বেশ বোঝা যাচ্ছে এই সময়ে ভারত আলাদা এক ফর্মে বিচরণ করছে। এরপর আছে আরও কয়েকটি সিরিজ। যাদের হারানোর অঙ্গীকার খুব সম্ভবত ছকে ফেলেছে রোহিত বাহিনী। ইংরেজদের ওয়ান ডে সিরিজে হারানোর পিছনে অধিনায়কের ব্যাটিং অফফর্ম কিছুতেই হলেও চাপ সৃষ্টি করছে। যদিও তা মুছে যাচ্ছে অন্যদের দুরন্ত পারফরমেন্সে। যেভাবে ভারতীয় দল এখন খেলছে তাতে বিশ্বের সেরার তকমা পাওয়া সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করা হচ্ছে। র‍্যাঙ্কিংয়ে ফের এক নম্বরে উঠে আসাটাও ভারতের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। ওয়ান ডেতেও টিম ইন্ডিয়ার আধিপত্য ভারতীয় দলকে শীর্ষে পৌঁছে দিচ্ছে অচিরেই। আসলে এখন ভারতের দলটাই আলাদা এক উত্তেজনায় ভরপুর। পুরো যেন ফুটছে। তার ওপর জয়ের গন্ধও পেয়ে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটাররা। যা তাদের একরকম অজেয় করে তুলেছে।

টিম ইন্ডিয়া এখন যেভাবে জয়ের রাস্তায় এগোচ্ছে তাতে করে এদের অশ্বমেধের ঘোড়া থামানোর মতো শক্তি অন্তত ইংল্যান্ডের এই মুহূর্তে আছে কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এখন ভারতের তেজিয়ান রথকে রুখে দেওয়ার মতো শক্তি একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার আছে। তাও রোহিত বাহিনী যে অদম্য মানসিকতার বীজ সঞ্চার করছেন তার দলের মধ্যে তাতে অদূর ভবিষ্যতে প্রোটিয়া এবং অজিদের সামনেও বড় বিপদ হয়ে উঠবে ভারত তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়।

ভারতীয় ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে কারো কথা উঠলে নিঃসন্দেহে দেশের সফলতম অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির কথা আসবে। বস্তুত, মানুষের মুখে মুখে ফেরার মতোই রকিং পারফরমেন্স মাহির। ধোনি আবার একাধারে জোড়া কৃতিত্বের অধিকারী। রাঁচির মতো ছোট শহরে বেড়ে উঠেও যে ভারতীয় ক্রিকেট দলে অমন মেগা আসন করে নেওয়া যায় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। ধোনির আগেও ভারত বহু ভালো উইকেটকিপার পেয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে দেশের অধিনায়কত্ব ও কিপিংয়ের মতো গুরুদায়িত্ব পালন করা তা অবশ্যই বিরলতম ঘটনা। বিশেষ করে এদেশের প্রেক্ষিতে তো বটেই। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশগুলিতে উইকেটকিপাররা অধিনায়কের দায়িত্বও পালন করেছেন। যদিও পারফরমেন্স এবং খ্যাতির দিক থেকে তাঁরা ধোনির ধারেকাছেও আসবেন না। ১৯৮৩ সালে কপিলদেবের নেতৃত্বে ভারতের বিশ্বজয় করার ২৮ বছর পর দেশকে ফের বিশ্বজয়ী করেন মাহি তাঁর দুর্দান্ত অধিনায়কত্বে। একইভাবে টি-২০ বিশ্বকাপেও ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করার পিছনে সেই ধোনি কা কামাল।

অধিনায়ক হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রিকেটে বিপ্লব এনেছেন। প্রচুর নব্য তারকা তাঁর অধিনায়কত্বকালেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বীরেন্দ্র সহবাগ, যুবরাজ সিং, হরভজন সিং, জাহির খানদের মেগা উত্থানেও সৌরভের অবদান অনস্বীকার্য। এমনকি মাহির ভারতীয় দলে বেড়ে ওঠাও সেই গাঙ্গুলির হাত ধরেই। সেই মহারাজকেও টেক্কা দিয়েছেন ধোনি শুধুমাত্র সাফল্যের নিরিখে। সৌরভের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ান্ডার্সে ২০০৩ -এ ভারত বিশ্বজয়ের পথ থেকে এককদম দূরে থেমে যেতে বাধ্য হয় অজি অধিনায়ক পন্টিং বাহিনীর দুরন্ত ব্যাটিংয়ের জেরে। ধোনি কিন্তু ঘরের মাঠে মুম্বইতে ২০১১ সালে এতদিনের অধরা বিশ্বকাপ জয় করে দেখিয়ে দেন ভাগ্য তাঁর সঙ্গেই আছে। ওই যে কথায় আছে না যে যতই বড়মাপের খেলোয়াড় হন না কেন, ভাগ্যের সিকিভাগ

সহায়তা না থাকলে সে বা তিনি অসহায়। সৌরভ হলেন ভারতের সেই অধিনায়ক যিনি সব কিছু করেও দেশকে বিশ্বকাপ এনে দিতে পারেন নি। সে ভাগ্যবিচ্যুতির জন্য হোক আর যেই কারণেই হোক না কেন। ধোনি হলেন সেই অধিনায়ক যিনি দেখিয়ে দিয়েছেন ওস্তাদের মার শেষ রাতে কীভাবে করতে হয়।

সবথেকে বেশি ম্যাচ দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রেক্ষিতে সৌরভ, ধোনির থেকে কোনওঅংশে কম যান না বিরাট কোহলি। একের পর এক সিরিজ তাঁর ক্যাপ্টেনশিপে জিতে নিয়েছে ভারত। তাও বিরাট-এর ভাগ্যও ধোনির তো আনুকূল্য দেখায় নি। বড় টুর্নামেন্ট বা বিশ্বকাপের ব্যর্থতা তাঁকে বইতে হয়েছে। সর্বোপরি, বিগত ৩ বছর বিরাটের চূড়ান্ত অফফর্ম তাঁকে আরও কোনঠাসা করে দিয়েছে। প্রত্যাশিতভাবেই বিরাটকে অধিনায়কত্ব থেকে সরতে হয়েছে। সৌরভের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড নিশ্চিতভাবে চাইছে দেশের এক নম্বর বিরাটকে পুরনো ফর্মে ফিরে পেতে। বিশেষ করে জোড়া বিশ্বকাপের আগে কোহলির ফর্মে থাকাটা অত্যন্ত জরুরি টিম ইন্ডিয়ার জন্য। অস্ট্রেলিয়াকে দু-দুবার বিশ্বকাপ জেতানো অধিনায়ক রিকি পন্টিংও মনে করেন কোহলির আরও সুযোগ প্রাপ্য। তিনি এও আশঙ্কা করেছেন যদি বিরাটকে বিশ্বকাপ দলে না রাখা হয় তাহলে তাঁর পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মূলস্রোতে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন। যদিও কপিল, সহবাগের মতো প্রাজ্ঞনরা বিরাটকে বসানোর পক্ষে। তাঁদের সাফ বক্তব্য, বিরাট যখন পারফর্ম করতে একেবারে ব্যর্থ তখন তাঁর জায়গায় তরুণ কাউকে তুলে আনা হোক। কিন্তু এক্ষেত্রে পন্টিংয়ের কথাটা মাথায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। কোহলি যে মাপের প্লেয়ার তাঁর জন্য আদর্শ প্ল্যাটফর্ম হল বিশ্বকাপ। যেখানে নিজের সর্বস্ব উজার করে দেওয়ার তাগিদ থাকে। তবে যে যাই বলুক ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কিন্তু কোহলির পাশে রয়েছে। বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ পরিষ্কার বলেছেন, বিরাট অনেক বড় মাপের ব্যাটসম্যান। ওর আরও সুযোগ প্রাপ্য।

যদিও ক্যারিবিয়ান সফরে বিরাটকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। শিখর ধাওয়ানের নেতৃত্বে ওয়ান-ডে সিরিজ জেতার পর শেষ ম্যাচে নতুনদের খেলিয়ে পরীক্ষানীরিক্ষা করতে চাইছে দল। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে টি-২০ সিরিজ শুরুর আগে অবশ্য অধিনায়ক রোহিত, ঋষভ পন্থ, দীনেশ কার্তিকের মতো তারকারা দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তবে যশপ্রীত বুমরাকে আরও একটু বিশ্রাম দিচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা অবশ্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ এবং একদিনের সফরে ভারতের দুর্দান্ত পারফরমেন্সে খুশি। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে জয়কেও সিস্টেমের মধ্যে থাকা বলে অভিহিত করছেন তাঁরা। তাও বাংলাদেশের সঙ্গে চূড়ান্ত ভরাডুবির পর ভারতের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কী করে দুটি ম্যাচেই তিনশোর ওপর রান তুলল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছেই। এক্ষেত্রে অবশ্য বুমরা, সামি-সহ দেশের সেরা বোলারদের অনুপস্থিতিকেই তুলে ধরা হচ্ছে। তবে বোলিংয়ের ক্ষেত্রে খামতি দ্রুত মেরামত করার পরামর্শও আসছে। ক্যারিবিয়ান সফরের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ৫০ ওভারের সিরিজে শিখর ধাওয়ানের রানে ফেরাটা দলকে অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে। একইসঙ্গে শ্রেয়স আয়ার, দীপক হুডা, সূর্যকুমার যাদব, অক্ষর পটেলদের রানের মধ্যে থাকাটাও প্রশস্তি জোগাচ্ছে। অলরাউন্ডার হিসাবে অত্যন্ত ভালো খেলছেন হার্দিক পাণ্ডিয়াও। সবমিলিয়ে ব্যালান্সড দল হওয়ার ক্ষেত্রে এগোচ্ছে ভারত।

শিখর ধাওয়ান ইংল্যান্ডে ফর্ম হাতরালেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে রান পেয়েছেন। অধিনায়ক রোহিতের ব্যাটিংয়েও ধারাবাহিকতার অভাব বেশ ভালমতো প্রকটিত হচ্ছে। আর ওয়ান ডাউন বা টু-ডাউনে বিরাট যে ডাহা ফেল তা তো বলা হচ্ছেই। প্রারম্ভিক জায়গাটা যাতে ঠিকমতো দানা বাঁধে সেদিকে ভারতের ম্যানেজমেন্টকে নজর দিতে হবে। আশা করা যায় বছর শেষে অস্ট্রেলিয়া টি-২০ বিশ্বকাপের আগে এই জায়গাটার খামতি মেটাতে সক্ষম হবে ভারত। সেক্ষেত্রে অতিঅবশ্যই অন্যতম ফেভারিট হয়ে উঠবে তারা। নিজেদের মাটিতে অস্ট্রেলিয়া বড় মাপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছুঁড়ে দেবে তা আগাম বলাই যায়। ৫০ ওভারের বিশ্বজয়ী ইংল্যান্ডও গুটিয়ে থাকবে না। পড়শি দেশের বিশ্বকাপে নিজেদের সর্বস্ব তুলে ধরতে চাইবে নিউজিল্যান্ডও। গত বিশ্বকাপ একটুর জন্য না জিততে পারার আপশোস কিউয়িদের এখনও কুরে কুরে খাচ্ছে তা বলাইবাহুল্য। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকাও যথেষ্ট শক্তিশালী টি-২০ ফর্ম্যাটে। এরসঙ্গে বলতে হবে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের কথাও। এশিয়ার এই তিন প্রতিবেশি দেশ যখন তখন অঘটন ঘটানোর ক্ষমতা রাখে। এমতাবস্থায় রোহিতের নেতৃত্ব চরম পরীক্ষার মধ্যে পড়বে তা বলাই চলে। স্পিন বোলিংয়ের যজবেন্দ্র চহ্বালের ফর্মে থাকাটাও আসা জোগাবে টিম ইন্ডিয়াকে।

বয়স্কদের ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রবল বৃষ্টি শুরু হতেই ক্যানিং অনুষ্ঠিত হল বয়স্কদের ফুটবল টুর্নামেন্ট। রায়বাঘিনী গ্রামবাসীদের উদ্যোগে 'গণেশ সাঁফুই-সমর খাঁড়া-বনকুমার দাস' স্মৃতি ১৫ তম বয়স্ক ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত ১৫ তম বর্ষের ফুটবল টুর্নামেন্টে ক্যানিং ১ ব্লকের ৬ টি বয়স্ক ফুটবল টিম অংশ গ্রহণ করে। এদিন টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ইমান ঢালি একাদশ বনাম পালান নস্কর একাদশ। খেলার নির্ধারিত সময়ে পালান নস্কর একাদশ ৩ গোলে পরাজিত হয়। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে জয় সূচক গোল করেন নীলমনি দাস। পাশাপাশি ২ টি গোল করে ম্যান অফ দা ম্যাচ নির্বাচিত হয় জয়ী দলের ধনঞ্জয় মন্ডল। এদিন বয়স্কদের ফুটবল টুর্নামেন্ট উপলক্ষ্যে সাধারণ উৎসাহী ফুটবল প্রেমী দর্শকের সংখ্যা ছিলো

ফুটবলের উন্নতিতে মন্ত্রীর সঙ্গ নিলেন নবী-মেহেতাবরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গ্রামবাংলায় ফুটবলের উন্নতিতে রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের সঙ্গে হাত মেলালেন ভারতের দুই প্রখ্যাত ফুটবলার রহিম নবী এবং মেহতাব হোসেন। ১৩ জুলাই বুধবার থেকে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী-১ ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হল।এলাকার শ্রীরামপুর ইউনাইটেড হাইস্কুল ময়দানে পূর্বস্থলী ১ নং ব্লক ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত এই ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয় স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের হাত ধরে।এদিনের খেলায় বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক রহিম নবী এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবলার মেহেতাব হোসেন। উদ্বোধনী খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল সমুদ্রগড় গ্রাম পঞ্চায়েত একাদশ এবং দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত একাদশ।আয়োজক সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, আটদিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টের প্রতিটি খেলায় ভারতীয় ফুটবল জগতের এক কিংবা একাধিক ফুটবলার অতিথি রূপে উপস্থিত হয়ে গ্রামবাংলার ফুটবলের উন্নতিতে এলাকার উঠতি খেলোয়ারদের উৎসাহ দেবেন। রহিম নবী এবং মেহেতাব হোসেন এদিন তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার ফুটবলের কিছু কিছু কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেন।তাঁদের সেই বক্তব্যে ভারতীয় ফুটবলের নানাদিকের প্রসঙ্গ যেমন উঠে এসেছিল পাশাপাশি বেশ খানিকটা হতাশার সুরও শোনা গেল। তবে, এদিন ফুটবল নিয়ে মিঠেকড়া এবং সরস কথায় সবচেয়ে বেশি সরব ছিলেন মন্ত্রী স্বয়ং।

মাঠে প্রায় ঘন্টা দেড়েক উপস্থিত থাকাকালীন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ একাধিকবার তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলায় খেলাধুলা জগতের উত্থান-পতনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। একইসঙ্গে তিনি

এলাকায় একটা যথোপযুক্ত খেলার মাঠের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ বারংবার উত্থাপন করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানান। মন্ত্রীর সেই আবেদনকে সমর্থন করে রহিম নবী এবং মেহেতাব হোসেনও এলাকার সকলকেই ফুটবল তথা খেলাধুলার উন্নতিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।এদিন মন্ত্রী সহ উপস্থিত দুই ভারত বিখ্যাত ফুটবলারের বক্তব্যে জানা গেল যে খেলাধুলার মধ্য দিয়েও গ্রামবাংলার অসংখ্য ছেলেমেয়ে তাদের কেরিয়ার গড়ে তুলতে পারবে। তবে, সেজন্য খেলাধুলার প্রতি নিষ্ঠা ও গভীর ভালোবাসা এবং স্থির লক্ষ্যের সঙ্গেই প্রয়োজন যথাযথ প্রশিক্ষণ।এদিন মন্ত্রী সর্বসমক্ষে একাধিকবার ওই দুই প্রখ্যাত ফুটবলারকে অনুরোধ করেন গ্রামবাংলার ফুটবলের উন্নতির জন্য তাঁদের সাধ্যমতো সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। রহিম নবী ও মেহেতাব হোসেন অবশ্য মন্ত্রীর সেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেদনে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেননি। রহিম নবী বলেন, মেহেতাব এবং আমি বাংলা থেকে অনেক কিছু পেয়েছি।আমাদেরও দায়িত্ব বাংলাকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়া। আমরা আছি আপনাদের সঙ্গে, কখনও মনে হলে আমাদের ডাকবেন। খেলাধুলায় গ্রামের ছেলেদের সুযোগ-সুবিধা কিন্তু আমরা করে দিতে পারব যদি আপনারা একটু সহযোগিতা করেন। মেহেতাব হোসেন বলেন, আমি চাই একটা মাঠ হোক।বাচ্চারা আসুক খেলুক।দেখবেন আশেপাশের পরিবেশটা চেঞ্জ হয়ে গেছে।এদিকে, এই আকর্ষণীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের মধ্য দিয়ে শ্রীরামপুর ইউনাইটেড হাইস্কুলের মাঠটিকে যে খেলার যথোপযুক্ত ময়দানে পরিণত করারও একটা প্রক্রিয়া এদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ওয়াটারপোলো চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ৪৮ তম অনুর্ধ ১৮ জাতীয় ওয়াটারপোলো তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলা দল। সোমবার সকালে অনুর্ধ ১৮ জাতীয় ওয়াটারপোলো চ্যাম্পিয়ান দলের ১৩ জন খেলোয়াড় ও কোচ কে সংবর্ধিত করা হয় ক্যানিং থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। ক্যানিং থানার পুলিশের পক্ষ থেকে এমন অভ্যর্থনা পেয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন খেলোয়াড় সহ অনুর্ধ ১৮ বাংলা দলের কোচ প্রসেনজিত ভঞ্জ। ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ বলেন, ওয়াটারপোলোতে দেশের কাছে বাংলার সম্মান উজ্জ্বল করেছে অনুর্ধ ১৮ বাংলা দলের খেলোয়াড়রা। আমরা গর্বিত চ্যাম্পিয়ান দলকে সংবর্ধনা দিতে পারার জন্য।' কোচ প্রসেনজিত ভঞ্জ বলেন, চ্যাম্পিয়ান হওয়ার

পর পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমন সম্মান পেয়ে মনোবল কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। আগামী দিনে যাতে করে চ্যাম্পিয়ান অনুর্ধ ১৮ বাংলা দলের ছেলেরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাবো।'

অন্যদিকে স্বর্ণপদক জয়ী প্রাক্তন ওয়াটারপোলো চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড় তথা ভারতীয় রেলের সহকারী কোচ রবীন বলকে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বাংলা দল শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য গত ১৬ জুলাই ওড়িশার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়েছিল ৪৮ তম জাতীয় ওয়াটারপোলো টুর্নামেন্ট। অংশগ্রহণ করেছিলো দেশের ৯ রাজ্য। ২০ জুলাই ফাইনালে কেরালাকে ৯-৪ হারিয়ে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয় অনুর্ধ ১৮ বাংলা।

মোহনবাগান দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবস। এই উপলক্ষে মজুমদার। সকালে কেক কেটে পতাকা তুলে জন্মদিন পালন করলেন

মেরিনার্স শিলিগুড়ি মোহনবাগানের তরফ থেকে পালন করা হল মোহনবাগান ক্লাব-এর জন্মদিন।এই উপলক্ষে সকাল থেকেই সবুজ-মেরুন-এর জন্মদিন পালন করতে ব্যস্ত ছিলেন মোহনবাগান মেরিনার্স এর সকল সদস্য এবং সমর্থকেরা। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং শিলিগুড়ির সতেরো নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিলি সিনহা এবং গোটা উত্তরবঙ্গের মোহনবাগানের সর্বসেবা অরূপ মোহনবাগানের খুদে সমর্থকেরা। এবং কলেজপাড়ার বাঘাযতীন পার্কের মাঠে মোহনবাগানের রঙে রাঙিয়ে তোলা বেলুন ওড়ানো হয়। এদিন মোহনবাগানের উত্তরবঙ্গের অন্যতম কর্তা অরূপ মজুমদার জানান, আমাদের চেষ্টা আছে মোহনবাগানের খেলা উত্তরবঙ্গের নানান জায়গায় ফেলবার। এবং উত্তরবঙ্গে মোহনবাগানকে জনপ্রিয় করে তোলা। কলকাতার বাইরেও মোহনবাগানকে ঘিরে উচ্ছ্বাস ষোলোআনা তা বোঝা গেল আবার

ঋদ্ধির ফেরার অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঋদ্ধিমান সাহার মতো অত্যন্ত জনপ্রিয় জাতীয় দলের প্লেয়ার রাজ্য ছেড়ে ত্রিপুরার জার্সি গলিয়েছেন। এই খবরে অত্যন্ত ব্যথিত সমগ্র বাংলা। আশার কথা এর মধ্যে বরফ গলানোর কাজও শুরু হয়েছে। যাতে অনুঘটকের কাজ করছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার। সম্প্রতি নজরুল মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার পর সেই ঋদ্ধিকে চোখে পড়েছে যে নিজের মাতৃভূমির জন্য ব্যাকুল। এ যেন এক ঢিলে দুই পাখি মারা। যাদের জন্য রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তাদের চুপ করানো। পাশাপাশি কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনার উদাহরণ হিসেবে যে ঋদ্ধিকে তুরুপের তাস করতে চাইছিল একটা অংশ তাদেরও সবক শেখানো গিয়েছে। বার্তাটা পরিষ্কার ঋদ্ধি বাংলারই। সময়সুযোগ মতো আবার তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটবে।

বাংলা ছেড়েছেন অভিমানে। বাংলার বিরুদ্ধে এবার খেলবেন তিনি। এমন কঠিন সিদ্ধান্ত

নেওয়াটা সহজ ছিল না ঋদ্ধিমান সাহার পক্ষে। তাও কঠিন সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন। সিএবির কর্তাদের প্রতি অভিমানে তিনি বাংলা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ঋদ্ধিমান সাহা বাংলা কী আর ফিরবেন! আর কখনও কী তাঁকে বাংলার জার্সিতে দেখা যাবে! এই প্রশ্ন এখন ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে ঋদ্ধির। তবে এরই মধ্যে বাংলা থেকে অনন্য সম্মান সব হিসেব বদলে দিতে পারে। ঋদ্ধি নিজে জানালেন, আমি কোনদিনই বাংলা ছাড়তে চাই নি, কিংবা বাংলা ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমাকে যেভাবে হেনস্থা করা হল কিছুতেই আমি ভুলতে পারছি না,আমি ক্রিকেটকে ভালবাসি। এবং ক্রিকেট নিয়েই থাকতে চাই। আমার বাংলার কোনও খেলোয়ারের প্রতি অভিমান কিংবা বিদ্বেষ নেই। কিন্তু অপমানিত হলে কারই বা মাথা স্থির থাকে। তাই আমি ত্রিপুরাতে খেলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন আমি কোনওদিনও ভুলতে পারব না। কিন্তু একটা বছর আমাকে ত্রিপুরাতে খেলতে হবে। যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে আবার সামনের বছরে ফিরে আসব এই বাংলাতে জানালেন শিলিগুড়ির পাপালি ঋদ্ধিমান সাহা।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com